পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 232 Monday, 22 July, 2024 ✻ ২৯ বর্ষ, ২৩২ সংখ্যা ✻ ৬ শ্রাবণ, ১৪৩১, সোমবার, ২২ জুলাই, ২০২৪ ✻ আজ ৮ পাতা ✻ মূল্য– ৩ টাকা

একুশের মঞ্চ থেকে আশ্বাস মমতার

‘কারও চাকরি যাবে না’

বিজেপি, সিপিএম, কংগ্রেসকে একযোগে দুষলেন তৃণমূল সুপ্রিমো

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ জুলাই ঃ শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলা

নিয়ে একের পর এক বিস্ফোরক রায় দিয়েছে আদালত। চাকরিও হারিয়েছেন অনেক লোক। তা নিয়ে বার বারই বিরোধীদের তুলোধনা করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একুশের সমাবেশের মঞ্চ থেকেও সেই প্রসঙ্গ তুলে ধরে সরব হন তৃণমূল সুপ্রিমো। কারও চাকরি না যাওয়ার আশ্বাস দিলেন তিনি।

মমতা বলেন, বিজেপি আন্দোলনে পারে না। তাই বিজেপি, সিপিএম, কংগ্রেস শুধু আদালতে যাচ্ছে। ১০ লক্ষ সরকারি চাকরি তৈরি। একটাও কাজ করতে যাচ্ছি। আদালতে পিল খাচ্ছে। আর পিল খেয়ে বন্ধ করে দিচ্ছে। কখনও বলছে ২৬ হাজারের চাকরি খাই, তো কখনও বলছে ৪২ হাজারের চাকরি খাই। কখনও বলছে ওবিসি সংরক্ষণ উঠিয়ে দাও। না উঠবে না। কারও চাকরি যাবে না। আমরা লড়ছি। সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছি। লড়াই আমরা করব। ২ কোটির বেশি মানুষকে ওবিসি সার্টিফিকেট দিয়েছি। তাঁরা নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছেন। উল্লেখ্য, গত ২২ এপ্রিল, কলকাতা হাই কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের রায়ে বাতিল হয়েছে ২০১৬-র এসএসসি প্যানেল। চাকরি হারিয়েছেন ২৫ হাজার ৭৫৩ জন শিক্ষক ও অশিক্ষককর্মী। সেই রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করেছে রাজ্য সরকার, স্কুল সার্ভিস কমিশন ও মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। তার আগে কলকাতা হাই কোর্টের তৎকালীন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশেও হাজার হাজার চাকরি বাতিল হয়। সেই অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় বর্তমানে যোগ দিয়েছেন বিজেপিতে। তিনি বর্তমানে তমলুকের সাংসদ। তাই নিয়োগ দুর্নীতি সংক্রান্ত তাঁর দেওয়ার রায়ের নেপথ্যে রাজনৈতিক অভিসন্ধি রয়েছে বলেই অভিযোগ। সে প্রসঙ্গ টেনে এদিন একুশের মঞ্চ থেকে জোরাল সওয়াল করেন তৃণমূল নেত্রী। তিনি এও বলেন, এবারের লোকসভা ভোটে বঙ্গে তৃণমূলের ফলাফল তুলনামূলকভাবে ভালো হয়েছে। উনিশের তুলনায় চব্বিশে আরও বেশি আসনে জয় পেয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল। কিন্তু এই সাফল্যের মাঝেও কাঁটা হয়ে রয়েছে মালদহের ফলাফল। এই জেলায় এবারও দাঁত ফোটাতে পারেনি শাসক শিবির। আর তা নিয়ে আক্ষেপের সুর ঝরে পড়ল দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলায়। একুশে জুলাই শহিদ দিবসের মঞ্চে এনিয়ে মুখ খুললেন তিনি। যাঁরা তৃণমূলকে সমর্থন করেননি, ভবিষ্যতে তাঁরা সমর্থন করবেন বলে আশা তাঁর। মালদহ উত্তর ও মালদহ দক্ষিণে এবার একেবারে নতুন মুখে ভরসা রেখে লড়াইয়ের ময়দানে এগিয়ে দিয়েছিল রাজ্যের শাসকদল। মালদহ উত্তরে প্রাক্তন আইপিএস প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন তৃণমূল প্রার্থী। খোদ তৃণমূল সুপ্রিমোর পছন্দের প্রার্থী ছিলেন তিনি। রাজনীতির জন্য তিনি আগাম অবসর নিয়েছিলেন দুঁদে পুলিশকর্তা। আর মালদহ দক্ষিণে তরুণ মুখ শাহনওয়াজ আলি রায়হান। তিনি বিদেশে পড়াশোনা করার মাঝেই দেশে ফিরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু চব্বিশের লোকসভা ভোটে এঁদের কেউই জিততে পারেননি। মালদহ উত্তরে ফের জিতেছেন বিজেপির খগেন মুর্মু। আর মালদহ দক্ষিণে নিজেদের দখল রেখেছে কংগ্রেস। গণি পরিবারের ঈশা খান চৌধুরী সাংসদ হয়েছেন। এই ফলাফলে কপালে ভাঁজ পড়েছিল তৃণমূল নেত্রীর। এবার একুশের শহিদ মঞ্চে আক্ষেপের সুর ফুটে উঠল তাঁর গলায়। নিজের বক্তব্যে বললেন, মালদহ এবারও আমাদের ভোট দেয়নি। ওখানে কোনও আসন আমরা পাইনি। কেন যে মালদহের মানুষজন আমাদের ভুল বুঝলেন, জানি না। আপনারা যাঁদের ভোটে জেতালেন, একজন কংগ্রেস আরেকজন বিজেপি। তাঁরা কি আপনাদের জন্য কোনও কাজ করেছেন? আশা করি, যাঁরা এতদিন সমর্থন করেননি, তাঁরা এবার সমর্থন করবেন। এর পর কিছুটা কৌতূকের সুরে বললেন, আশা করি, ২০২৬-এ মালদহের আম আর আমসত্ত্ব এবার আমরাই পাব। **সৌরভ দত্ত।**

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

আজ থেকে রাজ্য বিধানসভার অধিবেশন শুরু

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ জুলাই ঃ অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌরহিত্যে সর্বদলীয় বৈঠকের পরে আজ থেকে রাজ্য বিধানসভার অধিবেশন শুরু হতে চলেছে। শোক প্রস্তাবের পরে অধিবেশন দিনের মতো মুলতুবি হয়ে যাবে। এরপরে কার্য উপদেষ্টা কমিটির বৈঠকে অধিবেশনের পরবর্তী কর্মসূচি স্থির করা হবে। গত পয়লা জুলাই থেকে দেশজুড়ে চালু হওয়া তিনটি ফৌজদারি বিল নিয়ে আলোচনার জন্য সরকার পক্ষের তরফে অধিবেশনে একটি প্রস্তাব আনা হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। পাশাপাশি বেশ কয়েকটি সংশোধনী বিল এবারের অধিবেশনে আনা হতে পারে। এই দিকে সদ্য চারটি বিধানসভা উপনির্বাচনে জয়ী প্রার্থী সুপ্তি পান্ডে, মুকুটমনি অধিকারী, কৃষ্ণ কল্যাণী এবং মধুপর্না ঠাকুরকে চলতি অধিবেশনে বিধায়ক হিসাবে শপথ বাক্য পাঠ করানো হবে বলে সূত্রের খবর।

বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের প্রস্তুতি নিয়ে বৈঠকে বসবে রাজ্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ জুলাই ঃ আগামী বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের প্রস্তুতি নিয়ে রাজ্য সরকার বৈঠকে বসতে চলেছে। মুখ্য সচিব ভগবতী প্রসাদ গোপালিকা আগামীকাল নবান্নে প্রস্তাবিত এই বৈঠকে উপস্থিত থাকার জন্য সংশ্লিষ্ট সব দপ্তরের আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীর প্রধান আর্থিক উপদেষ্টা অমিত মিত্রর উপস্থিত থাকার কথা। একই সঙ্গে আগামী সেপ্টেম্বর মাসে প্রস্তাবিত শপিং ফেস্টিভ্যাল নিয়েও বৈঠকে আলোচনা হতে পারে। উল্লেখ্য আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে রাজ্য সরকার নবম বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের আয়োজন করার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

বাংলাদেশের মানুষ কড়া নাড়লে আশ্রয় দেব’, বার্তা মমতার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ জুলাই ঃ কোটা বিরোধী আন্দোলনে জ্বলছে গোটা বাংলাদেশ। ইতিমধ্যেই প্রাণ গিয়েছে শতাধিক আন্দোলনকারীর। সেনার কব্জায় চলে গিয়েছে বাংলাদেশের রাজপথ। সেদেশ ছা।তে শুরু করেছেন বিদেশীরা। ইন্দো-বাংলা সীমান্তে বন্ধ দুদেশের বাণিজ্য। সেই আবহে ২১ জুলাইয়ের মঞ্চ থেকে বড়সা। বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন তিনি বলেন, ‘বাংলাদেশের মানুষ দরজায় কড়া নাড়লে আশ্রয় দেব।’ পাশাপাশি তাঁর বার্তা, ‘এই নিয়ে কোনও প্ররোচনায় কেউ পা দেবেন না। আমরা যেন কোনও অশান্তি না করি।’ আমরা সকলের পাশে আছি ও থাকবো।

ভোটে মদেই খরচ করেছে ৪০ কোটি, মন্তব্য অভিষেকের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ জুলাই ঃ একুশের মঞ্চ থেকে সরাসরি বিজেপিকে তোপ দাগলেন অভিষেক। কোনও ভদ্র-সভ্য লোক বিজেপি করে না। লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি মদের পিছনে খরচ করেছে ৪০ কোটি টাকা। রবিবার ২১ জুলাইয়ের মঞ্চ থেকে এই ভাষাতেই বিজেপিকে আক্রমণ করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর সংগঠন থেকে সাময়িক বিরতি নিয়েছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু তৃণমূলের ২১ জুলাইয়ের সমাবেশে আবারও চেনা রূপেই ধরা দিলেন দলের সর্বভারতীয় সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন কলকাতার ধর্মতলায় দলের ‘ সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অভিষেক বলেন, রাজনৈতিক স্বার্থে ১০০ দিনের কাজ, আবাস যোজনার টাকা আটকে রেখেছিল কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। কিন্তু এই বঞ্চনার বিরুদ্ধে মোক্ষম জবাব দিয়েছেন বাংলার মানুষ। বাংলার মানুষের সঙ্গে বঞ্চনা করলেও, নির্বাচনে বিজেপি মদের পিছনে টাকা উড়িয়েছে। সন্দেশখালিতে চিত্রনাট্য সাজিয়ে বাংলাকে গোটা দেশের সামনে কলুষিত করার চেষ্টা হয়েছিল। আপনারা দেখেছেন, সন্দেশখালির ২ নম্বর ব্লকের বিজেপি-র মণ্ডল সভাপতি গঙ্গাধর কয়াল বলেছেন, ভোটের দিন প্রতি বুথে বিজেপি-র মদের খরচ ছিল ৫ হাজার টাকা। বিজেপি মদের পিছনে কত খরচ করেছে, সেই হিসেবও তুলে ধরেন অভিষেক। তাঁর কথায়, বাংলায় মোট ৮০ হাজার বুথ রয়েছে। একটি বুথে ৫ হাজার টাকা খরচ হলে, নির্বাচনের দিনে শুধু মদের পিছনেই ৪০ কোটি টাকা খরচ করেছে বিজেপি। কোনও ভদ্র-সভ্য লোক বিজেপি করে না বলেও মন্তব্য করেন অভিষেক। তিনি বলেন, আপনারা ভাবছেন ৪০ কোটির মদ কে খায়? পাড়ায়, নিজের এলাকায়, ডাইনে-বাঁয়ে, আগে-পিছে দেখবেন, কোনও ভদ্র, সভ্য লোক বিজেপি করে না। সব মোদো-মাতাল, দুর্নীতিগ্রস্ত, চোর-চিটিংবাজ বিজেপি করে। তাই এদের বর্জন করেছে মানুষ। ওরা নরে ঃদ্র মোদি, ইডি-সিবিআই, কেন্দ্রীয় বাহিনী, টাকা এবং বিচারব্যবস্থার গর্জনে বিশ্বাস করেছিল। আমরা বিশ্বাস করেছিলাম মানুষের গর্জনে। জনগণের গর্জন কী, বিজেপি বুঝে গিয়েছে।

সর্বদল বৈঠকে এজেন্সির অপব্যবহার নিয়ে সরব এএপি

নয়াদিল্লি, ২১ জুলাই ঃ সোমবার থেকে শুরু হচ্ছে সংসদের বাজেট অধিবেশন। তার আগে রবিবার সর্বদলীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হল। এই সর্বদলীয় বৈঠকে এজেন্সির অপব্যবহার নিয়ে সরব হল আম আদমি পার্টি (এএপি)। এছা।ও আরও নানা ইস্যু উত্থাপন করেছে। সর্বদলীয় বৈঠক শেষে সঞ্জয় সিং বলেছেন, সর্বদলীয় বৈঠকে অনেকগুলি বিষয় উত্থাপিত হয়েছে, বিশেষত বিরোধী নেতাদের উপর তদন্ত সংস্থাগুলির অপব্যবহার, যার সবচেয়ে বড় শিকার এএপি। আমি বাজেটের বিষয়ে দিল্লি এবং পঞ্জাবের সমস্যাও উত্থাপন করেছি। বাজেট আসতে চলেছে তবে আমি তার আগেই বাজেট ফাঁস করতে পারি এবং দিল্লির ক্ষেত্রে, আমি বলতে পারি যে দিল্লি ৩৫০ কোটি টাকার বেশি পাবে না। সঞ্জয় সিং আরও বলেছেন, একটি আদেশ জারি করা হয়েছে যে নেমপ্লেট বসাতে হবে, এটি দলিত, অনগ্রসর আদিবাসী এবং অন্যান্যদের ব্যবসা বন্ধ করার চেষ্টা। এরাই বৈষম্যে বিশ্বাসী মানুষ। তারা রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে রাম মন্দির উদ্বোধনে আমন্ত্রণ জানাননি...এই সিদ্ধান্ত দলিত, অনগ্রসর জাতি, সংখ্যালঘু, আদিবাসীদের বিরুদ্ধে।

মাতব্বরির শাসন কায়েম করতে চাইছে তৃণমূল’, কটাক্ষ সেলিমের

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২১ জুলাই ঃ আইনের শাসনের বদলে মাতব্বরির শাসন কায়েম করতে চাইছে তৃণমূল। এমনটাই দেখা যাচ্ছে এই রাজ্যে। পাশাপাশি, ধর্মকে ব্যবহার করে বিজেপিকেও সুযোগ করে দিচ্ছে। রবিবার কোচবিহারে এমনটাই দাবি করলেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। সিপিএমের কোচবিহার জেলা কমিটির বৈঠকে যোগ দিতে এসেছেন সেলিম। ২১ জুলাই শহিদ সমাবেশে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, দুর্নীতির সঙ্গে আপোষ নয়। যারা অন্যায় করবে তাদের রেয়াত করা হবে না। এনিয়ে সেলিম বলেন, ‘ বিরুদ্ধে উনি ব্যবস্থা নিয়েছেন। যতজন জেলে আছেন। যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে, যারা জমির দখল নিয়েছে, কতজনকে তিনি বের করেছেন। পাশাপাশি বামপন্থী দল থেকে যাদের আমরা চারিত্রিক দোষ সহ বিভিন্ন কারণে বের করেছি, তিনি তাদের সম্পদ মনে করে দলে নিয়েছেন।’

অবসরের পরে রাজনীতিতে যোগ বিচারপতিদের! আটকাতে প্রাইভেট মেম্বার্স বিল রাজ্যসভায়

নয়াদিল্লি, ২১ জুলাই ঃ বিচারপতিদের রাজনীতিতে যোগ আচকাতে বিল আসতে চলেছে রাজ্যসভায়। বিশেষ সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, বাদল অধিবেশনে আলোচনার জন্য মোট ২৩টি প্রাইভেট মেম্বার্স বিল রাজ্যসভায় আনার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম বিচারপতি সংক্রান্ত এই বিল। আরজেডি সাংসদ এডি সিং এই বিল আনবেন সংসদের উচ্চকক্ষে। উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক অতীতে বেশ কয়েকজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি যোগ দিয়েছেন রাজনীতিতে। ঠিক কী উল্লেখ করা হয়েছে এই বিলে? দ্য কনস্টিটিউশন বিল, ২০২৪-এ বলা হয়েছে, যাঁরা কোনও সাংবিধানিক পদে থাকবেন তাঁরা অবসর নেওয়ার পরে রাজনীতিতে যোগ দিতে পারবেন না। সেই তালিকায় থাকবেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারক-বিচারপতি, নির্বাচন কমিশনাররা। সংবিধানের ১২৪, ১৪৮, ৩১৯, ৩২৪ ধারা সংশোধন করে এবং ২২০এ, ৩০৯এ ধারা এনে সাংবিধানিক পদাধিকারীদের রাজনীতিতে যোগদান আটকানোর প্রস্তাব দিয়েছেন রাজ্যসভার আরজেডি সাংসদ। উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক অতীতে বেশ কয়েকজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি যোগ দিয়েছেন রাজনীতিতে। তার মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য নাম অভিজি গঙ্গোপাধ্যায়। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তাঁর রায় নিয়ে তুমুল বিতর্ক হয়। বেশ কয়েকটি রায় বাতিলও করে সুপ্রিম কোর্ট। শেষ পর্যন্ত লোকসভা নির্বাচনের আগে আচমকাই কলকাতা হাই কোর্ট থেকে পদত্যাগ করেন বিতর্কিত বিচারপতি। যোগ দেন বিজেপিতে। গেরুয়া শিবিরের টিকিটে জিতে তমলুক থেকে সাংসদও হয়েছেন। কয়েকদিন আগে একটি অনুষ্ঠানে গিয়ে গেরুয়া শিবিরে নাম লিখিয়েছেন প্রাক্তন বিচারপতি রোহিত আর্য। ২০১৩ সালের ১২ সেপ্টেম্বর মধ্যপ্রদেশ হাই কোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হন তিনি। স্থায়ী বিচারপতি হিসাবে তাঁর যাত্রা শুরু হয় ২০১৫ সালের ২৬ মার্চ থেকে। এই আদালতের বিচারপতি থাকাকালীন তাঁর দুটি রায় নিয়ে বিতর্ক হয়েছিল। ২০২১ সালে মুনাওয়ার ফারুকি এবং নলীন যাদবকে জামিন দিতে অস্বীকার করেন রোহিত। ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল দুই কমেডিয়ানের বিরুদ্ধে। পরে অবশ্য সুপ্রিম কোর্টে জামিন পান তাঁরা। এছাড়াও ২০২০ সালে শ্লীলতাহানিতে অভিযুক্ত এক ব্যক্তিকে জামিন দিয়েছিলেন রোহিত। সেই রায়ও পরে বাতিল করে শীর্ষ আদালত। বিচারপতিদের এমন আচরণ আটকানোর জন্যই নতুন বিল পেশের আর্জি আরজেডি সাংসদের।

উত্তপ্ত বাংলাদেশ থেকে ভারতে ফিরলো ৪০০ পড়ুয়া

দুরন্ত বার্তা, চ্যাংরাবান্ধা, ২১ জুলাই ঃ অগ্নিগর্ভ বাংলাদেশ থেকে চ্যাংরাবান্ধা সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশ করলেন আরও ৪০০ পড়ুয়া। রবিবার সকালে ভারতে ঢুকে স্বস্তি পান ছাত্র-ছাত্রীরা। এদিন সকাল থেকেই চ্যাংরাবান্ধা চেকপোস্টে পুলিশ প্রশাসনের তরফে পড়ুয়াদের বাসে করে বিভিন্ন এলাকায় পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। চ্যাংরাবান্ধা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বিএমওএইচ ডাঃ অম্বুজকুমার ঠাকুরের নেতৃত্বে পড়ুয়াদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য মেডিকেল টিম রয়েছে। কোটা আন্দোলনে উত্তাল বাংলাদেশ। প্রতিবেশী দেশজুড়ে জারি কার্ফু। ইন্টারনেট থেকে যোগাযোগ টেলিকম যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রায় বন্ধ। পরবর্তী নির্দেশ দেওয়া পর্যন্ত বন্ধ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলি। এমনকি হস্টেলগুলিও খালি করতে নির্দেশ দিয়েছে সরকার। এমন উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ-ভারত লাগোয়া সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশ করছেন পড়ুয়ারা। তাঁদের মধ্যে যেমন ভারতীয় ছাত্র-ছাত্রী রয়েছেন তেমনই রয়েছেন নেপাল-ভুটানের পড়ুয়ারাও। বাংলাদেশের পাব্লিক ট্রান্সপোর্ট বন্ধ থাকায় গাড়ি ভাড়া করে ওপার থেকে বর্ডারে আসছেন পড়য়ারা। মেখলিগঞ্জের এসডিপিও আশীষ পি সুব্বা বলেন, ‘ যত পড়ুয়া বাংলাদেশ থেকে এপারে আসবে, তাদের জন্য সব রকম সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে। তাদের বিশ্রামের ব্যবস্থা থাকছে। মেডিকেল চেকআপের ব্যবস্থাও রয়েছে। এরপর তাদের বাসে করে পুলিশি নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে বাড়ি ফেরানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।‘

আজ থেকে শুরু হচ্ছে সংসদের বাদল অধিবেশন

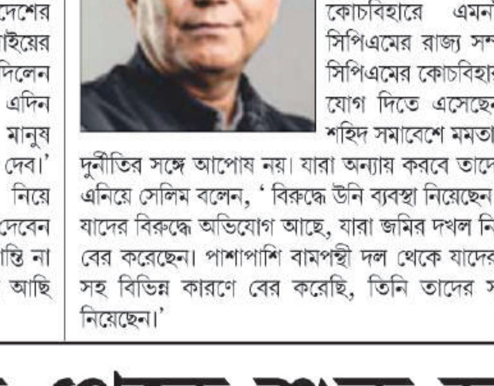

নয়াদিল্লি, ২১ জুলাই ঃ আজ সোমবার থেকে শুরু হচ্ছে সংসদের বাদল অধিবেশন। মঙ্গলবার বাজেট পেশ করবেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। তার আগে রবিবার হল সর্বদলীয় বৈঠক। উল্লেখ্য, এদিন বৈঠকের সভাপতিত্ব করেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। সরকারের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু, বিজেপি সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জেপি নাড্ডা। অন্যদিকে কংগ্রেসের পক্ষে ছিলেন গৌরব গগৈ, জয়রাম রমেশ-সহ বিরোধী পক্ষের একাধিক নেতৃত্ব। এবারে অধিবেশনে যাতে কোনও রকম অশান্তি না হয় সেই দিকেই বিশেষ নজর দেওয়ার প্রস্তাব আনা হয়। তাতে অবশ্য সকলেই এক মত হয়েছেন। তবে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই পারে বলে মনে করা হচ্ছে। সোমবার থেকে শুরু হচ্ছে সংসদের বাজেট অধিবেশন। তার আগে রবিবার সংসদে সর্বদল বৈঠক ডেকেছিল সরকার পক্ষ। তৃণমূল কংগ্রেস ছাড়া সব বিরোধী দলই উপস্থিত ছিল রবিবারের বৈঠকে। অধিবেশন চলাকালীন বিরোধীরা যাতে নিজেদের ইস্যুগুলি তুলে ধরতে পারেন, সরকারকে তা নিশ্চিত করার জন্য অনুরোধ করেন বৈঠকে উপস্থিত বিরোধী দলের নেতারা। কংগ্রেসের তরফে সংসদের সর্বদল বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জয়রাম রমেশ ও কে সুরেশ। লোকসভায় যাতে বিরোধী শিবির থেকে কাউকে ডেপুটি স্পিকার পদে বসানো হয়, সেই দাবি তোলেন কংগ্রেস নেতারা। সূত্রের খবর, নিটের প্রশ্নফাঁস ইস্যুতেও রবিবারের বৈঠকে সরব ছিল কংগ্রেস। পাশাপাশি ওয়াইএসআর কংগ্রেস, জেডিইউ ও বিজেডির তরফে যথাক্রমে অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার ও ওড়িশাকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়ার দাবি জানানো হয়।

মুক্তিযোদ্ধা সংরক্ষণে রায়দান সুপ্রিম কোর্টের

ঢাকা, ২১ জুলাই ঃ মুক্তিযোদ্ধা সংরক্ষণ মামলায় রায় দিল বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্ট। এদিন প্রায় তিনঘণ্টা ধরে শুনানি চলে। তার পরই রায় দেয় শীর্ষ আদালত, বলে খবর। জানা গিয়েছে, মুক্তিযোদ্ধা কোটার হার কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। এবং পড়ুয়াদের ক্লাসে ফিরে যেতে আবেদন জানিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। এর পরে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে, অশান্তির পর্ব পেরিয়ে কি শান্ত হবে বাংলাদেশ? নাকি বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে জন্ম নেওয়া এই প্রতিবাদ বদলে যাবে ‘হাসিনা হঠাও’ অভিযানে?

ঠিক কী রায় দিয়েছে শীর্ষ আদালত। অ্যাটর্নি জেনারেল এ এম আমিনুদ্দিন জানিয়েছেন, সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে হাই কোর্টের রায় অবৈধ। সেই সঙ্গে জানা গিয়েছে, সুপ্রিম কোর্ট মুক্তিযোদ্ধা সংরক্ষণকে একেবারে তুলে দেয়নি। তবে তার হার অনেকটাই কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। ৩০ শতাংশ থেকে তা কমিয়ে ৫ শতাংশ করা হয়েছে। অর্থা সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে ৫ শতাংশ বরাদ্দ থাকবে মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তানসন্ততিদের জন্য। বাকি শ্রেণির জন্য তা ২ শতাংশ। অবশিষ্ট ৯৩ শতাংশ নিয়োগ হবে মেধার ভিত্তিতে। স্বাধীন বাংলাদেশ গঠিত হওয়ার পর সরকারি চাকরি ও প্রশাসনিক পদে ৩০ শতাংশ সংরক্ষণ দেওয়া হয়েছিল মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের সন্তানদের। এরই সঙ্গে মহিলাদের জন্য ১০ শতাংশ, অনগ্রসর জেলার জন্য ১০ শতাংশ, সংখ্যালঘু ভূমিপুত্রদের ৫ শতাংশ এবং দিব্যাঙ্গদের জন্য ১ শতাংশ সংরক্ষণও চালু করা হয়। শুক্রবার ছুটির দিন সত্ত্বেও চলে দফায় দফায় সংঘর্ষ। ঝরেছে রক্ত। শনিবার ঢাকা মেট্রো স্টেশনেও আন্দোলনকারীদের আগুন লাগিয়ে দেওয়ার খবর সামনে এসেছে। আর এর মধ্যেই শুক্রবার রাতে পুরো বাংলাদেশে কারফিউ জারি করে সেনা নামিয়েছে হাসিনা সরকার। শুক্রবার ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের উপকমিশনার (সংবাদমাধ্যম) ফারুক হোসেন জানান যে, শুক্রবার দুপুর থেকেই পরবর্তী নির্দেশ ঘোষণা নাহওয়া পর্যন্ত রাজধানীতে সব ধরনের সভাসমাবেশ ও মিছিল নিষিদ্ধ। এই উত্তেজনাকর অবস্থার মধ্যেই শুক্রবারও আরও অন্তত ৪৩ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে বেসরকারি সূত্রে খবর। সব মিলিয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ১০৫-এ।যদিও সরকারি তরফে নির্দিষ্ট করে মৃতের সংখ্যা বলা হয়নি। শুক্রবারও বাংলাদেশ জুড়ে ‘কমপ্লিট শাটডাউন’ কর্মসূচি পালন করছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র সংগঠন। এই আবহে আন্দোলনকারীরা শুক্রবার বিভিন্ন জায়গায় পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়েছে। ঢাকার উত্তরা, মহম্মদপুর, বাড্ডাসহ বেশ কয়েকটি এলাকায় পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ বেধেছে আন্দোলনকারী ছাত্রদের। শুক্রবার সকাল থেকেই ঢাকার রাস্তায় বিপুল সংখ্যক পুলিশ, র‍্যাব, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের সদস্যদের দেখা যায়। কিন্তু আওয়ামি লিগের বহু নেতাকর্মীও লাঠি নিয়ে রাস্তায় নেমেছে আন্দোলন দমন করতে। পরিস্থিতির দিকে নজর রাখতে এদিন সকাল থেকে হেলিকপ্টারে টহল দেওয়া হয়।

তৃণমূল জমানায় দারিদ্রসীমা ৮ শতাংশে নেমে এসেছেঃমমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২১ জুলাই ঃ তৃণমূল জমানায় দারিদ্রসীমা ৮ শতাংশে নেমে এসেছে। একুশে জুলাইয়ের সভামঞ্চ থেকে এই দাবি করলেন তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেছেন, 'আমরা দায়িত্বে আসার আগে দারিদ্রসীমার নীচে ছিলেন ৫৭.৬ শতাংশ মানুষ। আমাদের জমানায় তা ৪০ শতাংশ কমে গিয়েছে। বিজেপিকে আক্রমণ করে মমতা বলেন, ' নির্বাচন কমিশনের একতরফা আচরণের পরেও লোকসভা নির্বাচনে, বিধানসভা উপনির্বাচনে মানুষ আমাদের পাশে থেকেছেন। এজেন্সির ধমকানি-চমকানি পরেও বিজেপি-কংগ্রেস-সিপিএমের বিরুদ্ধে লড়াই করে জিতে এসেছি, তাতে স্যালুট জানাই বাংলার মানুষকে। যাঁরা আমাদের সমর্থন দেননি, আগামী দিন তাঁদের কাছে সমর্থন আশা করব। সাধারণ মানুষ ছাড়া তৃণমূল পথ চলতে পারে না। আমরা যত জিতব, আমাদের তত নরম হতে হবে। যত জিতব, তত আমাদের দায়িত্ব বাড়বে। উত্তরবঙ্গে আমাদের রেজাল্ট খারাপ হয়েছে, আশা করব ভবিষ্যতে তারা আমাদের সমর্থন করবে।'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরও বলেছেন, ' আমরা একমাত্র রাজনৈতিক দল, যারা লোকসভায় ৩৮ শতাংশ নির্বাচিত প্রতিনিধি পাঠিয়ে দিয়েছি। তারা আমাদের সম্পদ। একটা পার্টির সম্পদ সবাইকে নিয়ে চলা।'' মমতার কথায়, ' আমি দলে বিত্তবান লোক চাই না। বিবেকবান লোক চাই। কেন জানেন? পয়সা আসে, চলে যায়। কিন্তু সেবার কোনও বিকল্প নেই।''

দলে শুদ্ধিকরণ বার্তা অভিষেক ব্যানার্জির

কলকাতা, ২১ জুলাই ঃদলের ভিতরে ' শুদ্ধিকরণে মন দিচ্ছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জি। তিনি রবিবার তৃণমূলের শহিদ সভামঞ্চে বলেন, যাঁরা লোকসভা নির্বাচনে পঞ্চায়েত প্রধান বা কাউন্সিলর বা চেয়ারম্যান বা ভাইস চেয়ারম্যান থেকেও মানুষকে বোঝাতে সফল হননি। আমরা সবার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেব। কাউকে রেয়াত করা হবে না।তিনি এদিন এও বলেন, আমাদের ছাব্বিশের জন্য এখন থেকে প্রস্তুতি নিতে হবে। পুরসভায় যাঁরা দায়িত্বে আছেন, পঞ্চায়েতে যাঁরা দায়িত্বে আছেন, তাঁদের কর্মীদের কথা ভাবতে হবে। নিজের কথা ভাবলে চলবে না। আমি আপনাদের বলছি বিভিন্ন জায়গায় পর্যালোচনা বৈঠক করতে গিয়েছি। আমি বলেছি দল কিন্তু ফলের পর কার কী ভূমিকা ছিল সেটা খতিয়ে দেখবে।

মথুরা-আলওয়ার রেল ট্র্যাকে লাইনচ্যুত মালগাড়ি, ট্রেন পরিষেবায় স্বল্প প্রভাব

আলওয়ার, ২১ জুলাই ঃ রাজস্থানের আলওয়ার জেলায় লাইনচ্যুত হয়ে গেল একটি মালগাড়ি। রবিবার ভোররাত ২.৩০ মিনিট নাগাদ মথুরা-আলওয়ার রেল ট্র্যাকে লাইনচ্যুত হয়ে যায় একটি মালগাড়ি। রেলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আলওয়ারের কাছে আলওয়ার-মথুরা রেলপথে

গুরু পূর্ণিমায় শুভেচ্ছাজ্ঞাপন যোগী আদিত্যনাথের

লখনউ, ২১ জুলাই ঃ রবিবার গুরু পূর্ণিমা। এই বিশেষ পূর্ণিমা তিথিকে হিন্দু ধর্মে অত্যন্ত শুভ গণ্য করা হয়। রবিবার সকাল থেকেই দেশের বিভিন্ন প্রান্তে গুরু পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে বিভিন্ন অনুষ্ঠান হচ্ছে। এদিন সকালে গুরু পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা জানালেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ।তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখেন, গুরু পূর্ণিমার পবিত্র তিথিতে রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা! গুরুর কৃপা শিষ্যকে সকল প্রকার বিঘ্ন থেকে রক্ষা করে। শরণাগত শিষ্যের শারীরিক, আধ্যাত্মিক এবং জাগতিক বাধাবিপত্তি দূর করে তাকে পরিত্রাণ দেয়। সকল গুরুজনদের প্রতি শুভেচ্ছা ও বিনম্র শ্রদ্ধা! উল্লেখ্য, গুরু পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে গোরক্ষপুরের গোরক্ষনাথ মন্দিরে রবিবার 'রুদ্রাভিষেক' করেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ।অন্যদিকে গোরক্ষপুরতে, রবিবার গুরু পূর্ণিমা। এই বিশেষ পূর্ণিমা তিথিকে হিন্দু ধর্মে অত্যন্ত শুভ গণ্য করা হয়। রবিবার সকাল থেকেই দেশের বিভিন্ন প্রান্তে গুরু পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে বিভিন্ন অনুষ্ঠান হচ্ছে। এদিন সকালে গুরু পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে বিশেষ পুজো করলেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ।গুরু পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে গোরক্ষপুরের গোরক্ষনাথ মন্দিরে রবিবার 'রুদ্রাভিষেক' করেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী। সোশ্যাল মিডিয়ায় জনপ্রিয় হয়েছে যোগী আদিত্যনাথের পূজার্চনার সেই মুহূর্ত।

বাংলাদেশ থেকে মণিপুরিদের নিরাপদে প্রত্যাবর্তনের জন্য এস জয়শংকরকে ধন্যবাদ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বীরেনের

ইমফল, ২১ জুলাই ঃহিংসাজর্জর বাংলাদেশ থেকে মণিপুরিদের নিরাপদে প্রত্যাবর্তনের জন্য ভারতের বিদেশমন্ত্রী ড. এস জয়শংকরকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নংথমবাম বীরেন সিং।মুখ্যমন্ত্রী তাঁর অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে একটি পোস্টের মাধ্যমে ভারতের বিদেশমন্ত্রী ড. এস জয়শংকরের সক্রিয় ভূমিকের জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, 'বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান সহিংস পরিস্থিতি সম্পর্কে আমি ব্যক্তিগতভাবে ভারতের বিদেশমন্ত্রী ড. এস জয়শংকরের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম। আমরা মণিপুরিদের নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা করতে একসাথে কাজ করছি।'তিনি পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে এবং ভারতীয় নাগরিকদের নিরাপদ প্যাসেজ নিশ্চিত করার জন্য জয়শংকরের প্রত্যক্ষ সম্পৃক্ততার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

মৈত্রী-বন্ধন ট্রেন আপাতত বন্ধই

কলকাতা ও ঢাকা, ২১ জুলাই ঃ কোটা সংস্কার আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশ অশান্ত। সেই আন্দোলনের জেরে স্তব্ধ সে দেশের জনজীবন। স্কুল, কলেজ বন্ধ। রাস্তায় রাস্তায় টহল দিচ্ছে সেনাবাহিনী। এই পরিস্থিতিতে রবিবারও বাতিল করা হল কলকাতা-ঢাকা মৈত্রী এক্সপ্রেস। শুধু তাই নয়, রাজধানী ঢাকা থেকে কোনও ট্রেন চলাচল করছে না বৃহস্পতিবার থেকে। কবে ট্রেন পরিষেবা স্বাভাবিক হবে, তা এখনও স্পষ্ট নয়।রবিবার ভারতীয় রেলের তরফে জানানো হয়েছে, ২১ জুলাই ঢাকা থেকে কলকাতার উদ্দেশে যে মৈত্রী এক্সপ্রেস ছাড়ার কথা ছিল, সেটা বাতিল করা হয়েছে। পাশাপাশি, ২২ জুলাই কলকাতা থেকে ঢাকার উদ্দেশে যাওয়া মৈত্রী এক্সপ্রেসও বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে ভারতীয় রেল।

বাংলাদেশে অশান্তির প্রভাব পড়ল পেট্রাপোল বন্দরেও

উত্তর ২৪ পরগনা, ২১ জুলাই ঃ গত শনিবার সকালের পর প্রতিবেশী দেশে রফতানি বন্ধ করা হয়েছে। আমদানিও চলছে ধীর গতিতে। সে দেশ থেকে ভারতে আসা যাত্রীর সংখ্যাও কমেছে। এর প্রভাব পড়েছে মুদ্রা বিনিময়ে। যাত্রীদের যাতায়াতের জন্য পেট্রাপোলে থাকে যানবাহন। যাত্রী না আসায় তাদের ব্যবসাও ধাক্কা খেয়েছে। সমস্যায় পড়েছেন মুদ্রা বিনিময় ব্যবসায়ী ও যান চালকরা। ফিরতে না পেরে চিন্তিত বাংলাদেশের বাসিন্দারাও। সাম্প্রতিক বাংলাদেশে অশান্তির জেরে গত শনিবার সকালে ৩৫ ট্রাক রফতানি হবার পরেই বন্ধ হল এই প্রক্রিয়া। পেট্রাপোল দিয়ে ভারতে আসা যাত্রী সংখ্যা কমেছে। পেট্রাপোল দিয়ে বাংলাদেশে যাওয়া যাত্রীরা বাংলাদেশের সমস্যা নিয়ে চিন্তিত। পেট্রাপোল প্রভাব পড়েছে মুদ্রা বিনিময়, যাত্রী পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত যানবাহন চালকরা ।বাংলাদেশ থেকে ভারতে আসা এক ভারতীয় নাগরিকের দাবি, ঢাকা থেকে যানবাহন না থাকার কারণে অনেক সমস্যার মধ্যে দিয়ে কোনক্রমে এসেছে পেট্রাপোলে। পেট্রাপোল ক্লিয়ারিং এজেন্ট সম্পাদক কার্তিক চক্রবর্তী জানিয়েছেন সকালে রফতানি শুরু হবার পরে ল্যান্ড পোর্ট অথরিটির সঙ্গে কথা বলে রফতানি বন্ধ করা হয়েছে। যতক্ষণ অবস্থান পরিবর্তন না হচ্ছে ততক্ষণ রফতানি বন্ধ থাকবে।

নেমপ্লেট ইস্যুতে মুখ খুললেন রামদেব, যোগগুরু বললেন নাম লুকানোর দরকার নেই

হরিদ্বার, ২১ জুলাই ঃ উত্তর প্রদেশে কানওয়ার রুটে খাবারের দোকানে 'নেমপ্লেট' ইস্যুতে এবার মুখ খুললেন যোগগুরু বাবা রামদেব। রবিবার হরিদ্বারে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বাবা রামদেব বলেছেন, রামদেবের যদি নিজের পরিচয় প্রকাশে কোনও সমস্যা না হয়, তাহলে রহমানের পরিচয় প্রকাশ করতে সমস্যা হবে কেন?যোগগুরু বাবা রামদেব আরও বলেছেন, প্রত্যেকেরই নিজেদের নাম নিয়ে গর্ব করা উচিত। নাম লুকানোর দরকার নেই, শুধু কাজের মধ্যে পবিত্রতা দরকার। আমাদের কাজ যদি বিশুদ্ধ হয়, তাহলে আমরা হিন্দু, মুসলিম অথবা অন্য কোনও সম্প্রদায়ের হই তাতে কিছু যায় আসে না।

বিশ্বের অর্থ ব্যবস্থার তালিকায় ১০ নম্বর থেকে ৫ নম্বরে উঠেছে

নয়াদিল্লি,২১জুলাইঃযেসব যুবক-যুবতী বন্ধুরা নিয়োগপত্র পাচ্ছেন তাঁদের জন্য এটি অবশ্যই একটি স্মরণীয় দিন, কিন্তু পাশাপাশি দেশের জন্যও এ এক ঐতিহাসিক দিন। ১৯৪৭ সালে আজকের দিনে অর্থা ২২ জুলাই ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকার বর্তমান স্বরূপকে সংবিধানে মান্যতা দেওয়া হয়েছিল। এই গুরুত্বপূর্ণ দিনে আপনারা সকলে সরকারি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার নিয়োগপত্র পেয়েছেন। এটি আপনাদেরকে বিশেষ প্রেরণা দেবে। আজাদি কা অমৃত মহোসবে যখন দেশ উন্নত হওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে তখন আপনাদের সরকারি চাকুরিতে আসা এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এটি আপনাদের পরিশ্রমের ফল। আমি যারা নিয়োগপত্র পেয়েছেন সেইসব যুবক-যুবতীদের ও তাদের পরিবার পরিজনকে অনেক অনেক অভিনন্দন জানাই, অনেক অনেক শুভ কামনাও জানাচ্ছি। বন্ধুগণ,স্বাধীনতার এই অমৃতকালে আমি সব দেশবাসীকে আগামী ২৫ বছরে ভারতকে উন্নত করার সংকল্প গ্রহণের আহ্বান জানাই। আগামী ২৫ বছর আপনাদের সকলের সঙ্গে জন্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনই দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে ভারতের প্রতি যে চিন্তাভাবনা তৈরি হয়েছে, বিশ্বাস জন্মেছে, আকর্ষণ তৈরি হয়েছে, এই সবকিছুর সম্পূর্ণ লাভ গ্রহন করতে হবে। আপনারা দেখেছেন যে ভারত মাত্র ৯ বছরে বিশ্বের অর্থ ব্যবস্থার তালিকায় ১০ নম্বর থেকে ৫ নম্বরে উঠে এসেছে। বর্তমানে প্রায় সব বিশেষজ্ঞরাই বলছেন, আগামী কয়েক বছরে ভারত দুনিয়ায় প্রথম তিনটি অর্থনীতির দেশের তালিকায় উঠে আসবে। প্রথম তিনটি অর্থনীতির দেশের তালিকায় উঠে আসা ভারতের জন্য এক অসামান্য সাফল্য হবে। কারণ সব ক্ষেত্রেই চাকুরির সম্ভাবনা বাড়বে, দেশের সাধারণ নাগরিকদের আয়ও বাড়বে। সব সরকারি কর্মচারীদের জন্যও এর থেকে বড় সুযোগ আর কিছু হতে পারেনা। আপনাদের সিদ্ধান্ত, আপনাদের পদক্ষেপ দেশহিতের জন্য, গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে এবং দেশের উন্নয়নে গতি সঞ্চার করবে। এটাই আমি বিশ্বাস করি। এই সুযোগ, এই চ্যালেঞ্জ এবং এই সম্ভাবনা সবকিছুই আপনাদের সামনে রয়েছে। আপনারা এই অমৃতকালে দেশ সেবার বিশেষ সুযোগ পেয়েছেন। দেশের জনগণের জীবন সহজ করতে তাদের সমস্যার সমাধান করতে আপনাদের এগিয়ে আসতে হবে, এটাই হওয়া উচিত আপনাদের প্রাথমিক লক্ষ্য। আপনারা যে বিভাগেই নিয়োগপত্র পেয়ে থাকুন না কেন, যে শহর বা গ্রামেই তা হোক, সর্বদা এ কথা মনে রাখবেন যেন আপনাদের কাজের ফলে জনগণের জীবনযাপন সহজ হয়। জীবনযাত্রার সরলীকরণ হয়, পাশাপাশি আগামী ২৫ বছরের মধ্যে উন্নত ভারত তৈরির জন্য অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। কখনও কখনও আপনাদের ছোট্ট একটি প্রয়াস কারও কারও ক্ষেত্রে দীর্ঘ কয়েক মাসের প্রতীক্ষার অবসান ঘটাতে পারে। তাঁদের কোনো বিফল হতে যাওয়া কাজ সাফল্য অর্জন করতে পারে। আপনারা আমার একটি কথা অবশ্যই মনে রাখবেন, জনতা জনার্দন এবং তাঁরা ঈশ্বরেরই অন্য রূপ। জনগণের থেকে পাওয়া আশীর্বাদ, দেশের দরিদ্র শ্রেণীর থেকে পাওয়া আশীর্বাদ সর্বদাই ভগবানের আশীর্বাদের সমান হয়। এইজন্য আপনারা অন্যদের সাহায্য করার চিন্তাভাবনা নিয়ে কাজ করবেন। এরফলে আপনাদের যশ বৃদ্ধি পাবে। আপনারা নিজেরাও সন্তুষ্ট হবেন।বন্ধুগণ,আজকের এই অনুষ্ঠানে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে বহু মানুষ নিয়োগপত্র পেয়েছেন। অর্থ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য আমাদের ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে ভারত সেই দেশগুলির মধ্যে অন্যতম যেখানে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ বলে মনে করা হয়। কিন্তু ৯ বছর আগে পরিস্থিতি এমন ছিলনা। যখন ক্ষমতা দখলের স্বার্থ জনগণের উন্নয়নকে ছাপিয়ে যায় তখন সব কাজই নষ্ট হয়ে যায়। এর বেশ কিছু উদাহরণ আমরা চোখের সামনে দেখতে পেয়েছি। এই ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র পূর্ববর্তী সরকারের সময় এমন দূরবস্থায় পড়েছিল, আমরা প্রত্যেকেই তা প্রত্যক্ষ করেছি। আপনারা আজকাল ডিজিটাল যুগে রয়েছেন। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা গ্রহণ করেন। ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের কাজকর্মও করেন। কিন্তু ৯ বছর আগে যে সরকার ক্ষমতায় ছিল তখন ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের পরিষেবা পাওয়ার কল্পনাও কেউ করেনি। সম্পূর্ণ কর্মপদ্ধতিই ছিল আলাদা। সেইসময় আপনাদের মতো সাধারণ জনগণের জন্য ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা চালু ছিল না। দেশের ১৪০ কোটি মানুষ এই পরিষেবা পাননি। সেইসময় একটি বিশেষ পরিবারে ঘনিষ্ঠ কিছু শক্তিশালী নেতা ব্যাঙ্কে ফোন করে নিজেদের পছন্দের মানুষকে হাজার কোটি টাকা ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করতেন। এই ঋণগুলি কখনই পরিশোধ করা হয়নি। কাগজেই কেবল কাজ হতো। ঋণ পরিশোধ করার জন্য পুনরায় ব্যাঙ্ককে ফোন করে দ্বিতীয়বার ঋণ, দ্বিতীয়বার নেওয়া ঋণ পরিশোধের জন্য তৃতীয় বার ঋণ এভাবেই চলতো ঋণের পর ঋণ গ্রহণ। এই ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবার কেলেঙ্কারি পূর্ববর্তী সরকারের সবচেয়ে বড় দূর্নীতির মধ্যে অন্যতম। পূর্ববর্তী সরকারের এই দূর্নীতির জন্য দেশের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ২০১৪ সালে আপনারা আমাদেরকে ক্ষমতায় এনে দেশের সেবা করার সুযোগ দিয়েছেন। ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পর আমরা এই পরিস্থিতি থেকে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে এবং দেশকে উদ্ধার করেছি। একের পর এক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। আমরা সরকারি ব্যাঙ্কগুলিতে ম্যানেজমেঃটকে মজবুত করেছি। পেশাদারিত্বের ওপর জোর দিয়েছি। আমরা দেশের ছোট ছোট ব্যাঙ্কগুলিকে একত্রিত করে বড় ব্যাঙ্ক তৈরি করেছি। আমরা এটি সুনিশ্চিত করেছি যে ব্যাঙ্কে সাধারণ নাগরিকের ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থ কখনও হারিয়ে না যায়। কেননা ব্যাঙ্কের প্রতি সাধারণ নাগরিকের বিশ্বাস মজবুত করা অত্যন্ত জরুরি ছিল। বেশ কিছু কর্পোরেট ব্যাঙ্ক তখন ডুবতে বসেছিল। সাধারণ জনগণের পরিশ্রমের অর্থ ডুবে যাচ্ছিল, এইজন্য আমরা এই সীমা ১ লক্ষ থেকে বাড়িয়ে ৫ লক্ষ টাকা করেছি। এর ফলাফল এখন আপনাদের সামনে। যেসব সরকারি ব্যাঙ্কের হাজার কোটি টাকা ক্ষতি নিয়ে আলোচনা হত বর্তমানে সেইসব ব্যাঙ্কেরই রেকর্ড পরিমান মুনাফা নিয়ে আলোচনা হয়।বন্ধুগণ,ভারতের মজবুত ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র এবং ব্যাঙ্কের প্রত্যেক কর্মচারি বিগত ৯ বছরে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সাযুজ্য রেখে কাজ করেছেন। এইজন্য আমরা সকলে গর্বিত। ব্যাঙ্কে কর্মরত আমার সব কর্মচারী ভাই-বোনেদের তাঁদের কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে এই সংকট থেকে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে বের করে আনার জন্য এবং দেশের অর্থ ব্যবস্থাকে মজবুত করার জন্য ধন্যবাদ জানাই। ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা কখনও আমার লক্ষ্যকে ভ্রষ্ট হতে দেননি। আমার চিন্তাভাবনাকেও নিরাশ করেননি। আমার মনে আছে যখন জনধন যোজনা শুরু হয়েছিল তখন পুরনো ধ্যান ধারনার মানুষ এই বিষয়টিতে প্রশ্নের পর প্রশ্ন তোলেন। যেসব দরিদ্র মানুষের কাছে অর্থ নেই তারা ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলে কী করবেন? সেই প্রশ্ন ওঠে বার বার। ব্যাঙ্কের ওপর অযথা চাপ বাড়বে, ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা কী করে কাজ করবেন সেই প্রশ্নও উঠেছিল। নানাভাবে নিরাশাজনক কথা ছড়িয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু আমার ব্যাঙ্কের বন্ধুরা দরিদ্র শ্রেণীর জনগণের জন্য জনধন অ্যাকাউন্ট খুলেছেন। এরজন্য তাঁরা দিন-রাত এক করে কাজ করেছেন। বস্তিতে গিয়েও ব্যাঙ্কের কর্মচারিরা অ্যাকাউন্ট তৈরি করেছেন। বর্তমানে দেশের প্রায় ৫০ কোটি জনধন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট রয়েছে। এর পিছনে ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের পরিশ্রম বিশেষভাবে জড়িত আছে। এই ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা যে পরিশ্রম করেছেন তার ফলেই করোনাকালে সরকার কোটি কোটি মহিলার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা পাঠাতে পেরেছে।বন্ধুগণ,কিছু কিছু মানুষ কোনো কিছু শুরুর আগে থেকেই অভিযোগ করতে শুরু করেন। সে রকমই অভিযোগ উঠেছিল আরও একটি। বলা হয় আমাদের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় অসংগঠিত ক্ষেত্রের জনগণকে সাহায্য করার জন্য কোনো সংস্থান নেই। পূর্ববর্তী সরকারের সময় কী হয়েছিল তা তো আপনারা ভালোভাবেই জানেন। কিন্তু ২০১৪ সালের পর পরিস্থিতি আর এমনটা নেই। সরকার মুদ্রা যোজনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিঃদের বিনা গ্যারান্টিতে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা চালু করেছেন। সরকার মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জন্য ঋণের পরিমান দ্বিগুণ করেছে। ব্যাঙ্কের কর্মচারীরাই তখন অধিক থেকে অধিকতর স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জনগণকে আর্থিক সাহায্য পৌঁছে দিয়েছেন। সরকার যখন কোভিড কালে এমএসএমই ক্ষেত্রকে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নেয় তখন এই ব্যাঙ্ক কর্মীরাই বেশি পরিমান ঋণ দিয়ে এমএসএমই ক্ষেত্রকে রক্ষা করতে সাহায্য করেন। তাঁদের পরিশ্রমের ফলে দেড় কোটির বেশি উদ্যোগপতির রোজগার হারানোর সম্ভাবনা রক্ষা করা যায়। সরকার যখন কৃষকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি অর্থ পাঠানোর জন্য প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি যোজনা শুরু করে তখন ব্যাঙ্ক কর্মীরাই প্রযুক্তির সাহায্যে এই প্রকল্পকে সফল করার সব রকম চেষ্টা চালান।যখন সরকার ফুটপাথ-এ বসে যারা নিজেদের পণ্য বিক্রি করেন সেইসব বিক্রেতাদের জন্য স্বনিধি যোজনা শুরু করে তখন আমাদের এই ব্যাঙ্ক কর্মীরাই তাদের দরিদ্র মা-বোনেদের জন্য কঠোর পরিশ্রম করেন। কিছু কিছু ব্যাঙ্কের শাখায় তো এই ধরনের জনগণকে খুঁজে বের করে এই প্রকল্পের আওতায় আনার কাজ করা হয়। হাতে ধরে তাদের ঋণ দেওয়ার কাজ

অসমে বন্যা ত্রাণ তহবিলে ২ কোটি টাকা অনুদান ঝাড়খণ্ডের হেমন্ত সরকারের

গুয়াহাটি, ২১ জুলাই ঃ অসমের মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিলে বন্যার্তদের সহায়তার জন্য ২ কোটি টাকা অনুদান দিয়েছে ঝাড়খণ্ডের হেমন্ত সোরেন সরকার।অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা তাঁর এক্স হ্যান্ডলে এ খবর দিয়ে লিখেছেন, ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন অসমে সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তার জন্য অসমের মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিলে ২ কোটি টাকা দান করেছেন। এ জন্য অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা রাজ্যবাসীর পক্ষ থেকে ঝাড়খণ্ড সরকার তথা মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন।

ত্রিপুরার দাযিত্বপ্রাপ্ত পর্যবেক্ষক শেরিফা রহমানের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত যুব কংগ্রেসের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক

আগরতলা, ২১ জুলাই ঃ ত্রিপুরার দাযিত্বপ্রাপ্ত প্রদেশ যুব কংগ্রেস পর্যবেক্ষক শেরিফা রহমানের উপস্থিতিতে গত শনিবার প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে যুব কংগ্রেসের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।যুব কংগ্রেস নেত্রী শরিফা রহমান জানান, প্রদেশ যুব কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকদের নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের আলোচনা হয় যে সব আসনে কংগ্রেস মনোনয়নপত্র জমা দিতে পেরেছে সে সব আসনে যাতে কংগ্রেস জয় নিশ্চিত করতে পারে। পাশাপাশি তিনি অভিযোগ করেছেন, বহু আসনে দুর্বৃত্তদের কারণে কংগ্রেস মনোনয়নপত্র দাখিল করতে পারেনি। তবে যে সব আসনে মনোনয়নপত্র দাখিল করেছে সে সব আসনে যাতে কংগ্রেস জোরদার লড়াই করতে পারে তার জন্য এই বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। বৈঠকে এদিন প্রদেশ যুব কংগ্রেস সভাপতি নীলকমল সাহা সহ অন্যান্য নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন।প্রসঙ্গত, মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন ছিল ১৮ জুলাই। মনোনয়নপত্রগুলি পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয় ১৯ জুলাই। মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন ২২ জুলাই। আগামী ৮ আগস্ট সকাল ৭-টা থেকে বিকাল ৪-টা পর্যন্ত ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনের ভোটগ্রহণ পর্ব অনুষ্ঠিত হবে। ভোটগণনা হবে আগামী ১২ আগস্ট। সকাল ৮-টা থেকে ভোট গণনা শুরু হবে।আগামী ১৭ আগস্টের মধ্যে সমস্ত নির্বাচনী প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে। ভোট গ্রহণ হবে ব্যালট পেপারে। একজন ভোটার তিনটি ভোট প্রদান করবেন। এর জন্য তিনটি আলাদা রঙের ব্যালট পেপার থাকবে। গ্রাম পঞ্চায়েতের জন্য সাদা রঙের, পঞ্চায়েত সমিতির জন্য গোলাপী রঙের এবং জিলা পরিষদের জন্য সবুজ রঙের ব্যালট পেপার থাকবে।প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় ৬০৬টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩,৫১৭টি কেন্দ্রের ৬,৩৭০টি আসনের, ৩৫টি পঞ্চায়েত সমিতির ৪২৩টি কেন্দ্রের ৪২৩টি আসনের এবং ৮টি জেলা পরিষদের ১১৬টি কেন্দ্রের ১১৬টি আসনের জন্য ভোট নেওয়া হবে। এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা অনুসারে ১২,৯৪,১৫৩ জন ভোটার ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ৬,৫৮,৪৪৫, মহিলা ভোটার ৬,৩৫,৬৯৭ জন এবং অন্যান্য ১১ জন।এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে মোট ভোটগ্রহণ কেন্দ্র খোলা হচ্ছে ২,৬৫০টি। এর মধ্যে উত্তর ত্রিপুরায় ৩৪৭টি, উনকোটি জেলায় ২৩৪টি, ধলাই জেলায় ১৬৮টি, খোয়াই জেলায় ২৪২টি, পশ্চিম জেলায় ৪৫১টি, সিপাহিজলা জেলায় ৫৩৭টি, গোমতি জেলায় ২৭৯টি এবং দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় ৩৯২টি ভোট গ্রহণ কেন্দ্র খোলা হবে।

জমি ও বাড়ির মিউটেশনে কোনও বাড়তি অর্থ নয়, নির্দেশ পুরমন্ত্রীর

কলকাতা, ২১জুলাই ঃ জমি ও বাড়ির মিউটেশনের কাজ করতে গেলে বিভিন্ন পুরসভায় নেওয়া হচ্ছে উন্নয়ন বাবদ অর্থ। এমনই অভিযোগ জমা পড়ছিল পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরে। এ বার পুরসভাগুলিকে লিখিত নির্দেশ পাঠিয়ে এমন অভিযোগের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করলেন পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম।শনিবার কলকাতার পুরসভায় আয়োজিত এক সাংবাদিক বৈঠকে কালনা পুরসভার বিরুদ্ধে উন্নয়ন বাবদ অর্থ নেওয়ার অভিযোগ সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়। জবাবে ফিরহাদ বলেন, ' রাজ্য সরকারের ঠিক করে দেওয়া কর ছাড়া আর কোনও অর্থ বাসিন্দাদের থেকে নেওয়া যাবে না। পুর ও নগরোন্নয়ন দফতর এই বিষয়টি আগেই স্পষ্ট করে জানিয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের মানুষের উপর বাড়তি করের বোঝা চাপাতে নারাজ। তাই আমি সব পুরসভাকে একটি নির্দেশিকা পাঠিয়েছি। যেখানে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, কোনও ভাবেই বাড়তি অর্থ নেওয়া যাবে না।''পুর দফতর সূত্রে খবর, জুলাই মাসেই এই সংক্রান্ত বিষয়ে পুরমন্ত্রীর চিঠি রাজ্যের সব পুর নিগম ও পুরসভায় পাঠিয়েছে দফতর। এমনকি, ওই চিঠিতে দু'টি সরকারি বিজ্ঞপ্তির কথাও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

আদালতে ভাবলেশহীন, নির্বিকার গ্যাংস্টার সুবোধ সিং

উত্তর ২৪ পরগনা, ২১ জুলাই ঃ একটি খুনের মামলায় গত শনিবার সুবোধকে হাজির করানো হয়েছিল ব্যারাকপুর আদালতে। আসানসোলের মতো এদিন ব্যারাকপুর আদালতে ঢোকার সময় ভাবলেশহীন নির্বিকার দেখিয়েছে বিহারের কুখ্যাত গ্যাংস্টার সুবোধ সিংকে। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে হাসতে দেখা যায় তাঁকে। যেন কিছুই হয়নি!অজয় মণ্ডলকে হত্যার চেষ্টার তদন্তের শুনানীর পর তিনদিন আগে ১৭ জুলাই আসানসোল আদালতের বিচারক সুবোধ সিংকে ১৪ দিন জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন। এর পর প্রিজন ভ্যানে ওঠার সময় সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে সে বলেছিল, আপলোগ কেয়া বোল রহা হ্যায়, হামকো কুছ সমঝ মে নেহি রহা হ্যায়। অউর কিতনা বুরা বনাইয়ে গা হামে! শনিবার অবশ্য সুবোধকে আদালতে হাজির করানো হয় অন্য অভিযোগের তদন্তে।সব জেনে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন বেলঘরিয়ার রথতলায় বিটি রোডে ব্যবসায়ী অজয় মণ্ডল। গত ১৫ জুন ব্যবসায়ী অজয়ের গাড়ি লক্ষ্য করে গুলি চালানোর ঘটনা ঘটে। অজয়বাবু বলেন, আমি এখনও আতঙ্কে রয়েছি। বাড়ির সামনে বহু অচেনা মুখ ঘোরাফেরা করে। তারওপর টিভিতে তো দেখলাম, পুলিশি ঘেরাটোপেও হাসিমুখে রয়েছে অভিযুক্ত!

করিমগঞ্জের বান্দরকোণায় স্বর্ণব্যবসায়ীকে মারধর, ছিনতাই নগদ অর্থ

করিমগঞ্জ (অসম), ২১ জুলাই ঃ দক্ষিণ করিমগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত, পাথারকান্দি থানাধীন বান্দরকোণা গ্রামপঞ্চায়েত এলাকায় জনৈক জুয়েলারি দোকানের স্বত্বাধিকারীকে ব্যাপক মারধর করে নগদ অর্থ নিয়ে পালিয়েছে ডাকাতের দল।দিন কয়েক আগে এরালিগুল আয়ুষ্মান আরোগ্য মঃিদরে দু ঃসাহসিক চুরির ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। তার পর এরালিগুল আইটিআই প্রতিষ্ঠানে চুরির চেষ্টা করে চোরের দল। এমন-কি এরালিগুল বাজারে এক রাতে ১১টি দোকানে চুরির রেশ মিটতে না-মিটতেই এক দু ঃসাহসিক ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে বান্দরকোণা গ্রাম পঞ্চায়েতের চার নম্বর ওয়ার্ড আহমেদপুরে।গতকাল শনিবার রাত প্রায় নয়টা নাগাদ বিনোদিনী বাজারের এক জুয়েলারির স্বত্বাধিকারী উত্তমকুমার নাথ প্রতিদিনের মতো বাইকে চড়ে এরালিগুলে নিজের বাড়ি যাচ্ছিলেন। তখন বান্দরকোণা আহমেদপুর এলাকায় একটি ছোট গাড়ি দ্রুতগতিতে তাঁর বাইকের সামনে এসে দাঁড়ায়। গাড়ি থেকে ঝাঁপিয়ে নেমে কোনও কথা না বলে উত্তম নাথকে মারধর করতে থাকে দুতিনজন দুস্কৃতী। বলে পকেটে যে টাকা রয়েছে সেগুলো দিয়ে দিতে। তিনি ভয়ে তাঁর সঙ্গে মজুত নগদ প্রায় ২০ হাজার টাকা ডাকাত দলের হাতে তুলে দিতেই তারা দ্রুতগতিতে গাড়ি নিয়ে পালিয়ে যায়।ঘটনার পর উত্তম নাথ চিৎকার করেন। চিৎকার শুনে স্থানীয়রা ছুটে আসেন। কিন্তু ছিনতাইকারীদের আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। খবর দেওয়া হয় বারইগ্রাম পুলিশ ফাঁড়িতে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন বারইগ্রাম ফাঁড়ির ইনচার্জ। এ খবর লেখা পর্যন্ত ছিনতাইবাজ তথা ডাকাতদের কোনও হদিশ পায়নি পুলিশ।

অন্যায়ের বিরুদ্ধে যিনি দাঁড়াবেন, তৃণমূল কংগ্রেস তাঁর দলঃফিরহাদ হাকিম

কলকাতা, ২১ জুলাই ঃ অন্যায়ের বিরুদ্ধে যিনি দাঁড়াবেন, তৃণমূল কংগ্রেস তাঁর দল। জোর দিয়ে বললেন মন্ত্রী তথা কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। রবিবার শহীদ সমাবেশের মঞ্চে ফিরহাদ হাকিম বলেছেন, তৃণমূল অনেক রক্ত ঝরিয়ে বাংলাকে সিপিএম-মুক্ত করেছে। এই দল অভিলাষের বস্তু না। বিলাসের বস্তু না। এই দল নিজেকে জাহির করার বস্তু না। অন্যায়ের বিরুদ্ধে যিনি দাঁড়াবেন, এটা তাঁর দল। মানুষের পাশে থেকে মানুষের সেবা করতে শিখিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।'এদিন বক্তৃতার শুরুতে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সুব্রত বক্সি, অরূপ বিশ্বাস, কল্যাণ, ইউসুফ, কীর্তি-সহ সাংসদদের নাম নিয়ে সম্ভাষণ করেন ফিরহাদ। এর পর তিনি মমতার ২৬ দিনের অনশনের প্রসঙ্গ তুলে ধরেন। হাজরা মোড়, গার্ডেন রিচে মমতার উপর হামলার কথাও তোলেন তিনি। বলেন, 'নন্দীগ্রামেও মমতাকে খুনের চেষ্টা হয়েছে। কী ভাবে অত্যাচার হয়েছিল বাংলার মানুষের উপর। মমতা ত্রাতা হয়ে এসেছেন। আজ শপথ নিতে হবে। বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়ামে শহিদদের স্মৃতিতে তৈরি সৌধে সম্মান জানিয়ে এসেছি। শহিদের রক্ত হয় নাকো ব্যর্থ।''

আবহাওয়া

মেঘলা আকাশ। বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩০.২ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৬.০১ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯০শতকরা এবং ৬৪শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে রবিবার। জোয়ার- সকাল ৭টা ২১ মিনিট এবং রাত৮টা ২০মিনিট হবে। ভাটা- সকাল-৭টা ২০মিনিট। রাত-৯টে২১ মিনিট। সূর্য উদয় ৫ টা ০২মনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৬ টা ২০মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃকর্মব্যস্ত দিন হওয়া সত্ত্বেও স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। আর্থিক লেনদেন অবিচ্ছিন্নভাবে সারা দিন চলবে এবং দিন শেষ হওয়ার পরে আপনি যথেষ্ট পরিমাণে সঞ্চয় করতে সক্ষম হবেন।
বৃষভ রাশিঃআপনার অকপট এবং নির্ভীক মতামত আপনার বন্ধুর অহংকারে আঘাত করতে পারে।
মিথুন রাশিঃতেলমশলাযুক্ত এবং উচ্চ কোলেস্টেরল খাবার এড়ানোর চেষ্টা করুন। আজ আপনার পথে আসা নতুন বিনিয়োগের সুযোগ অন্বেষণ করুন- কিন্তু একবার প্রকল্পগুলির কার্যকারিতা পরীক্ষা করার পরেই তাতে নিজেকে সঁপে দিন।
কর্কট রাশিঃকোন পুরোনো বন্ধুর সাথে পুনর্মিলন আপনার উদ্দীপনা বাড়িয়ে তুলবে।।
সিংহরাশিঃআর্থিক উন্নতি হতে পারে আজকে ।শুভ দিন।
কন্যারাশিঃকোন পুরোনো বন্ধুর সাথে পুনর্মিলন আপনার উদ্দীপনা বাড়িয়ে তুলবে।
তুলারাশিঃআপনার দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা সারাতে হাসি চিকিসা ব্যবহার করুন কারণ এটি সব সমস্যার সেরা প্রতিষেধক। আজ আপনার সমস্যা হল আপনার টাকা ঝুলে থাকবে- আপনি সম্ভবত বেশি খরচ করবেন অথবা মানিব্যাগ অন্য স্থানে রখবেন- অসতর্কতার কারণে কিছু লোকসান নিশ্চিত হবে।।
বৃশ্চিক রাশিঃ আপনার শৈশব স্মৃতি আপনাকে জড়িয়ে রাখবে।
ধনু রাশিঃ অবাঞ্ছিত চিন্তায় মন ভরাবেন না। বিবাহের যোগহবে
মকর রাশিঃস্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন নিন এবং সব জিনিস ঠিকঠাক করে রাখুন। সন্তান হতে পারে আজ।
কুম্ভ রাশিঃকোন আধ্যাত্মিক ব্যক্তি আশীর্বাদ করবেন এবং মানসিক শান্তি আনবেন। বিবাহিত দম্পতিদের আজ তাদের বাচ্চাদের লেখাপড়ার জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হতে পারে। ।
মীন রাশিঃমানসিক শান্তির জন্য নিজেকে কিছু দান এবং দাতব্য কাজে নিয়োজিত করুন। বিবাহের যোগ হতে আজ থেকে

প্রতি বছরের মতো এবারও অত্যন্ত ভক্তি শ্রদ্ধায় ভাবগম্ভীর পরিবেশে বেলুড় মঠে গুরু পূর্ণিমা পালিত হলো। গুরু পূর্ণিমার বিশেষ দিনে বেলুড় মঠে হাজির ছিলেন ভক্ত অনুরাগীরা। মন্ত্রদীক্ষিত গুরুকে প্রণাম জানাতে সকাল থেকেই বেলুড় মঠে ভক্ত সমাগম হয়। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী গৌতমানন্দজি মহারাজকে প্রণাম জানিয়ে গুরু পূর্ণিমা উদযাপন হয় বেলুড় মঠে। গুরুকে প্রণাম জানাতে সকাল থেকেই দূর-দুরান্ত থেকে অসংখ্য ভক্ত-দীক্ষিতেরা ফুল, সাদা পদ্ম নিয়ে এসেছিলেন বেলুড় মঠে।

শহীদ দিবসের যাওয়ার পথে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় আহত ৮ জন তৃণমূল কর্মী

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ২১ জুলাই ঃ রবিবার একুশে জুলাই শহীদ দিবস উপলক্ষে কলকাতার ধর্মতলার যাওয়ার পথে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত আট জন তৃণমূল কর্মী।

ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার জয়নগর লোকসভার কেন্দ্রের ক্যানিং পূর্ব বিধানসভার জীবনতলা থানার জীবনতলা রাইস মিল এলাকায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায় , রবিবার কলকাতার ধর্মতলায় শহীদ দিবস উপলক্ষে ক্যানিং পূর্ব বিধানসভার জীবনতলা এলাকা থেকে তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা মারুতি গাড়ি নিয়ে যাওয়ার পথে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িটি রাস্তার পাশে উল্টে যায়। আর এই ঘটনায় গাড়িতে থাকা ৮ জন তৃণমূল কর্মী আহত হয়। এই ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে চলে আসে জীবনতলা থানার পুলিশ।

আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় নলমুড়ি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি করা হয়। সেখানে অবস্থার অবনতি হওয়ায় ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে আহতদের স্থানান্তরিত করা হয়। আর সেখানেই চিকিৎসা চলছে তাদের। তবে পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ধর্মতলায় একুশের মঞ্চে অভিষেকের বক্তব্যের কড়া প্রতিক্রিয়া বিজেপির সুকান্ত মজুমদার

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২১ জুলাইঃ ''কোনও ভদ্র, সভ্য লোক বিজেপি করে না। সব মোদো-মাতাল, দুর্নীতিগ্রস্ত, চোর-চিটিংবাজরাই বিজেপি করে। তাই এদের মানুষ বর্জন করেছে।'' ২১এর ধর্মতলার মঞ্চে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই মন্তব্যের বিরুদ্ধে নাম না করে অভিষেককে কড়া আক্রমণ করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। রবিবার হাওড়ার বেলুড় মঠে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, মাতাল, রেপিস্ট, চরিত্রহীন, লম্পট এরা সবই তৃণমূল কংগ্রেসের সম্পদ। উনি আসলে ওনার নিজের পার্টির কথা বলতে গিয়ে ভুল করে আমাদের পার্টির কথা বলে ফেলেছেন। পাড়ায় যত পেঁচি মাতাল সব ওনার দলেরই নেতা। উনি হয়তো সবার নাম জানবেন না। উনি চাইলে আমি জেলা ধরে ওইসব মাতালদের লিস্ট ওনার কাছে পাঠিয়ে দেব। অভিষেক এদিন আরও বলেন, এরাজ্যে মোট ৮০ হাজার বুথ রয়েছে। একটি বুথে ৫ হাজার টাকা খরচ হলে, নির্বাচনের দিনে কেবলমাত্র মদের পিছনেই ৪০ কোটি টাকা ঢেলেছে বিজেপি। আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গরিব মানুষের ১০০ দিনের কাজের ৩ হাজার ৭০০ কোটি টাকা তাদের ব্যাঙ্কে পৌঁছে দিয়েছেন। আমরা গরিবের পাশে দাঁড়াই, তাদের ভাতের ব্যবস্থা করি, আর বিজেপি মদ খাওয়াতে ৪০ কোটি টাকা খরচ করে। এটাই পার্থক্য। এই বিষয়ে সুকান্ত মজুমদার বলেন, এই ভোটে তৃণমূল কংগ্রেস যে বিপুল পরিমাণ টাকা খরচ করেছে তার লিস্ট অবধি আমাদের হাতে রয়েছে। বুথ লেবেল পর্যন্ত ১৫ হাজার টাকা করে একেকজনের পিছনে খরচ করা হয়েছিল।

সুকান্ত মজুমদার এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন। তিনি আরও বলেন, পিসির তৃণমূল কংগ্রেস থাকবে নাকি ভাইপোর তৃণমূল কংগ্রেস থাকবে, সেই নিয়ে এখন রেষারেষি চলছে, মনোমালিন্য চলছে। আমি শুনেছি এদিনের সভায় ডায়মন্ডহারবার থেকে বেশি গাড়ি এবং লোক আসেনি। এখন তৃণমূল কংগ্রেস এবং কংগ্রেস আলাদাভাবে শহীদ দিবস পালন করে। আমি অবাক হব না আগামী কয়েক বছর পরে হয়তো দেখা যাবে তৃণমূল কংগ্রেসের দুটো ২১ জুলাই পালিত হবে। এখন রাজ্য সরকার কে চালাচ্ছেন সেটা আমরা বুঝতে পারছি না। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় একজন সাধারণ সাংসদ। এখন সাংসদ হয়ে যদি সরকারের গতিপথ নির্ধারণ করে দেন তাহলে এটাকে মুখ্যমন্ত্রীর সাংবিধানিক সিলমোহর দেওয়া উচিৎ। সাংবিধিক সিলমোহর ছাড়াই যদি কেউ মন্তব্য করেন তাহলে ভারতের সংবিধান চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে যাচ্ছে বলে আমার মনে হয়। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এতোই যদি দম থাকে রাজনৈতিকভাবে নিজেকে সমর্থ বলে মনে করেন তাহলে উনি চ্যালেঞ্জ নিন। পশ্চিমবঙ্গে রাজ্য নির্বাচন কমিশন যে নির্বাচন করান সেখানে ক্ষমতা থাকলে কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে ছাপ্পা ছাড়া ভোট করিয়ে দেখাক কত দম, কত মানুষের ভালবাসা আপনার এবং আপনার দলের প্রতি আছে। বিজেপিকে ওপড়ানো এত সহজ নয়। বিজেপিকে ওপরাতে গেলে অনেক কসরত করতে হয়। জওহরলাল নেহরু, ইন্দিরা গান্ধী, রাজীব গান্ধী ওনারা তাঁর থেকে অনেক বড় মহারথী। তাঁরাই বিজেপিকে ওপরাতে পারেননি। আর উনি তো কোন ছার। স্বচ্ছ অবাধ নির্বাচন যদি হয় তাহলে মানুষ সঠিক সিদ্ধান্ত নেবেন এবং বিজেপিকে ক্ষমতায় আনবেন।

নরেন্দ্র মোদী তৃতীয়বারের জন্য প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর পরিস্কারভাবে বলে দিয়েছেন দুর্নীতিবিরোধী অভিযান আরও শক্ত করা হবে। যাঁরা দুর্নীতিপরায়ণ তাঁদের সঙ্গে কোনও সমঝোতা করা হবেনা। এদিন গুরু পূর্ণিমায় বেলুড় মঠে আসা প্রসঙ্গে বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার বলেন, মহর্ষি ব্যাসদেব এই দিনটিতে জন্মগ্রহণ করেছেন। সেই দিনটিকে স্মরণ করে এই দিনটি গুরু পূর্ণিমা হিসেবে পালিত হয়। ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বে যাঁরা আছেন তাঁরা আজকে সমাজের বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মঠ, মন্দিরের প্রধান যারা আছেন তাঁদের আশীর্বাদ নিতে যাই। গতবছরেও গিয়েছিলাম। এই বছর আমার বেলুড় মঠের প্রেসিডেন্ট মহারাজের আশীর্বাদ পাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে। সেই উদ্দেশ্যেই বেলুড় মঠে আসা। এখানে প্রেসিডেন্ট মহারাজ ছাড়াও অন্যান্য মহারাজদের সঙ্গে দেখা করব। তারপর প্রসাদ গ্রহণ করব।

‘সমাজের প্রতিটি শ্রেণীকে ন্যায়বিচার দেওয়ার কাজ করেছে বিজেপি’

পুণে, ২১ জুলাই ঃ সমাজের প্রতিটি শ্রেণীকে ন্যায়বিচার দেওয়ার কাজ যদি কোনও দল করে থাকে, তবে তা হল ভারতীয় জনতা পার্টি। জোর দিয়ে বললেন বিজেপি নেতা তথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। রবিবার পুণে-তে মহারাষ্ট্র বিজেপির রাজ্য সম্মেলনে বক্তৃতা রাখেন অমিত শাহ। সেখানে তিনি বলেছেন, দেশে অনেক ভুল ধারণা ছড়িয়েছে, কিন্তু তাঁদের (বিরোধীদের) ভ্রান্ত ধারণায় গুরুত্ব দেওয়া উচিত নয়। তাঁরা (বিরোধীরা) বলেছিল, বিজেপি সংরক্ষণ শেষ করবে। কিন্তু আমি বলতে চাই, ১০ বছরের এক্সটেনশন দেওয়া হয়েছিল শুধুমাত্র মোদীজির সময় এবং নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও, রিজার্ভেশন জোরদার করার কাজ আমাদের নেতা মোদীজি করেছিলেন। অমিত শাহ আরও বলেছেন, তাঁরা (বিরোধীরা) সংবিধানের বিষয়টি উত্থাপন করেছিল, কিন্তু আমরা উত্তর দিইনি...পওয়ার সাহেব একটি নতুন বিভ্রম তৈরি করার চেষ্টা করছেন...মহারাষ্ট্রে যখনই বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসে, মারাঠারা সংরক্ষণ পায় এবং যখনই শারদ পওয়ারের সরকার ক্ষমতায় আসে, মারাঠা সংরক্ষণ উধাও হয়ে যায়। সমাজের প্রতিটি শ্রেণীকে ন্যায়বিচার দেওয়ার কাজ যদি কোনও দল করে থাকে, তবে তা হল ভারতীয় জনতা পার্টি। অমিত শাহ কংগ্রেসকে নিশানা করে বলেছেন, কয়েক দশক ধরে কংগ্রেস এদেশে শাসন করেছে, কিন্তু গরিবদের উন্নয়নে তারা কী করেছে? তারা আমাদের সম্পর্কে গুজব ছড়ানোর চেষ্টা করেছিল, এই বলে যে বিজেপি রিজার্ভেশন শেষ করবে... আমি আপনাদের সবাইকে মনে করিয়ে দিতে চাই যে মোদীজির নেতৃত্বেই সংরক্ষণের মেয়াদ বাড়ানো হয়েছিল।

প্রণয়ের সূত্রে অপহরণ মামলায় দুই কিশোরী সহ এক যুবক ধৃত কৈলাসহরে

কৈলাসহর, ২১ জুলাই ঃ প্রণয়ের সূত্র ধরে অপহরণের মামলায় দুই কিশোরী সহ এক যুবককে আটক করেছে ঊনকোটি জেলার কৈলাসহর থানার পুলিশ। আজ রবিবার দুপুরে ওই দুই কিশোরী সহ যুবককে শ্রীনগর থানায় পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে কৈলাসহর থানার পুলিশ। জানা গিয়েছে, আড়ালিয়া এলাকার বাসিন্দা টৌটন মালাকারের দীর্ঘদিন ধরে প্রণয়ের সম্পর্ক চলছে এক কিশোরীর সাথে। তার জেরে তিন দিন আগে টৌটন ওই কিশোরীকে নিয়ে পালিয়ে আসে কৈলাসহরের ডলুগাঁও এলাকায়। ওইদিন শ্রীনগর থানায় কিশোরীর পরিবার টৌটনের বিরুদ্ধে একটি অপহরণের অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করে। শ্রীনগর থানার পুলিশ জানতে পারে, ওই কিশোরী কৈলাসহরে রয়েছে। কৈলাসহর থানার পুলিশ গোপন খবরের ভিত্তিতে ডলুগাঁও এলাকা থেকে ওই যুবক এবং দুই কিশোরীকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে। জানা গিয়েছে, পালিয়ে আসা ওই কিশোরীর সাথে তার বান্ধবীও এসেছিল তাদের সাহায্য করতে। এর পর কৈলাসহর থানার পুলিশ ওই দুই কিশোরীকে কৈলাসহর মহিলা থানার হেফাজতে রাখে এবং যুবকটিকে কৈলাসহর থানায় রাখে। রবিবার দুপুরে দুই কিশোরী সহ যুবককে কৈলাসহর থানার পুলিশ শ্রীনগর থানার হাতে তুলে দিয়েছে।

আজানের জন্য বক্তৃতা থামালেন মধুপর্ণা, বিঁধলেন বিজেপিকে

কলকাতা, ২১ জুলাই ঃ একুশে জুলাইয়ের মঞ্চে বক্তৃতা রাখলেন বাগদার নতুন নির্বাচিত তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক মধুপর্ণা ঠাকুর। তিনি বিঁধলেন বিজেপিকে। বাগদার নতুন নির্বাচিত বিধায়ক মধুপর্ণা ঠাকুর রবিবার বিজেপিকে কটাক্ষ করে বলেন, ''নির্বাচনের আগে নারীশক্তি নিয়ে কথা বলেছে। অথচ গত ৭ এপ্রিল বিজেপির সাংসদ শান্তনু ঠাকুর, আমার দাদা, মাঝরাতে আমার বিধবা মা, আমাকে ঘর থেকে বার করে দিয়েছিলেন। সেই জবাব বিজেপি দেয়নি। আপনাদের ক্ষমতা নেই মমতার সামনে দাঁড়ানোর।'' মাঝে আজানের জন্য বক্তৃতা থামিয়ে দেন মধুপর্ণা। তার পর সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করেন বক্তৃতা।

তৃণমূলের শহিদ সমাবেশে হেলমেটহীন বহু বাইকারোহী, উঠছে প্রশ্ন

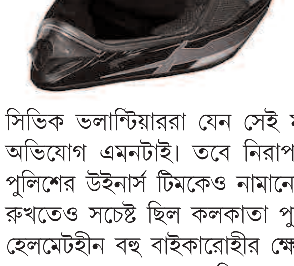

কলকাতা, ২১ জুলাই ঃ রবিবার শহিদ সমাবেশের দিন সকালে শহর কলকাতায় ধরা পড়ল অন্য এক ছবি। পার্কস্ট্রিট, ধর্মতলা চত্বরে বহু কর্মী-সমর্থককে হেলমেট ছাড়াই বাইকে সওয়ার হতে দেখা গেল এদিন। অথচ কর্তব্যরত ট্রাফিক পুলিশ কিংবা সিভিক ভলান্টিয়াররা যেন সেই মুহূর্তে দেখেও দেখতে পেলেন না, অভিযোগ এমনটাই। তবে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে এদিন শহরে পুলিশের উইনার্স টিমকেও নামানো হয়েছিল। ভিড়ের মধ্যে পকেটমারি রুখতেও সচেষ্ট ছিল কলকাতা পুলিশের ওয়াচ সেকশন। কিন্তু এদিন হেলমেটহীন বহু বাইকারোহীর ক্ষেত্রে সঙ্গে সঙ্গে কেন কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হলো না অন্যান্য দিনের মতো, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে বিভিন্ন মহলে।

শহীদের রক্ত ব্যর্থ হয়নি, অতীতের স্মৃতিচারণায় সুব্রত বক্সি

কলকাতা, ২১ জুলাই ঃ একুশে জুলাইয়ের সভামঞ্চ থেকে অতীতের স্মৃতিচারণা করলেন তৃণমূল কংগ্রেস নেতা সুব্রত বক্সি। তিনি বলেন, ''প্রথমে ১৪ জুলাই মহাকারণ অভিযানের ডাক দেওয়া হয়। পরে মমতা যখন বাংলার মাটি পরিক্রমা করেন, তখন কিছু বিষয় তিনি উপলব্ধি করেন। তৎকালীন রাজ্যপাল নুরুল হাসান প্রয়াত হন ১২ জুলাই। তাই রাজনৈতিক শিষ্টাচার মেনে মমতা অভিযান করেন ২১ জুলাই। সচিত্র পরিচয়পত্রের দাবি তুলে অভিযান করেন। সিপিএম দাবি করেছিল, মমতা রাইটার্স দখল করতে এসেছিলেন। সে দিন বাংলার মাটিতে নির্বাচন পরিচালনা হত মহাকরণের ঘর থেকে। সে দিন সচিত্র পরিচয়পত্রের দাবিতে জড়ো হন সাধারণ মানুষ। মমতাকে সামনে রেখে মানুষ অধিকার ফিরে পেতে চেয়েছিলেন।'' সভার সভাপতি হিসাবে এদিন সুব্রত বক্সির নাম প্রস্তাব করেন রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। সেই দাবি সমর্থন করেন ফিরহাদ হাকিম। সভা পরিচালনা শুরু করেন সুব্রত। তিনি বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজনৈতিক জীবন শুরু করেন কংগ্রেসের পতাকা হাতে ধরে। পরবর্তী পর্যায়ে অনেক কর্মসূচি নিয়েছেন। আটের দশকের মাঝামাঝি অবিভক্ত কংগ্রেসের সভানেত্রী হলেন। পরবর্তী পর্যায়ে বাংলার বিভিন্ন জেলায় মমতা পৌঁছলেন। উপলব্ধি করলেন, বাংলার মাটিতে দাঁড়িয়ে সিপিএম পেশি, প্রশাসনকে ব্যবহার করে মানুষকে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে দেয় না। সুব্রত বলেন, ''বিনা প্ররোচনায় আমাদের ১৩ জন শহিদ হয়েছিলেন সে দিন। আমরা বলি শহিদের রক্ত হবে নাকো ব্যর্থ। ব্যর্থ হয়নি। ভারতের সরকার নীতিগত ভাবে সচিত্র পরিচয়পত্রের কথা মেনে নেন। ১৯৯৪ সালের ১ জুলাই সাল থেকে ধাপে ধাপে ৯৫ কোটি ভোটারের কাছে পৌঁছে যায় সচিত্র পরিচয়পত্র। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারীর মানুষ যখন ভোট দিতে যান, সঙ্গে থাকে সচিত্র পরিচয়পত্র।'' এর পর তিনি তৃণমূলের ইতিহাস তুলে ধরেন। জানান, ১৯৯৮ সাল থেকে মমতার সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মানুষ লড়াই করছেন। ২০১১ সালে ক্ষমতায় এসেছে সেই দল। সুব্রতের কথায়, ''আজও শহিদ তর্পণ করছেন মমতা। আমিও উপলব্ধি করব, মমতা যা দায়িত্ব দেবেন, তা পালন করে গ্রামে ঘুরে বেড়াব।''

গুরু পূর্ণিমায় ভক্তের ভিড় করিমগঞ্জ রামকৃষ্ণ মিশনে

করিমগঞ্জ (অসম), ২১ জুলাই ঃ গুরু পূর্ণিমার পুণ্য তিথিতে ভক্তদের ঢল নেমেছে করিমগঞ্জ রামকৃষ্ণ মিশনে। আজ রবিবার শ্রদ্ধার সঙ্গে পালিত হয়েছে গুরু পূর্ণিমা। মহারাজদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এদিন অগণিত ভক্ত আসেন মিশনে। বিশেষ এই দিনে আয়োজিত বিশেষ পুজোয় বহু দূরদূরান্ত থেকে ভক্তরা এদিন ঠাকুরকে প্রণাম ও শ্রদ্ধা জানিয়ে আশীর্বাদ নিতে মিশনে আসেন। বেলুড় মঠ সহ রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন শাখায় রবিবার গুরু পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। ব্যতিক্রম হয়নি করিমগঞ্জ মিশনেও। মঙ্গলারতি, বৈদিক মন্ত্রপাঠ ও ভজন, চণ্ডীপাঠ, শ্রীশ্রী ঠাকুরের বিশেষ পূজা, হোম ও পুষ্পাঞ্জলি, গুরুবন্দনা ও ধ্যান, গুরুতত্ত্ব আলোচনার মাধ্যমে পালন করা হয় বিশেষ দিনটি।

গুরু পূর্ণিমার মহাত্ম্য নিয়ে আলোচনা করেন রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সম্পাদক স্বামী প্রভাসানন্দজি মহারাজ। বিস্তারিত পাঠ করেন স্বামী পূর্ণপ্রজ্ঞানন্দ সহ স্বামী পুণ্যরূপানন্দ মহারাজ। আশ্রমের সম্পাদক মহারাজ বলেন, এই দিনটি আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য খুবই উন্নত। তাই প্রতিবছরের মতো এ বছরও গুরু পূর্ণিমার অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।উল্লেখ্য, সারা বছর বিভিন্ন তিথিতে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে উপচেপড়া ভিড় হয় করিমগঞ্জ রামকৃষ্ণ মিশনে। তবে গুরু পূর্ণিমার ভোর থেকেই ভক্তদের লম্বা লাইন ছিল চোখে পড়ার মতো।

বিশ্ব হেরিটেজ কমিটির ৪৬-তম অধিবেশনের সূচনা, অনুষ্ঠিত হবে ৩১ জুলাই পর্যন্ত

নয়াদিল্লি, ২১ জুলাই ঃ নতুন দিল্লিতে রবিবার বিশ্ব হেরিটেজ কমিটির ৪৬-তম অধিবেশন শুরু হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সন্ধ্যায় ভারত মন্ডপমে এই অধিবেশনের সূচনা করেছেন। ভারত এই প্রথম ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ কমিটির সম্মেলনের আয়োজন করেছে।

এটি চলবে ৩১ জুলাই পর্যন্ত। এই কমিটি বিশ্বের ঐতিহ্যশালী স্থানগুলির তালিকা তৈরি এবং এই সংক্রান্ত যাবতীয় কাজকর্মের দায়িত্বে থাকা ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ কমিটি বছরে একবার বৈঠকে বসে। এই বৈঠকেই বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকাভুক্তির জন্য নতুন নতুন স্থান নির্বাচন নিয়ে প্রস্তাব, বর্তমানে ১২৪ টি এরকম স্থানের রক্ষণাবেক্ষণ জনিত অবস্থা, আন্তর্জাতিক সাহায্য, এ সংক্রান্ত তহবিল প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা হবে। দেশ বিদেশের ২০০০-এর বেশি প্রতিনিধি এই বৈঠকে যোগ দেবেন, থাকবেন ১৫০ টি দেশের প্রতিনিধি। ভারতীয় সংস্কৃতিকে তুলে ধরতে ভারত মন্ডপমে আয়োজন করা হয়েছে নানা প্রদর্শনীর। ইনক্রেডিবল ইন্ডিয়া প্রদর্শনীতে ভারতের সমৃদ্ধ, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, প্রাচীন সভ্যতা, ভৌগলিক বৈচিত্র্য, তথ্য ও প্রযুক্তি পরিকাঠামো ক্ষেত্রে আধুনিক উন্নয়নের সঙ্গে পর্যটন স্থলগুলির সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হবে।

ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ কমিটির ৪৬-তম অধিবেশনে কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি ও পর্যটন মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে গত বছর অনুষ্ঠিত জি-২০ শীর্ষ সম্মেলন, বিশ্বের ভারতকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি বদলে দিয়েছে।

ঐতিহাসিক নির্বাচনের পর তৃতীয়বারের মতো সরকার গঠনের পর, আমরা আবারও খুব অল্প সময়ের মধ্যে এই বড় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভারতের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সফল হয়েছি এবং বিজ্ঞান, তবে এর সাথে, এটি ভারতের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং এর বৈচিত্র্য, ভারতের গৌরবময় ইতিহাসের সাথে সম্পর্কিত ঐতিহাসিক ঐতিহ্য এবং বিশ্ব মঞ্চে তাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ভারত সরকারের গুরুতর প্রচেষ্টাকেও প্রদর্শন করবে।

শহিদ সমাবেশে স্বাস্থ্য সচেতনতার অভিনব বার্তা

কলকাতা, ২১ জুলাই ঃ রবিবার তৃণমূলের শহিদ সমাবেশে স্বাস্থ্য সচেতনতার অভিনব বার্তা দিলেন এক তৃণমূল সমর্থক। ডেঙ্গু সচেতনতায় অভিনব প্রচার করেন তিনি। ভিড়ের মাঝে এক বিশালাকার মশা সেজে দাঁড়িয়েছিলেন তৃণাঙ্কুর নামে ওই তৃণমূল সমর্থক। বর্ষার মরশুমে মশাবাহিত রোগ থেকে মানুষ কীভাবে রক্ষা পাবে সেই বার্তাই এদিন দিলেন তৃণাঙ্কুর। জানা গেছে, তৃণাঙ্কুর বিভিন্ন সামাজিক বিষয়ে সমাজকে সচেতন করে থাকেন। প্রথম শুরু করেছিলেন বাল্যবিবাহ প্রথা রুখতে সচেতনতা অভিযান করে। করোনার সময় করোনা সেজেও সচেতনতা অভিযান চালিয়েছেন। আর এদিন ডেঙ্গু প্রতিরোধে মশা সেজে প্রচার

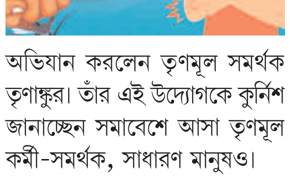

অভিযান করলেন তৃণমূল সমর্থক তৃণাঙ্কুর। তাঁর এই উদ্যোগকে কুর্নিশ জানাচ্ছেন সমাবেশে আসা তৃণমূল কর্মী-সমর্থক, সাধারণ মানুষও।

২২ জুলাই পর্যন্ত হরিয়ানার নুহ-তে বন্ধ মোবাইল ইন্টারনেট

নুহ, ২১ জুলাই ঃ আগামী ২২ জুলাই সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত হরিয়ানার নুহ-তে বন্ধ থাকছে মোবাইল ইন্টারনেট পরিষেবা। এছাড়াও বাল্ক এসএমএস পরিষেবাও নিষিদ্ধ থাকছে। রবিবার হরিয়ানা সরকারের পক্ষ থেকে এমনটাই জানানো হয়েছে। হরিয়ানা সরকার এক নির্দেশিকায় জানিয়েছে, নুহ জেলায় উত্তেজনা, বিরক্তি, আন্দোলন, সরকারি-বেসরকারি সম্পত্তির ক্ষতি এবং জনশান্তি বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। ব্রজ মণ্ডল যাত্রা উপলক্ষে নুহতে ইন্টারনেট স্থগিত করার বিষয়ে, হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী নায়াব সিং সাইনি বলেছেন, আমরা আধিকারিকদের সতর্ক করেছি। আমি জনগণের কাছে আবেদন করতে চাই, এটি একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান। আমরা সম্প্রীতির সমাজে বাস করি। যাত্রা ভগবান কৃষ্ণের ভক্তদের দ্বারা ব্রজ মণ্ডলের মধ্য দিয়ে যায়, এটিকে সফল করতে যাত্রার সময় সহযোগিতা করা উচিত।

দিঘায় জলোচ্ছ্বাস, সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়ায় সতর্কতা জারি

দিঘা, ২১ জুলাই ঃ দিঘায় জলোচ্ছ্বাস। আগামী সোমবার পর্যন্ত সমুদ্র এমনই উত্তাল থাকবে বলে জানা গেছে। তাই রবি ও সোমবারও মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। মূলত পশ্চিমবঙ্গের উপকূল-সহ উত্তর-পশ্চিম ও পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগরে মৎস্যজীবীদের যেতে নিষেধ করা হয়েছে। জানা গেছে, দিঘা, তাজপুর, মন্দারমনি, তমলুক-সহ উপকূলবর্তী একাধিক এলাকায় রবিবার বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। বঙ্গোপসাগরে তৈরি নিম্নচাপের জেরেই আবহাওয়ার এই পরিবর্তন। জানা গেছে, ওড়িশা পেরিয়ে ছত্তিশগড়ের দিকে অভিমুখ এই নিম্নচাপের। তবে তা ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়বে বলেই জানা যাচ্ছে আবহাওয়া দফতর সূত্রে।

বিজেপিকে তোপ জগদীশের, বললেন পদ্মফুলে ভোট দিয়ে কী পেয়েছি

কলকাতা, ২১ জুলাই ঃ বিজেপির তীব্র সমালোচনা করলেন জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া। তাঁর কথায়, পদ্মফুলে ভোট দিয়ে কী পেয়েছি! সুবির বক্সির পর রবিবার একুশে জুলাইয়ের সভায় বক্তৃতা রাখেন কোচবিহারের সদ্যনির্বাচিত সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া। তাঁর নাম ঘোষণা করেন অরূপ বিশ্বাস। তিনি বলেন, ''আজ ঐতিহাসিক দিন। আমরা বাস, ট্রেনে করে এখানে এসে জড়ো হয়েছি। ২০১৪ সাল থেকে একটা রাজনৈতিক দল সরল মানুষগুলির মাথায় কাঁঠাল ভেঙে নিজের স্বার্থসিদ্ধি করেছে। পদ্মফুলে ভোট দিয়েছি। কী পেয়েছি? প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, আলাদা রাজ্য করবে, চা বাগান খুলে দেবে, পঞ্চানন বর্মার স্মৃতিসৌধ হবে। বড় বড় কথা বলে কাজ করেনি তারা। তাই এ বার কোচবিহারের মানুষ ভুল করেনি। দিদির প্রার্থী হিসাবে আমাকে জোড়া ফুল চিহ্নে জিতিয়েছেন। দিদিই পারবেন দাবি পূরণ করতে। জগদীশ আরও বলেছেন, সরল মানুষের মাথায় কাঁঠাল ভাঙল। দিদি কোচবিহারে মেডিক্যাল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, পঞ্চানন বর্মার মূর্তি করে দিয়েছেন। আমাদের জন্য যা কাজ করা হয়েছে, তৃণমূল করেছে। সে কারণেই আমাকে সাংসদ করেছে। তাই দায়িত্ব আমার বেড়ে গিয়েছে। উত্তরবঙ্গে যত বিধানসভা আসন রয়েছে, ২০২৬ সালকে মাথায় রেখে জোটবদ্ধ হতে হবে। বিজেপি কর্মের নামে নয়, ধর্মের নামে ভোট চায়। উত্তরবঙ্গের মানুষ ১০০ দিনের কাজের টাকা পায় না। নেত্রী, নেতা আমাদের জন্য দিল্লি গিয়ে লড়াই করেছেন। তার পরেও কেন্দ্র টাকা দেয়নি। ভোটের আগে দিদি টাকা মিটিয়ে দিয়েছে। যত দিন রাজ্যের সব আসনে জোড়া ফুল না ফুটবে, তত দিন আমাদের লড়াই থামবে না।'' তিনি নাম না করে নিশীথ প্রামাণিককেও একহাত নিয়েছেন।

হিংসার অজুহাতে অসমে অনুপ্রবেশের চেষ্টা পাঁচ বাংলাদেশির

গুয়াহাটি, ২১ জুলাইঃ বাংলাদেশে চলমান সহিংস আন্দোলনের অজুহাতে অসমে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করেছিল সে দেশের পাঁচ নাগরিক। পুলিশ তাদের ধরে পুশব্যাক করেছে, জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা। সেই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী ড. শর্মা বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান সহিংসতার মধ্যে সীমান্ত নিরাপত্তা এবং ভারতীয় শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিয়ে গভীর উদ্বেগ ব্যক্ত করেছেন। আজ রবিবার মুখ্যমন্ত্রী তাঁর মাইক্রোব্লগিং সাইট এক্স-এর মাধ্যমে জানিয়েছেন, গত ১৮ জুলাই ভোর প্রায় ৩০ঃ০টায় অসেমে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করছিল পাঁচ বাংলাদেশি নাগরিক। আসাম পুলিশ তৎপরতার সঙ্গে তাদের শনাক্ত করে। জিজ্ঞাসাবাদে তারা বাংলাদেশি বলে নিশ্চিত হয়ে তাদের ফেরত পাঠিয়েছে রাজ্য পুলিশ। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, বাংলাদেশে চলমান সহিংসতার দরুন আটকে পড়া অসমের শিক্ষার্থীদের নিরাপদে ভারতে নিয়ে আসতে সহায়তার জন্য কেন্দ্রের কাছে আবেদন করেছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী ড. শর্মা ভারতের বিদেশ দফতরের প্রতিমন্ত্রী তথা অসমের সাংসদ পবিত্র মার্ঘেরিটার সঙ্গেও যোগাযোগ করেছেন। মন্ত্রী মার্ঘেরিটা আশ্বাস দিয়েছিলেন, কেন্দ্রীয় সরকার বাংলাদেশে মেডিক্যাল কলেজগুলিতে নথিভুক্ত অসমের শিক্ষার্থীদের ফিরিয়ে আনতে সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। এদিকে ভারতের গুয়াহাটিতে নিয়োজিত বাংলাদেশের সহকারী হাইকমিশনার রুহুল আমিন নিশ্চিত করেছেন, ভারতীয় শিক্ষার্থীদের ফিরিয়ে আনতে অসম সরকার সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসেছে। তবে বাংলাদেশে ইন্টারনেট ও ফোন পরিষেবা ব্ল্যাকআউটের ফলে যোগাযোগের ক্ষেত্রে কিছুটা বাধা পেতে হচ্ছে। উল্লেখ্য, গত ৪৮ ঘণ্টায় মেঘালয়ের ইন্টিগ্রেটেড চেক পোস্ট (আইসিপি) ডাউকি দিয়ে বাংলাদেশ থেকে ভারত (অসম, মেঘালয়, ত্রিপুরা, মণিপুর), ভুটান এবং নেপালের ৪০০ জনের বেশি শিক্ষার্থী এবং পর্যটককে নিরাপদে নিয়ে আসা হয়েছে। এছাড়া ত্রিপুরার সিপাহিজলা জেলার সোনামুড়া শ্রীমন্তপুর এবং অসমের করিমগঞ্জের সুতারকান্দি ও বিসর্জনঘাট সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশ থেকে আসছেন ভারতীয় পড়ুয়ারা।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৯ বর্ষ, দৈনিক ২৩২ সংখ্যা, সোমবার, ৬ শ্রাবণ, ১৪৩১

থিয়েটারের ইতিহাস সন্ধানে

উনিশশো সত্তর-আশির উত্তর কলকাতার থিয়েটার পাড়ার মূল ঠিকানা হয়ে উঠেছিল ছিল রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রিট। ২এ রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রিটের থিয়েটারে বাড়ি, নাম ছিল নাট্যনিকেতন। এখানেই একদা 'শ্রীরঙ্গম' নাম দিয়ে অভিনয় করেছেন নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ি। এখানেই অভিনয় হয়েছে গণনাট্যের বৈপ্লবিক প্রযোজনা 'নবান্ন'। 'শ্রীরঙ্গম' শিশিরকুমারের হাতছাড়া হলে ১৯৫৬-তে রাসবিহারী সরকার সেটি কিনে নেন, নতুন রূপে গড়ে তুলে তিনি নামকরণ করেন 'বিশ্বরূপা'। রাসবিহারী সরকারের মরীয়া চেষ্টার ফলেই, ১ অক্টোবর ১৯৭২ থেকে এই বিশ্বরূপার মঞ্চে প্রথম পা রাখছেন গ্ল্যামারকুইন মিস্ শেফালি। 'চৌরঙ্গী', 'আসামী হাজির', 'পরস্ত্রী' ও 'সাহেব বিবি গোলাম'--- শেফালির গ্ল্যামার ও ক্যাবারে ড্যান্স-এর দৌলতে একের পর এক হিট প্রযোজনায় থিয়েটার পাড়া তখন গমগম করছে। প্রায় একই সময়ে, বাহাত্তরের ১৫ আগস্ট ১৯৭২, শিয়ালদা স্টেশন থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে, ৮৪ এপিসি রোডের

সম্পাদকীয়

প্রতাপ মেমোরিয়াল হল ভাড়া নিয়ে অসীম চক্রবর্তী শুরু করেছিলেন--'ভালোবাসার ব্লো হট' প্রযোজনা --'বারবধূ'। একদিকে প্রতাপ মঞ্চে লতারূপী বারবধূ--অর্থৎ কেতকী দত্ত, অন্যদিকে বিশ্বরূপায় ক্যাবারেকুইন মিস শেফালি--মূলত এই দুয়েরই আকর্ষণে বিকেল হলেই শিয়ালদা থেকে এপিসি রোড হয়ে রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রিট-- দর্শকের ভিড়ে গমগম করছে, যেন অচেনা মফস্বল উঠে আসছে শহরে। ১৯৭২-এর ১৫ আগস্টে উদ্বোধনী শো শুরু করে, ১৯৭৮-এর ১৫ নভেম্বর-- মাত্র ছ বছর তিন মাসের মধ্যে 'বারবধূ'-র আঠারোশো পঞ্চাশতম রজনীর অভিনয়টি সম্পন্ন হয়।

থিয়েটার পাড়ার এই নতুন দর্শক উন্মাদনা দেখেই, ১৯৭৬-এ অমর ঘোষ তৈরি করলেন নতুন এক মঞ্চ 'সারকারিনা'। এপিসি রোড থেকে রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রিটে ঢুকে দু-মিনিট হাঁটলেই ৬ নম্বর প্লটটিই হল অমর ঘোষের বিস্ময়কর উদ্ভাবনা সারকারিনা। কলকাতার বুকে সে যেন একটুকরো এরিনা থিয়েটার। বৃত্তাকার প্রেক্ষাগৃহের চারপাশে দর্শক বসার গ্যালারি আর ঠিক মাঝখানে বৃত্তাকার রিভলভিং স্টেজ। দশ ফুট নিচে থেকে দৃশ্যসজ্জা নিয়ে সেই ঘূর্ণায়মান মঞ্চ যখন উপরে উঠে আসে এবং দৃশ্যান্তর হলে আবার নেমে যায়--বিস্ময়ে হতবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন দর্শকরা। ছিয়াত্তরে 'তুষার যুগ আসছে' দিয়ে এই অত্যাধুনিক মঞ্চের পথচলা শুরু হয়। তবে সারকারিনায় নতুন যুগ শুরু হল ১৯৭৮-এ মিস শেফালি যোগ দেওয়ার পর। এইবার থিয়েটার পাড়ার কাহিনি নিয়ে শংকরের নতুন উপন্যাস ' ও সু ন্দরী'-কে নাট্যরূপ দিলেন সমর মুখার্জি। আর এই প্রযোজনায় প্রায় শেফালিকে মনে রেখেই শংকরের সৃষ্ট চরিত্র লিপিকা-র ভূমিকায় সমর মুখার্জি নিয়ে এলেন মিস শেফালিকে।

মহানায়ক অভিনেতা না তারকা

মহানায়কের মূল্যায়ন করতে গিয়ে সত্যজি রায় উপলব্ধি করেছিলেন, ' তারকা-অভিনেতার জন্ম দিয়েছিল।সত্যজি রায়ের মাত্র দুটি ছবি 'নায়ক'(১৯৬৬) ও 'চিড়িয়াখানা'(১৯৬৭)-য় অভিনয় করেন উত্তমকুমার। বাংলা ছবির মহানায়ক উত্তমকুমারের সুপারস্টার ইমেজকে ধরেই চিত্রনাট্য রচনা করেন সত্যজি রায়। বিশেষ করে উত্তমকুমারকে ভেবেই 'নায়ক' ছবিটির কাহিনী সাজান তিনি। ছবিতে ' উত্তমকুমার আর তার আড়ালে থাকা ' উত্তম প্রকাশ্যে এসেছিল। আর উত্তমকুমার তাঁর স্টার সুলভ স্বাভাবিক অভিনয়টা করেছেন বলেই 'নায়ক'-এ তিনি সত্যিই মহানায়ক। এটি তাঁর শ্রেষ্ঠ অভিনয়ের মধ্যে অন্যতম ছবি। সত্যজি রায় যখন মহানায়ককে চিনতেন তখন উত্তমকুমার বাংলার জনপ্রিয় নায়ক। মহানায়ক নন। ১৯৮০-র ২৪ জুলাই উত্তমকুমার চলে গেলেন। এর পরেই আগষ্টে নিউ থিয়েটার্সে উত্তম স্মরণে একত্রিত হয়েছিলেন তাঁর

সম্পাদকীয়

সঙ্গে কাজ করা সমস্ত তারকা অভিনেতা, প্রযোজক, পরিচালক। সেখানেই কিংবদন্তি পরিচালক উত্তমকুমার সম্পর্কে তাঁর অনুভূতি তুলে ধরেছিলেন সত্যজি। তাঁর ' নিয়ে কী বলেছিলেন তিনি? ' যখন প্রথম পর্দায় দেখি তখনও আমি পরিচালনায় আসিনি। সেই সময় শুনেছিলাম, বাংলা ছবিতে নতুন নায়ক এসেছেন। শুনে তাঁকে দেখার আগ্রহ হয়েছিল। সেই দিনগুলোয় যে সব নায়কেরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমথেশ বড়ুয়া, সায়গল, ধীরাজ ভট্টাচার্য জনপ্রিয়। যদিও তাঁরা পাশ্চাত্যের নায়কদের সমতুল্য জনপ্রিয় ছিলেন না।''পরিচালকের দাবি, নিছক আগ্রহ থেকেই ' একটানা উত্তমের তিনটি ছবি দেখেছিলাম। তিনটিরই পরিচালক নির্মল দে। প্রথম দেখাতেই ভাল লেগেছিল উত্তমকে। উত্তমের চেহারা সুন্দর। তাঁর উপস্থিতি যথেষ্ট আকর্ষণীয়। এবং তাঁর অভিনয়ে মঞ্চাভিনয়ের কোনও ছাপ নেই। ফলে, আমি কিন্তু ওঁর উজ্জ্বল ভবিষ্যত সেই সময়েই দেখতে পেয়েছিলাম।''উত্তমের সঙ্গে সত্যজিতের কাজ করার সুযোগ অনেক পরে এসেছিল। তত দিনে উত্তমকুমার তারকা। প্রায় প্রতি বাংলা ছবিতে তিনিই নায়ক। সুচিত্রা সেনের সঙ্গে জুটি বেঁধে একের পর এক হিট ছবি উপহার দিচ্ছেন। পরিচালকের কথায়, ' তত দিনে হলিউডের ব্যাকরণ মেনে আক্ষরিক অর্থেই তারকা।'' তার পরেই তাঁর মোক্ষম প্রশ্ন, ' সঙ্গে তিনি কি অভিনেতা হয়ে উঠতে পেরেছিলেন?'' প্রশ্নের উত্তরও সত্যজি নিজেই দিয়েছিলেন। উদাহরণ হিসেবে তিনি নাম নিয়েছিলেন কিংবদন্তি হলিউড তারকা গ্রেগরি পেকের। যাঁর অভিনয় প্রতিভা চাপা পড়ে গিয়েছিল ' নীচে। পরিচালকের দাবি, ' পেককে কেউ কোনও দিন ভুলবে না। তার পরেও বলব, তারকার খ্যাতি সামলাতে না পারলে এ ভাবেই খ্যাতির বিড়ম্বনায় পড়তে হয়।'' পাশাপাশি তিনি এও স্বীকার করেন, তারকাসুলভ হয়ে ওঠার পরেও উত্তমের মধ্যে প্রচুর সম্ভাবনা ছিল। যা গ্রেগরি পেক দেখাতে পারেননি। তাই ' পরিচালনার আগে পরিচালক এমন একটি দৃশ্যকল্প ভেবেছিলেন যার সঙ্গে অনায়াসে মহানায়ক নিজেকে মিশিয়ে দিতে পারবেন।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

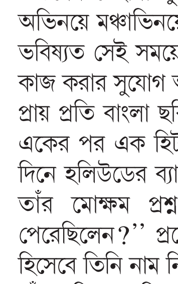

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূল বলেছেন, সত্যের উপাসক হতে হবে। তবেই মাতৃশক্তি অর্জন করতে পারবি। মা জাগতিক শক্তির অধিকারিণী। মা এর মধ্যেই প্রকৃত মাতৃশক্তি নিহিত। শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি ধারন করতে গেলে মাতৃভক্ত। সৎ শক্তি দিয়ে দেশের সেবা করতে হবে। এটা যিনি করতে পারেন তিনি হচ্ছেন সার্থক সাধক। জীবন সার্থক হয় তাঁর। তিনিই সিদ্ধ পুরুষ। মহা মানবে পরিণত হন তিনি। মায়ের শক্তি থেকেই আসে সেই অভয় শক্তি। সেই শক্তির কোনদিন ক্ষয় হয় না। এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। যে কোনও স্থানে এই শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে। মায়ের শক্তির ওপরে নির্ভর করে জাগতিক নিয়ম কানুন চলে। সঙ্গীত সাধনার মধ্যে মায়ের সাধন শক্তি রয়েছে।

স্বামী বিবেকানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দ শক্তির কথা বলতেন অর্ধমকে ত্যাগ করে মানব ধর্মকে গ্রহণ করতে হবে। তবেই মানব জীবন মহৎ পথ ধরে এগিয়ে যেতে পারবে। ধর্ম মানুষকে আলোর পথ দেখাবে। সে ধর্ম হচ্ছে সেবা। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। সব ধর্মে ওপরে তার স্থান। সত্যের বিকাস করতে হবে। জ্ঞানের বিকাশ করতে হবে। প্রাণের বিকাশ করতে হবে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, মানব শক্তি হচ্ছে এই জগতের সবচেয়ে বড় শক্তি। এই শক্তিকে উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করতে হবে। মানুষের বিপদের সময়ে গিয়ে পাশে দাঁড়াতে হবে। নিজের মনকে সম্পদশালী করতে হবে। পিছনে দিকে তাকালে চলবে না। সব সময়ে সমানে দিকে তাকিয়ে চলবে হবে। বিপদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। তাদেরকে পরাস্ত করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। মায়ের কাছ থেকে সেই শক্তি গ্রহণ করতে হবে। মা সরদা সেই শক্তি সবাইকে দিয়ে থাকেন। স্বামী বিবেকানন্দকে তিনি জয়ী হওয়ার শক্তি দিয়েছিলেন। শত্রুকে পরাস্ত করার শক্তি দিয়েছিলেন। নিজেকেপ্রতিষ্ঠিত করার শক্তি তিনি দিয়েছিলেন।

সত্যজিতের নারী-অন্তর্লোকের আলো

বিশেষ প্রতিবেদক

আমাদের ছোট মফস্বল শহরে সত্তর দশকের গোড়াতেই চার চারটি সিনেমা হল। প্রতিটিই চরিত্রে একেবারে স্বতন্ত্র। কাছারিবাজারের কাছে কৃষ্ণ সিনেমা হল, মুখ্যত হিন্দি সিনেমা আসে, কিন্তু এর দর্শকদের একটা ক্লাস আছে। যেটা একেবারেই নেই স্টেশনের গা ঘেঁষা মিলন সিনেমা হলের। রিক্সাওলারাই এর প্রধান দর্শক। বেশিরভাগই বি গ্রেডের হিংিদ সিনেমা আসে। আমার জীবনের প্রথম হিন্দি সিনেমা, ননহা ফরিস্তা, এখানেই দেখেছিলাম। একটি বাচ্চা মেয়েকে অপহরণ করে তিন ডাকাত আর তারপর তারা কীভাবে বাচ্চাটির মায়ার জালে জড়িয়ে পড়ে- এই নিয়েই কাহিনি। সে তুলনায় ফুলতলায় লীলা সিনেমা হল-র অডিয়েন্স পাঁচমিশেলি। মধ্যবিত্ত গেরস্ত থেকে রিকশাওলা সবাই। যতদূর জানি, এই হলটি তৈরি করেন স্বর্ণব্যবসায়ী বাচস্পতি তাঁর অকালপ্রয়াত মেয়ে লীলার নামে। সিনেমা শুরুর আগেই সেই মিস্টি ছোট্ট মেয়েটির ছবি ভেসে ওঠে পর্দায় আর প্রতিবারই দর্শকরা আক্ষেপ করেন ফুটফুটে মেয়েটির জন্য। সেই বিষণ্ণতা নিয়েই শুরু হয় আমার সিনেমা দেখা।আর আমাদের একেবারে বা।রি কাছে, একটা মাঠ পেরোলেই শো হাউস সিনেমা হল, সেখানে বারো মাসই বাংলা সিনেমা। আমার সিনেমা দেখার হাতেখড়ি সেখানে। সে হাতেখড়ি, পড়ার হাতেখড়ির আগে। অর্থাৎ আমার তখনো অক্ষর পরিচয় ঘটেনি। মায়ের হাত ধরে সেখানে যাওয়া। মেয়েদের টিকিট ৭৫ পয়সা। ছেলেদের দেড়টাকা। এটা সত্তর দশকের মাঝামাঝি মফস্বল। মেয়েদের বসার ব্যবস্থাও আলাদা। এই হলে মেয়েরা পুরুষ অভিভবক ছাড়াই আসতে পারে। আর তাদের পছন্দের শো হচ্ছে ম্যাটিনি। আর সেইসময়ের ম্যাটিনি আইডল বলাই বাহুল্য ওয়ান অ্যান্ড ওনলি উত্তমকুমার। দত্তপাড়া আর মাদারহাট ঝেঁটিয়ে বৌ ঝিরা আসত ম্যাটিনি দেখতে আর বিকেল বেলা কলকল করে ফিরত। তাদের মুখে চোখে ঠিকরে পড়ত তৃপ্তি। ওদের ফেরার রাস্তা ছিল আমাদের বাড়ির পাশ দিয়ে, তাই ওদের কলকলানি থেকে সিনেমার গল্পটা মোটামুটি জানা হয়ে যেত।

দুপুরের শো ভাঙলে দেখা যেত অনেকেই আমাদের বাড়ি আসছে। এরা আসত বেশ দূর থেকে। উকিলপাড়া, মালঞ্চ কিংবা শালেপুর। সিনেমা দেখে মায়ের হাতের চা এবং টা খেয়ে বাড়ি ফিরত। এদের মুখেও সিনেমার আদ্যোপান্ত জানা হয়ে যেত আমার। মা ম্যাটিনি তেমন পছন্দ করত না। রান্না আর বাড়ির কাজ সেরে হাঁপাতে হাঁপাতে সিনেমা দেখতে ছোটা মার পোষাত না। মার পছন্দ ছিল বিকেলের বা নাইট শো। তবে নাইট শো যাওয়া হত সাধারণত বাবা থাকলে। এমনিতে বাবা তো সারা বছর বাইরে বাইরে ট্যুরে। তাই মা একাই সিনেমা দেখে, ঠিক একা নয়, অক্ষরপরিচয়হীন আমি আছি, যে মাকে বলত, কখন সিনেমা শুরু হবে আমাকে বলে দিও। কারণ সিনেমা শুরুর আগে যে নাম দেখানো হয়, সেগুলো সে পড়তে পারত না। আর একদিন, এক আশ্চর্য কাণ্ড ঘটল। এই সমস্ত অচেনা চেহারার অক্ষরের মধ্যে কখন যে ভেসে উঠল অলৌকিক একটি মুখ, তার কপালে চন্দনের টিপ, সে মুখের অর্ধেক ছায়াচ্ছন্ন, অর্ধেক উজ্জ্বল। কপালে মস্ত সিঁদুর টিপ। মুখের ডৌল আশ্চর্য সুন্দর, ঠিক যেন দেবী প্রতিমা। পরে জেনেছি এটা ছিল ' পোস্টার। ১৯৬০ সালে মুক্তি পায় দেবী। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের একটি ছোট গল্পের ওপর ভিত্তি করে। অনেক পরে জেনেছি আমি ' দেখেছিলাম, সত্যজিতের ' আক্ষরিক অর্থেই জ্ঞান হবার আগে থেকেই এইভাবে সত্যজিতে দীক্ষা আমার। আর এক অর্থে তা খুব প্রতীকিও। তখন তো আমি বই পড়তেই শিখিনি। তাই মুদ্রণ মাধ্যমে নয়, দৃশ্য ও শ্রাব্য মাধ্যমেই সরাসরি আমার প্রবেশ ঘটতে পারল। প্রথম থেকেই তাই সিনেমার ভাষার সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেল। পরবর্তীতে এর সুফল পেয়েছিলাম, কোনটা সিনেমাটিক, কোনটা সিনেমাটিক নয় তা খুব ভালো বুঝতে শিখি কোন ফিল্ম অ্যাপ্রিসিয়েশন কোর্স না করেই। এর বহু বছর পরে, আশির দশকে উত্তম পরবর্তী সময়ে যখন বাংলা সিনেমা ধুঁকছে, তখন দর্শককে হলে ফেরানর জন্য যাত্রাকে সিনেমা হিসেবে চালাবার চেষ্টা হল। সেই সময়ের সুপারহিট ছবি ' মেয়ে জোসনা'। এলিট নয়, একদম অতি সাধারণ দর্শককে হলে ফিরিয়ে এনেছিল এ ছবি। জ্যোস্না থেকে জোসনায় রূপান্তর শুধু বানানে নয়, সিনেমা মানসেও আমূল বদল। এই সময়ের দু একটা সিনেমার গান ছিল এইরকম-

টুকুন ওগো টুকুন তোমার মাথায় বাছব বসে ভালবাসার উকুন।

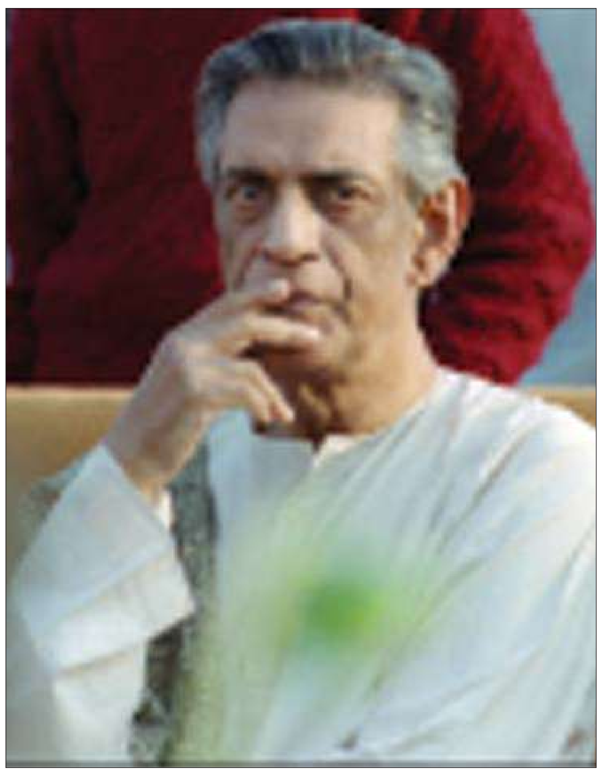

কিংবা ' ও মেরি জান একটা চুমা দাও না' সার্বিক অবক্ষয়ের ছাপ স্পষ্ট। অবস্থা যে খুব কিছু বদলাল তা নয়, তবে এলিট দর্শক কে আবার হলে ফেরালেন ঋতুপর্ণ ঘোষ।তাঁর উনিশে এপ্রিল নতুন জোয়ার আনল। স্ক্রিপ্ট লেখার দক্ষতা, গভীর পড়াশোনা- সব কিছুর প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা রেখেও আমার মনে হত, সিনেমায় কেন এত সংলাপ থাকবে? সিনেমা তো সাহিত্য নয়, নাটকও নয়। এখানে ক্যামেরা, আলো, শব্দ- সব মিলিয়ে একটা ভাষা তৈরি করে। সে ভাষা আমাদের চেনালেন সত্যজি আর তা প্রথম সিনেমা ' পাঁচালি' থেকেই। প্রথম বৃষ্টির ফোঁটা, চিনিবাস ময়রার পেছন পেছন দুর্গা অপু এবং একটা কুকুরের ছুটে চলা, ভাঙ্গা ভিটেয় বাস্তু সাপ- এগুলো কোন সংলাপ ছাড়াই অনেক কথা বলে দেয়। আর সিনেমার সংলাপের সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে পরিমিতি বোধ। দুর্গার মৃত্যুতে হরিহরের অভিব্যক্তিকে মেলোড্রামাটিক করার পর্যাপ্ত সুযোগ থাকলেও তারসানাইয়ের কান্নায় তাকে যে কোন উচ্চতায় তুলে দেওয়া হল! এ সমস্তই দর্শক হিসেবে শুধু নয়, লেখক হিসেবেও শেখার। অজান্তেই আমার ভাষায় চলে আসে মিনিম্যালিটি, শব্দ যতটুকু দরকার ততটুকু, তার একচুল বেশি নয়। এ তো সত্যজিতের কাছেই শেখা। আমি সিনেমা দেখতে শুরু করেছি হয়তো তিন চার বছর বয়স থেকে অর্থা ৭৩ ৭৪ সাল। শো হাউস প্রায়ই পুরনো সিনেমা নিয়ে আসত। এইভাবেই আমার দেখা হয়ে যায় সত্যজিতের অনেকগুলি সিনেমা।

এর ঠিক পরে পরেই দীক্ষা হয় ওয়ার্ল্ড সিনেমায়। তখন বয়স হয়তো আট নয়। সে সময় আমাদের মফস্বলে সিনে ক্লাব ছিল, জানি না এখন আর তেমন কিছু আছে কিনা। মানুষকে ভালো ভালো ফিল্ম দেখিয়ে তাদের চেতনাকে উন্নীত করার চেষ্টা। এরা মাঝে মাঝেই সিনেমা হলগুলোতে মরনিং শো দেখাত। স্বাভাবিক, অন্য স্লট পাবে কী করে? সেই টিকিট নিশ্চয় পুশ সেল করা হত। আমাদের বাড়িতে এসে প।ে থাকত কার্ড। সাত সকালে কে যাবে দেখতে রাজ্যের কাজ ফেলে? আমাকেই বলা হত যেতে। টিকিট নাহলে নষ্ট হবে। আমি দিব্যি চুল টুল আঁচড়ে চলে যেতাম একা একা, হাতে কার্ড নিয়ে মাঠ পার হয়ে। খুব ব। ছিল না সিনেমা। দেড় ঘণ্টা হয়তো। নটায় গিয়ে এগারটায় ফিরে আসা যেত। কেন যেন মনে হচ্ছে শীতকালের সকাল সেসব। ফেরার সময় কমলালেবু রঙের রোদে আরাম হত খুব। আর আমার একটা সোয়েটার ছিল তার বোতাম মস্ত বড় কমলালেবু রঙের। আমি যেসব সিনেমা দেখে ফিরছি সেসব পৃথিবীর দিকপালদের তৈরি, গোদার ত্রুফো ফেলিনি, মাথার ওপর দিয়ে গেছে, বুঝিনি, বোঝার কথাও নয়, তবু বিরক্ত হয়ে উঠে আসিনি তো কখনো? আসিনি যে উঠে তার কারণ আমার সিনেমাজীবনের সূচনায় সত্যজি।

সম্ভবত এরপর দেখা তাঁর মহানগর। সেটা টিভিতে দেখেছি। সেই প্রথম টিভি দেখা। আমাদের মফস্বল শহরের প্রথম টিভি। এখনো মনে আছে মাধবী ঠোঁটে লিপস্টিক লাগাচ্ছেন। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের অবতরণিকা থেকে বানানো সিনেমাটা সব অর্থেই সত্যজি রায়ের ব্যতিক্রমী সিনেমা। কারণ চাকরি করা মেয়েদের নিয়ে সিনেমা তিনি কি আদৌ বানিয়েছেন আর?মোটামুটি উচ্চবিত্ত পরিবারের মেয়ে সব, চাকরির প্রয়োজন হয় না। অভিজাত। চিকৃত ফেমিনিস্ট না হলেও এঁরা লিবারেটেড। মনের দিক থেকে নিজের অধীন। যেমন নায়ক-র সাংবাদিক চরিত্রে অভিনয় করা শর্মিলা ঠাকুর। যে নায়ক অরি ঃদমের নায়ক-বিভায় আচ্ছন্ন হয় না, যুক্তি বুদ্ধি দিয়ে তার জার্নিটা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করে, স্টারডমের আলোর নিচে যে অন্ধকার, যা বিবেককে ঢেকে দেয়, সেই অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে আসার চেষ্টা করে। অরিন্দম তাকে বিদ্রূপ করে বলে ' আধুনিকা'। আধুনিক মনটি কিন্তু সংবেদনশীলতা হারায়নি। অরিন্দমের বুকের গভীরে লুকিয়ে থাকা হাহাকার, নিঃসঙ্গতা সে বুঝতে পারে। এই হচ্ছে সত্যজিতের নারী। যাদের আধুনিকতা ভঙ্গিসর্বস্ব নয়, যাদের বুকের গভীরে এখনো দীপ্র আছে করুণার স্থির আলো। এরকম আরেকটি চরিত্র সীমাবদ্ধর টুটুল, যার চোখে ধরা পড়ে যায় দিদি জামাইবাবুর বিলাসবহুল নগর জীবনের আড়ালে চাপা পড়া অন্যায় ও আপোষ। কর্পোরেট শাসিত দুনিয়ায় বাবা মাও বাড়িতে, কষ্ট হলেও ছেলেকে পাঠিয়ে দিতে হয় বোর্ডিং স্কুলে, নিজের পদোন্নতির জন্য যে কোন কিছু করা যায়, যে কোন কিছু। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এঁরা করেন পুরুষ চরিত্রের চেয়েও বেশি হয়তো। অভিজাত পরিবারের মেয়ে মনীষা, সেও নিজের প্রতিবাদ খুঁজে নিতে শেখে ধীরে ধীরে। বাবা তার ওপর জোর করে যে সম্বন্ধ চাপিয়ে দিতে চাইছে, তার বিরুদ্ধে দাঁড়ায় সে।

হয়তো অনেক দেরিতে হলেও নিজের স্বর খুঁজে পান ' রায়বাহাদুরের স্ত্রী। তিনি বুঝতে পারেন ব। মেয়েকে যেমন তার নির্বাচিত পাত্রের সঙ্গে বিয়ে না দিয়ে অসুখী দাম্পত্যের দিকে ঠেলে দিয়েছেন ইন্দ্রনাথ, তেমনই তাঁর স্বৈরাচারী সিদ্ধান্ত ছোট মেয়ের জীবনেও অভিশাপ নিয়ে আসবে। জীবন সায়াহ্নে এসে তিনি তাঁর দাদাকে দিয়ে ছোট মেয়েকে বলে পাঠান, তার মন যা চায় তাই যেন করে, কোন চাপ নেই তার ওপর। ' পরবাসে রবে কে?' গানটির ব্যবহার তাঁর দু ঃসহবাসকে কত সহজে বুঝিয়ে দেয়। দেবী, মহানগর আর কাঞ্চনজঙ্ঘা, তিন নারী প্রতিমা।তিন নারী টানে খুব। আর্থসামাজিকতায় বিশাল ফারাক। দেবী এক সামন্ততান্ত্রিক পরিবারের বধূ। ধর্মান্ধতার শিকার। নিম্ন মধ্যবিত্ত, ছিন্নমূল পরিবারের বৌ আরতি চাকরি করছে কোন নারীমুক্তির প্রোপাগান্ডা করতে নয়, নেহাতই সংসারের কারণে।প্রথম প্রথম তার উপার্জন সংসারের সুরাহা করছে জেনে বেশ খুশিই ছিল তার স্বামী। কিন্তু এই মহানগরে ধীরে ধীরে নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব খুঁজে পাচ্ছিল আরতি। সেই অস্তিত্ব তার পারিবারিক অস্তিত্বের থেকে আলাদা। সে এতটাই আত্মবিশ্বাসী একজন মানুষ হয়ে ওঠে যে নিজের চাকরি বিপন্ন করে একটি অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মেয়ের পাশে দাঁড়ায়, মেয়েটির উদ্দেশে করা কুসিত ইঙ্গিতের প্রতিবাদ করে সে। স্বামীর সঙ্গেও তার দূরত্ব তৈরি হয় এই নিয়ে। পরিবারের প্রতি দায়িত্বশীল হয়েও যে নারী স্বাধীন ও স্বতন্ত্রা হতে পারে, আরতি তার উদাহরণ। আরতি, টুটুল, মনীষা- চুল আর চোখের সঙ্কেতে মেধাবিনী শুধু নয়, অন্তর্লোকের মায়াবী আলোর বিচ্ছুরণ নিয়ে আসে তারা। এই আমার সত্যজি পাঠ, সত্যজি অর্জন বলা যায়।

দেশ গঠনের ভূমিকায় বাংলার নারী

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারীদের ভূমিকা সম্পর্কে লিখতে গেলেই তার শেকড় দেখতে পাওয়া যাবে কলকাতায় জব চার্নকের আগমনের সময় থেকেই। কারণ জব চার্নক কলকাতায় প্রবেশ করা মাত্রই বাংলার আর্থ সামাজিক পরিস্থিতি ক্রমশ পাল্টাতে শুরু করে দিয়েছিল। কলকাতা ঘিরে ইংরেজদের ব্যবসা বাণিজ্য খুব একটা খুব একটা সুবিধাজনক অবস্থায় ছিল না। ইংরেজরা ভারতবর্ষে ব্যবসা করতে এসে বারবার স্থানীয় মোঘল শাসক এবং সুবেদারদের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েছে। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে বাংলার সুবেদার ইংরেজদের ব্যবসা করার পথটাকে মসৃন করে দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তারা ডাচ, ফরাসি এবং পর্তুগিজদের বেশি করে ব্যবসায়িক সুবিধা দেওয়ার পক্ষে ছিলেন। ফলে ইংরেজরা পরিস্কার বুঝতে পেরেছিল যে ব্যবসায়িক রাস্তাকে পরিস্কার করতে সুবেদারদের সঙ্গে সংঘর্ষ করে তাদের আধিকারকে আদায় করে নিতে হবে। তার জন্য ইংরেজ কোম্পানির সদস্যরা মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করে। জর্ব চার্নক প্রথম বাংলায় আসেন ১৬৫৫ সাল কিংবা ১৬৫৬ সালে। তিনি তখন ছিলেন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কাসিমবাজারের জুনিয়র কাউন্সিল সদস্য। পরে তিনি কোম্পানির প্রধান হয়ে সুতানুটি সফর করেছিলেন ১৬৮৬ সালের শেষ দিকে। "On a bleak and rainy Sunday afternoon on 24 August 1690 Job Charnock (1630-1693), the second son of Richard Charnock of Lancashire & Chief of the Bengal Factories of the East India Company, alighted at Sutanuti on the river Hooghly on his third visit. This time he was determined to set up the headquarters of the Bengal trade in this desolate and swampy village where a market for cotton sprang up during the shipping season." (Kolkata & its police A history of City police from Charnock's to present day, Page-1) সুতানুটি স্থানটিকে তিনি পচ্ছন্দ করতে থাকেন। সেই সময়ে তিনি মোঘল সরকারের কাছ থেকে ব্যবসার অনুমতি পাওয়ার ব্যাপারে সক্রিয় ছিলেন। বাংলার সুবেদার মির্জা আবু তালিব যিনি শায়েস্তা খাঁ নামে পরিচিত ছিলেন তাঁর সঙ্গে জব চার্নকের বাংলায় ব্যবসা করা নিয়ে বিবাদ ঘটে। সেই সময়ে ইংরেজদের বেশি করে ক্রয়জাত পণ্যের ওপরে অতিরিক্ত কর চাপিয়ে দিয়েছিল। ফলে ইংরেজদের পণ্য কেনায় বেশি দাম পড়তে থাকে। ইংরেজদের ব্যবসার করার রাস্তা বন্ধ করে দিতে উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন শায়েস্তা খাঁ। আর্মেনিয়ান এবং পোর্তুগিজদের ব্যবসার করার সুযোগ করে দিয়েছিলেন তিনি। ইংরেজরা যাতে ভালোভাবে ব্যবসা না করতে পারে তার জন্যই এই ধরনের উঁচু হারে ক্রয়জাত পণ্যের ওপরে অতিরিক্ত কর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আর্মেনিয়ান এবং পোর্তুগিজদের ব্যবসা করার অধিকার খর্ব না হয়ে যায় তার জন্যই এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন মোঘল রেভিনিউ অফিসাররা। ফলে ইংরেজদের সঙ্গে সংঘর্ষ অবধারিত হয়ে উঠে। অতিরিক্ত ক্রয়জাত পণ্য কর বিবাদ ক্রমশ সংঘর্ষে পরিণত হয়। তার বিস্ফোরণ দখতে পাওয়া গেল ২৮ অক্টোবর ১৬৮৬ সালে। বাংলার সুবেদার শায়েস্তা খাঁকে জব্দ করার কৌশল গ্রহণ করতে শুরু করলেন চার্নক। তিনি বাংলার সুবেদারের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ করে বসলেন। সেই সময়ে জব চার্নক ইংরেজ ক্যাপ্টেন আরবুথনট এর বাহিনীর সাহায্য নিয়ে মোঘলদের বিরুদ্ধে লড়াই করে জয়ী

হন। খড়গপুরের কাছে হিজলিতে মোঘল বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করে জয়ী হল ইংরেজ বাহিনী। তারিখটা ছিল ৪ জুন ১৬৮৭। ইংরেজ সেনার সংখ্যা খুবই নগণ্য ছিল। কিন্তু এমনভাবে ইংরেজ সেনাদের পরিচালনা করা হয়েছিল তাতে মোঘল সেনারা মনে করেছিল ইংরেজরা বিশাল সেনা নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত। ভয়ে মোঘল সেনারা পিছু হটতে শুরু করে। ইংরেজরা বুঝতে পেরে গিয়েছিল বঙ্গদেশে ব্যবসা করতে গেলে প্রয়োজন হলে অস্ত্র হাতে ধরতে হবে। যুদ্ধ করে নিজেদের অধিকারকে বুঝে নিতে হবে। তার জন্য তারা মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করে দেয়। জব চার্নক খুবই বুদ্ধিমান লোক ছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন বাংলায় ব্যবসা করতে গেলে প্রয়োজন হলে অস্ত্র ধারন করতে হবে। নাহলে কিন্তু বাংলায় ব্যবসায় ইংরেজ প্রভাব প্রত্তিপত্তি বৃদ্ধি করা একেবারে অসম্ভব। ফরাসি ডাচ এবং পর্তুগিজদের মতো ব্যবসায়ীদের সঙ্গে পেড়ে ওঠা খুবই মুশকিল। তিনি যখন বাংলাকে কেন্দ্র করে ব্যবসায়িক ঘাঁটি তৈরি করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে নিয়েছিলেন সেই সময়ে একটি অদ্ভূত ঘটনা ঘটল। তার জীবনের পরিবর্তন নিয়ে এলো সেই ঘটনাটি। সতীদাহ প্রথার তখন বেশ চল ছিল তখন বাংলায়। হিন্দু সমাজ ব্যবস্থায় সতীদাহের মতো বর্বর এবং নির্ম্মম ঘটনাও জব চার্নকে শিহরিত করে। ১৬৬৪ সালে তিনি ইংরেজ কোম্পানির পাটনার দায়িত্বভার গ্রহণ করে উপস্থিত হন। সেই সময়ে তিনি সতীদাহ প্রথা দেখার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। সতীদাহ ঘটনাটি তা প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করার জন্য তিনি শ্মশান ঘাটে উপস্থিত হন। সেই সময়ে একজন বয়স্ক পণ্ডিত ব্যক্তি মারা গিয়েছিল। সেই হিংদু ণ্ডিতের মরদেহ শ্মশানে পোড়ানোর জন্য নিয়ে এসেছিল বেশ কিছু লোক। তারা তার সঙ্গে একজন সু ন্দরী তরুণীকেও সঙ্গে করে নিয়ে আসছিল। চিতা যেখানে জ্বলছিল সেখানে সেই তরুণীকে জ্বলন্ত চিতায় ফেলে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করে। তরুণী নিজেকে রক্ষা করার আপ্রাণ চেষ্টা করলেও লোকেরা বলপুর্ব্বক তাকে জ্বলন্ত চিতাকুণ্ডে ফেলে দেওয়ার উদ্যোগ নেয়। প্রয়োজন হলে লাঠি এবং বাঁশ দিয়ে পেটাতে শুরু করে। জব চার্নক এই দৃশ্য সহ্য না করতে পেরে তিনি সেই বিধবা মহিলাকে উদ্ধার করে নিজের বাসস্থানে নিয়ে আসেন। পরে সেই বিধবা হিন্দু মহিলাকে বিবাহ করেন। একজন স্কটিশ ইতিহাসবিদ ডব্লু ডব্লু হান্টার সেই সময়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। তিনি কিন্তু বাংলার কোনও সামাজিক এবং ধর্মীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার ব্যাপারে অনীহাপ্রকাশ করেছিলেন। জব চার্নককে হিন্দুদের ধর্মীয় ব্যাপারে নাক গলাতে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু জব চার্নক তাঁর কথাকে আমল না উল্লেখ করেছিলেন। কথিত রয়েছে যে স্বামী ঘর থেকে সোনা গহনা পয়সা কড়ি নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় জব চার্নক তাকে ধরে ফেলেন এবং বিবাহ করেন। এদিকে পাটনার সুবেদার জব চার্নকের কাছ থেকে হিন্দু মহিলাকে উদ্ধার করার জন্য সেনা পাঠায়। জব চার্নক তখন তাকে নিয়ে পালাতে থাকে। কিন্তু পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠলে চার্নক মূল্যবান উপহার দিয়ে পাটনার সুবেদারকে সন্তুষ্ট করেন। পরে জব চার্নক মহিলাকে কলকাতায় এসে বসবাস করতে শুরু করেন। তাঁর স্ত্রী আগেই মারা গিয়েছিলেন। চার্নক নিজের হিন্দু স্ত্রীকে খুবই ভালোবাসতেন। নিজের স্ত্রী গত হলে তাঁর স্মৃতি সৌদ্ধ নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। সেখানে প্রতি বছর একবার করে মুরগী বলি দেওয়া হতো হিন্দু মত অনুসারে। জব চার্নক বাংলায় এসে যে সাহস দেখিয়েছিলেন সেটা কিন্তু ইংরেজ কোম্পানির অন্য কোনও উচ্চ পদস্থ কর্মচারী সাহস দেখাতে পারেননি। বেশির ভাগ ইংরেজ কোম্পানির উচ্চ পদস্থ আধিকারিকদের লক্ষ্যই ছিল কোম্পানির ব্যবসা বৃদ্ধি করা। বাংলার ধর্মীয় বা সামাজিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে তাঁরা দ্বিধা বোধ করতেন। তাঁরা জানতেন সতীদাহপ্রথাটা একটি অমানবিক। তবুও সেখানে তারা সরাসরি হস্তক্ষেপ করতে ভয় পেতেন। জব চার্নকের সতী উদ্ধার করা এবং তাকে বিবাহ করা নিয়ে কম ঝামেলা ভোগ করতে হয়নি কোম্পানিকে। কোম্পানিকে সেই সময়ে বহু ব্যবসায়ীরা বয়কট করতে থাকে। ধর্মের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করাটা একেবারে অপচ্ছন্দ করতে শুরু করে দেশিয় নেভিটরা। তারা ইংরেজেরদের সঙ্গে কেনাবেচাও প্রায় বন্ধ করে দিয়েছিল। আবার ইংরেজদের শক্তিকেও সেই সময়ে নেটিভরা ভয় পেতো। ইংরেজরা সেই সময়ে নেটিভদের সঙ্গে মেলামেশা করতো খুবই কম। তবে জব চার্নক ঠিক ছিলেন বিপরীত। তিনি বেশি করে নেটিভদের সঙ্গে মেলামেশা করতেন এবং ব্যবসার শেষে নেঠিভদের সঙ্গে বসে গল্প এবং হুকা পান করতেন। ফলে জব চার্নক নেটিভদের খুবই প্রিয় পাত্র হয়ে উঠেছিলেন। এটা সম্ভব হয়েচিল তাঁর হিন্দু স্ত্রীর প্রতি অত্যাধিক স্নেহ এবং ভালোবাসা থাকার জন্য। জব চার্নকের আদর্শ গ্রহণ করলে ইংরেজরা ভারতীয়দের প্রিয় হিসাবে পরিচিতি লাভ করতে পারতো। কিন্তু সেটা হল না তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে নেটিভ হিসাবে ভারতীয়দের দেখার জন্য। কালো চামড়ার লোদেরে সংস্কৃতির সঙ্গে ইংরেজ সংস্কৃতির মেলবন্ধন চাইলো না ইংরেজ শাসকেরা। তার ফলে ইংরেজরা এদেশে তিনশো বছর ধরে শাসন করে গেলেও তারা ভারতীয়দের আপন হয়ে উঠতে পারলো না। তবে বেশ কয়েকজন উদারপন্থী ইংরেজরা আসার ফলে ব্রিটিশ শিক্ষা ব্যবস্থা ভারতে চালু করা সম্ভব হয়েছিল। ইংরেজী শিক্ষা এবং ইউরোপীয় সংস্কৃতি ভারতেপ্রবেশ করার ফলে বাংলায় নারী জাগরণ হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হল। বাংলায় যে নবজাগরণ হয়েছিল তা কিন্তু নারীদের সমাজে যথারীতি সম্মান করার মধ্যে দিয়ে। সতীদাহ প্রথা থেকে শুরু করে বহু বিবাহ এবং বিধবা বিবাহ রীতি বন্ধ করা এবং পাশাপাশি নারীদের সুশিক্ষিত করে তোলার রাস্তা তৈরি করার মধ্যে দিয়েই বাংলায় নবজাগরণর পথরেখা তৈরি হয়। সেই সময়কার সমাজসেবীরা অনুভব করতে পেরেছিলেন যে বাংলার নারী জাগরণ করা না গেলে সমাজ বিকশিত হবে না। সমাজকে বিকশিত করতে গেলে প্রয়োজন হচ্ছে ইউরোপীয় শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন। (ক্রমশ)

ডাকাতি করার কথা চিন্তা করেনি বিপ্লবীরা

বাংলার সশস্ত্র সংগ্রামে নেতৃত্ব যতদিন বিপ্লবী অরবিন্দ দিয়েছিলেন ততদিন কিন্তু ডাকাতি করার কথা চিন্তা করেনি বিপ্লবীরা। অরবিন্দকে সেই সময়ে বাংলার বহু জমিদার থেকে শুরু করে ধনীরা আর্থিক সাহায্য দিত। তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য জমিদার ছিলেন রাজা সুবোধ মল্লিক এবং উত্তর পাড়ার জমিদাররা। ইনারা অরবিঃদকে আর্থিক সাহায্য করতো। কিন্তু অরবিন্দ গ্রেফতার হওয়ার পরে বিপ্লবী দলের ভাঙন ধরতে শুরু করে দিয়েছিল। তবে বিপ্লবী দল একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায়নি। তারা তখন ভাবতে পারছিল না কোন পথ ধরে তাদের ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। বিপ্লবাত্মক আঃেদালনকে চালু রাখতে অর্থের প্রয়োজন দেখা দিল। প্রথম দিরে ধনীরা বিপ্লবী দলকে আর্থিক সাহায্য দিলে পরে তারা হাত গুটিয়ে বসে পড়েছিল। ফলে বিপ্লবী দলের নেতারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে ডাকাতি করে অর্থ সংগ্রহ করা হবে। এই সম্পর্কে ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত বলেছেন, '' রাজনৈতিক ডাকাইতি করিয়া বৈপ্লবিক কর্ম্মের জন্য অর্থ সঞ্চয় করিবার মতবাদ বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতিতে প্রথম হইতেই ছিল। আমি যখন এই সমিতিতে যোগদান করি তাহার পূর্ব্বেই এ মতটা পাকাপাকি রূপে গৃহীত হইয়াছিল। কারণ দেশের লোক টাকা দেয় না। দুই-চার জন ব্রিফলেস ব্যারিষ্টার -যাঁহারা নেতাগিরি করিতেন তাঁহারাই কিছু কিছু সাহায্য করিতেন কাজেই স্থির হইল, ইংরেজের টাকা কাড়িয়া লও। কিন্তু স্বদেশী যুগের পর যখন রাজনৈতিক ডাকাইতি আরম্ভ হইল তখন দেখা গেল যে চাকাতি কেবল দেশের লোকের উপরই হইতে লাগিল। কারণ, বোধ হয় ইংরেজের বা গর্ভমেন্টের উপর ডাকাইতি করা জন্য তত সোজা নয়, নিরস্ত্র দেশের লোকের উপর করা যত সোজা।'' '' ডাকাইতি লইয়া বঙ্গে দলাদলি ছিল। আমার বোধ হয়, কোন কোন লোকের কাছে ইহা ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যায় পরিণত হইয়াছিল। এই সব দলের লোক বলিয়াছেন যে, মহাশয়, যেদিন একটা ডাকাইতি বা হত্যা হইয়াছে সেই স্থানে হুড়হুড় করিয়া দলে সভ্য বৃদ্ধি পাইয়াছে।

একুশে জুলাইয়ে হট কেক! 'হাজার টাকার লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' টুপি বিকোচ্ছে ৫ হাজারে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ জুলাইঃ ২১ জুলাই এর সমাবেশে একটা টুপির দাম পাঁচ হাজার টাকা। অবাক হচ্ছেন? হ্যাঁ এদিন সকাল থেকে এমনই টুপির দেখা মিলছে ধর্মতলায়। রাজ্যের বিভিন্ন প্রকল্প তুলে ধরা হয়েছে তিন রঙা এই অভিনব টুপিতে। প্রায় তিন থাক টুপিজুড়ে রাজ্যের লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, কন্যাশ্রী ইত্যাদি প্রকল্পের কথা তুলে ধরা হয়েছে। একইসঙ্গে খোঁচা দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারকেও। কেন্দ্রীয় বঞ্চনার ছবিও গাঁথা হয়েছে। সুভাষগ্রাম, সোনারপুর, বাঁকুড়া থেকে শিল্পীরা এসেছেন তাঁদের এই সব কাজ নিয়ে। অবশ্য সাধারণ টুপিও আছে। দাম ৫০-১০০ টাকার মধ্যে। কিন্তু ৫ হাজার টাকায় টুপি বিক্রি হবে তো? বিক্রেতারা কিন্তু নিশ্চিত বিক্রি হবেই। তাঁদের

দাবি, ২১ জুলাইয়ের আবেগেই সব টুপি শেষ হয়ে যাবে। দাম যাই হোক সব টুপি বিক্রি হয়ে যাবে। সুভাষগ্রামের এক টুপি বিক্রেতা বলছেন, ''আমি কিন্তু তৃণমূল সমর্থকও। তাই এই টুপি তৈরি করেছি। বিক্রি হচ্ছে ভালই।'' আর এক বিক্রেতা বলছেন, ''আমরা শিল্পী। আমরা সব ধরনের টুপি বানাতে পারি। তবে এই টুপি বানাতে তিন মাস লেগেছে। দিদির অনেক প্রকল্পের কথা এই টুপিতে তুলে ধরেছি। তাই দাম তো হবেই। কিন্তু মানুষের ভালই সাড়া আছে। সবাই আগ্রহ দেখাচ্ছেন। বিক্রিও হচ্ছে ভাল।'' এদিকে ইতিমধ্যেই দূর দূরান্তের বিভিন্ন জেলা থেকে কর্মী সমর্থকরা এসে পৌঁছেছেন কলকাতায়। আমহার্স্ট স্ট্রিটের দু'ধারে লম্বা লাইন জেলা থেকে আসা বাসের। ধর্মতলার মঞ্চে পৌঁছানোর আগে রীতিমতো পিকনিকের মেজাজ। সকাল থেকেই কোথাও ভাজা হচ্ছে লুচি সঙ্গে রয়েছে ঘুগনি বা আলুর দম। আবার কোথাও বা তোড়জোড় শুরু হয়েছে মাংস-ভাত রান্নার। সব মিলিয়ে দেখে বোঝার উপায় নেই এটা আমহার্স্ট সিটের রাস্তা নাকি পিকনিক স্পট।

গঙ্গাসাগরে ভয়াবহ ভাঙন
কপিলমুনির আশ্রমের অদূরে ভাঙছে তট

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ২১ জুলাইঃ একদিকে পূর্ণিমার ভরা কোটাল, অন্যদিকে নিম্নচাপ। আবার বর্ষার মরসুমও। ত্রিফলায় বিদ্ধ উপকূলের জনজীবন। ভয়াবহ ধসের মুখে গঙ্গাসাগরের কপিলমুনি মন্দিরের সমুদ্রতট। রবিবার সকালে জলোচ্ছ্বাসের জেরে সাগরতটের ১ নম্বর থেকে ৫ নম্বর স্নানঘাট পর্যন্ত পূর্ত দফতরের তৈরি কংক্রিটের রাস্তা একেবারে ভেঙে গিয়েছে। ধসে সমুদ্রে তলিয়ে গিয়েছে তা। সাগর ব্লক প্রশাসন তটে মাইকিং চালাচ্ছে সকাল থেকে। ৬ নম্বর ঘাটে স্নান করতে যেতে বলছে তারা। রাত থেকেই প্রবল জলোচ্ছ্বাস। দফায় দফায় বৃষ্টি আর ঝোড়ো হাওয়ায় উথাল পাতাল সাগরের বুক। আর প্রকৃতির রুদ্ররূপে কপাল শুধু সাগরের পাড়ই ভাঙছে না, কপাল পুড়ছে এখানকার মানুষেরও। বহু অস্থায়ী দোকান ভেঙে পড়েছে। উড়েছে দোকানের চাল, জিনিসপত্র

উড়ে গিয়েছে জলে। ছাদের টিন মাথায় তুলে নিয়ে চলেছেন দোকানিরা। সকাল থেকে দ্রুত গতিতে সাগরতট ভাঙা শুরু হয়েছে। সমুদ্রতটে থাকা বিদ্যুতের খুঁটি, গাছ, অস্থায়ী দোকান তলিয়ে গিয়েছে। দোকানদারদের দ্রুত সরিয়ে দিচ্ছে পুলিশ। আতঙ্কিত সাগরের ব্যবসায়ী থেকে পুণ্যার্থীরা। ইতিমধ্যে সাগর ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে ১ থেকে ৫ নম্বর স্নানঘাট পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কোনও পুণ্যার্থীকেও নামতে দেওয়া হচ্ছে না। এদিকে এই ভাঙন নিয়ে ক্ষুব্ধ ক্ষতিগ্রস্তরা। তাঁরা বলছেন, সরকারি অবহেলায় এই ভাঙন রোখা যাচ্ছে না। স্থানীয় বাসিন্দা কল্পনা পড্যা ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, ''আমাদের আর কে দেখবে। প্রতি বছর যে এভাবে ভাঙছে কোনও পরিকল্পনা নেই। শুধু বলে আমাদের ভোট দাও। ২ নম্বর রাস্তা ভেসে গিয়েছে। আমরা যে কিছু চাইব আমাদের আছেটা কী? দেখার মতো ক্ষমতা নেই যাদের তাদের কাছে আর কী চাইব?'' স্থানীয় পঞ্চায়েতের উপপ্রধান তথা তৃণমূল নেতা হরিপদ মণ্ডল মানছেন এভাবে সাগরের তট ভাঙতে থাকলে বড় বিপদ আসবে। তিনি বলেন, ''মাস্টার প্ল্যান ছাড়া আর কোনও উপায় নেই। দিঘার মতো করে সরকারকে এটাও আটকাতে হবে। এভাবে চললে তো কপিল ভগবানের যে কাহিনী তা প্রায় অবলুপ্তির পথে চলে যাচ্ছে।'' এরপরই হরিপদর সংযোজন, ''রাজ্য চেষ্টা করছে। কিন্তু প্রচুর অর্থের দরকার। রাজ্যের পক্ষে তো তা সম্ভব না।''

সাতসকালে বাঁকুড়ায় ভয়াবহ দৃশ্য
অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির দেহ খুবলে খুবলে খাচ্ছে শুয়োরের দল

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২১ জুলাইঃ সাত সকালেই ভয়াবহ দৃশ্যের সাক্ষী থাকল বাঁকুড়া। সকালেই দেখা যায় বাঁকুড়া রানিগঞ্জ ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে পড়ে রয়েছে অজ্ঞাতপরিচয় এক ব্যাক্তির দেহ। আর সেই দেহ খুবলে খাচ্ছে একাধিক শুয়োর। ঘটনার কথা জানাজানি হতেই দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহটি উদ্ধার করে বাঁকুড়া সদর থানার পুলিশ। ময়নাতদন্তের জন্য দেহ পাঠানো হয় বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে। বাঁকুড়া শহরের কেরানিবাঁধ এলাকায় শুকরের উৎপাত নতুন নয়। এর আগে শুয়োরের কামড়ে স্থানীয় এক বৃদ্ধার মৃত্যুর খবর মিলেছিল। ক্ষোভ বাড়ে এলাকায়। পুরসভার তরফে এলাকার শুয়োরের অবাধ বিচরণ নিয়ন্ত্রণের আশ্বাসও দেওয়া হয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, আশ্বাস মিললেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। তারই ফের প্রমাণ মিলল এদিন সকালে। এদিন সাতসকালে কেরানিবাঁধ বাইপাস সংলগ্ন বাঁকুড়া রানিগঞ্জ ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে ওই অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির দেহকে খুবলে খেতে দেখা গেল একদল শুয়োর। স্থানীয়রাই শুয়োর তাড়িয়ে পুলিশে খবর দেন। পরে বাঁকুড়া সদর থানার পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে দেহটি উদ্ধার করে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে পাঠায়। শুয়োরের হানায় ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে নাকি অন্য কোনও কারণে, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে এলাকার লোকজনকে। তবে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট সামনে এলে বিষয়ে অনেকটাই ধোঁয়াশা কাটবে বলে মনে করা হচ্ছে।

২১ জুলাইয়ের মঞ্চ থেকে বাংলাদেশকে পশ্চিম বাংলাদেশ বানানোর ডাক দিয়েছেন মমতাঃ বিজেপি

দুরন্ত বার্তা, বিষ্ণুপুর, ২১ জুলাইঃ অশান্ত বাংলাদেশ থেকে কোনও উদ্বাস্তু এলে তাকে আশ্রয় দেবে পশ্চিমবঙ্গ। রবিবার ২১ জুলাইয়ের মঞ্চ থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই ঘোষণার তীব্র বিরোধিতা করল বিজেপি। বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ বলেন, ''একথা বলে, পশ্চিমবঙ্গকে পশ্চিমবঙ্গকে পশ্চিম বাংলাদেশ বানানোর ডাক দিয়েছেন মমতা।'' এমনকী সীমান্তে নিরাপত্তা আরও কড়া করতে এদিনই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহকে চিঠি লিখবেন বলে জানিয়েছেন সৌমিত্র খাঁ। এদিন সংবাদমাধ্যমকে সৌমিত্র বলেন, ''আমি প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ করব, অবিলম্বে বিএসএফকে সতর্ক করা হোক। কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সতর্ক করা হোক। যাতে একটাও রোহিঙ্গা ঢুকতে না পারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রোহিঙ্গাদের নিয়ে এসে গ্রেটার বাংলাদেশ তৈরি করবেন, ২১ জুলাই তিনি এই বার্তা দিলেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য ভারতের গণতন্ত্র প্রশ্নের মুখে পড়বে। ভারতবর্ষ কোনও পান্থশালা নয়, যে কেউ আসবে খাবে আর চলে যাবে। বাংলাদেশের রোহিঙ্গাদের কোনও মতে প্রবেশ করতে আমরা দেব না। সেজন্য আমরা প্রাণ দিতে রাজি আছি। আজই আমি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকে চিঠি লিখব যে অবিলম্বে সীমান্তে পাহারার কড়াকড়ি করা হোক। নইলে ভারতবর্ষের বিপদ।'' রবিবার ২১ জুলাইয়ের সভামঞ্চ থেকে মমতা বলেন, ''বাংলাদেশ নিয়ে কিছু বলব না। ওটা আলাদা দেশ। যা বলবে ভারত সরকার বলবে। তবে আমি এটুকু বলতে পারি, যদি অসহায় মানুষ বাংলার দরজায় কড়া নাড়ে তাহলে আমরা নিশ্চিত ভাবে আশ্রয় দেব। রাষ্ট্রসংঘের একটা নির্দেশ আছে, কেউ যদি শরণার্থী হন, তাহলে তার পাশের এলাকাকে সেই বিষয়টা সম্মান জানাতে হবে। তবে বাংলাদেশ নিয়ে কোনও প্ররোচনায় পা দেবেন না। আমরা যেন কোনও অশান্তি না করি। বাংলাদেশ নিয়ে আমরা যেন কোনও উত্তেজনায় না জড়াই। তবে তাদের প্রতি আমাদে রসহমর্মিতা রয়েছে।''

'অভিজ্ঞতা কম', দিলীপের কথা শুনে সুকান্ত বললেন, 'মায়ের পেট থেকে তো কেউ শিখে আসে না'

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২১ জুলাইঃ আবারও দিলীপ ঘোষের মন্তব্য ঘিরে জোর চর্চা শুরু। বাঁকুড়ায় এক দলীয় কর্মসূচি থেকে দিলীপ ঘোষ বলেন, ''আমরা সংগঠন জানি, আন্দোলন জানি, কিন্তু ভোট করাতে জানি না।'' দিলীপের এ হেন আত্ম সমালোচনার সুর ঘিরে দলের অন্দরেই প্রশ্ন উঠছে। লোকসভা ভোটের পর থেকে দলের নেতা কর্মীদের নিয়ে একের পর এক বোমা ফাটিয়েছেন বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি। রবিবার বিষ্ণুপুরে যদুভট্ট মঞ্চে নির্বাচনের ফলাফল পর্যালোচনার সময়ে দলীয় কর্মীদের অনভিজ্ঞতাকে দায়ী করেন দিলীপ ঘোষ। বলেন, ''গতবার আমাদের লড়াইয়ের কারণেই আমরা ৭৭-এ পৌঁছেছিলাম। ভেবেছিলাম এবার আরও বেশি হবে। কিন্তু হয়নি। তার মানে কোথাও ফাঁক আছে। আমাদের অভিজ্ঞতা কম আছে। আমরা সংগঠন জানি, আন্দোলন জানি, ভোট করাতে জানি না। ভোট কীভাবে করাতে হয় তা শিখতে হবে।'' দিলীপ পরামর্শ দেন, প্রত্যেক নির্বাচন থেকে সঞ্চিত অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে হবে। এ বিষয়ে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, ''বিজেপি নতুন পার্টি। নতুন পার্টি বলতে, আমরা ২০১৭ সাল ২০১৮ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গে লড়াইয়ে আসতে শুরু করেছি। স্বাভাবিকভাবেই মানুষকে

শিখতে সময় লাগে। মায়ের পেট থেকে তো সব শিখে আসে না। আমরা সময়ের সাথে সাথে অনেক কিছু শিখছি।'' যদিও শাসকদল তৃণমূল দিলীপ ঘোষের বক্তব্য নিয়ে রাজনীতি করতে ছাড়েনি। তৃণমূলের মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তীর কথায়, ''গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে জীর্ণ, দীর্ণ একটা দলের নাম বিজেপি। নতুন করে ওদের ফাটল আবার সামনে এল।'' অরূপ মনে করিয়ে দেন, ২০১৯ সালে দিলীপ ঘোষ যখন বিজেপির রাজ্য সভাপতি, সেবার লোকসভা ভোটে গেরুয়া শিবির ১৮টি আসন জেতে বাংলা থেকে। তৃণমূল মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তী বলেন, ''দিলীপ ঘোষ যে ভোট করাতে জানতেন, ২০১৯-এর ফল তা বুঝিয়ে দিচ্ছে। ২০২৪-এ সুকান্ত মজুমদার যতই রাজ্য সভাপতি থাকুন, শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে বিজেপি ভোট করেছে। বিজেপির সকলেই জানেন। আজ দিলীপ ঘোষের বক্তব্যে পরিষ্কার তিনি ভোট করাতে জানতেন, তাই ১৮টি আসন পান ২০১৯-এ। শুভেন্দু অধিকারী জানেন না, তাই এবার এমন ফল।''

ঘরের মধ্যে মৃত মায়ের কোলে মিলল একরত্তি জীবিত শিশু

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ২১ জুলাইঃ আরামবাগ পুরসভার ১৩ নং ওয়ার্ডের এনায়েত পল্লীতে বাড়ির ভিতর জীবিত একরত্তি শিশু কোলে এক গৃহবধুর রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হল। এনিয়ে এলাকায় ব্যাপক শোরগোল পড়ে যায়। ওই গৃহবধূকে খুন করা হয়েছে নাকি অন্য ভাবে মৃত্যু তার সমস্ত টাই খতিয়ে দেখছে পুলিস। রবিবার বিকালে এই ঘটনায় পাড়ার লোকজনও হতবাক হয়ে যায়।

বিজ্ঞপ্তি

আমি শঙ্কর দলুই, পিতা স্বর্গীয় বলাই চন্দ্র দলুই, আমার মাতা শ্রীমতি মঞ্জু রানী দলুই (বর্তমানে মৃত), স্বামী স্বর্গীয় বলাই চন্দ্র দলুই জীবিত থাকাকালীন একটি বিক্রয় কোবালা দলিল যাহার নং ৩২৪৩ / ১৯৭৪, যাহা ১ নং বহির, ৯৬ নং ভল্যুমের ১৭৬- ১৭৮ নং পাতায় লিখিত, এ.ডি.এস.আর. আলিপুর রেজিস্ট্রী অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত দলিলমূলে সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছিলেন। উক্ত দলিলটি আমি হারিয়ে ফেলেছি। যাহার জন্য আমি হরিদেবপুর থানায় ডায়েরি করিয়াছি যাহার জি.ডি.ই নং ৬৯৯ তাং ০৯/০৭ / ২০২৪। এখানে উল্লেখ্য উক্ত দলিলটি কোনো অফিস, ব্যাঙ্ক, ফিনানসিয়াল ইনসটিটিউট অথবা অন্যত্র বন্ধক রাখা হয় নাই বা খরিদাকৃত সম্পত্তিটি কোনো মামলা, মোকদ্দমার বিষয়ভুক্ত নহে।
যদি উক্ত দলিলটি কেহ পাইয়া থাকেন, তাহা হইলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে যোগাযোগ করিয়া ফেরত দিতে অনুরোধ করা হইতেছে। নচেৎ উপরোক্ত অরিজিনাল দলিলটি সর্বত্র বাতিল বলিয়া গন্য হইবে।

বিজ্ঞপ্তিকারীর সহি
নিম্নলিখিত ঠিকানাঃ-
শঙ্কর দলুই
সাকিন- ৮, সূর্যসেন পল্লী, হরিদেবপুর,
পোস্ট ও থানা- হরিদেবপুর
কোলকাতা- ৭০০০৮২।
ফোন নং. - ৯০৩৮০০৫০৮৯

Before the Central Government
Registrar of Companies Kolkata

In the matter of sub-section (3) of Section 13 of Limited Liability Partnership Act, 2008 and rule 17 of the Limited Liability Partnership Rules, 2009

In the matter of the Limited Liability Partnership Act, 2008, Section 13 (3) and in the matter of JKS ESTATES LLP having its registered office at **P-4 Black Burn Lane 3rd Floor, Kolkata, West Bengal, India, 700012**

Notice is hereby given to the General Public that the LLP proposes to make a petition to Registrar of Companies, Kolkata under section 13 (3) of the Limited Liability Partnership Act, 2008 seeking permission to change its Registered office from the state of **"Kolkata"** to the state of **"Maharashtra"**.

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the LLP may deliver or cause to be delivered or send by Registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition supported by an affidavit to the Registrar of Companies, Kolkata within 21(twenty one) days from the date of publication of this notice with a copy to the petitioner LLP at its registered office at the address mentioned above.

For and on behalf of
JKS ESTATES LLP
Name of Applicants:
SD/-
Suresh Gopinath Mhatre
Digvijay Suresh Garje

গুরুপূর্ণিমায় অভিনব গুরু বন্দনা

দুরন্ত বার্তা, অশোকনগর, ২১ জুলাইঃ রবিবার গুরু পূর্ণিমার দিনে অশোকনগর বিদ্যাসাগর বাণীভবন হাইস্কুলে এক অভিনব গুরু পুজোর আয়োজন করা হলো। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেণী থেকে ৩৫ জন ছাত্র ছাত্রী পুজা করলো তাদেরই পিতা-মাতাকে। ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের পিতা মাতার পা ধুয়ে ফুল দিয়ে, প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে বরণ করে তাদের প্রণাম করে। পিতা-মাতা ও প্রাণ ভরে আশীর্বাদ করেন তাদের সন্তানদের। বিদ্যালয়ের তরফ থেকে গুরুদের হাতে তুলে দেওয়া হয় ফল ও মিষ্টির থালা। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ডঃ মনোজ ঘোষ জানালেন ছাত্র ছাত্রীদের কাছে প্রথম গুরু হচ্ছে তাদের পিতা মাতা। যেসব শিশুরা তাদের মা বাবাকে শ্রদ্ধা করতে শিখবে, তারা পরবর্তীতে সকল গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে। এই ভাবনা থেকে বেশ কয়েক বছর ধরে এই বিদ্যালয়ে গুরু পূর্ণিমা উদযাপন করা হয়। রবিবার ছুটির দিন থাকা সত্ত্বেও বিদ্যালয়ের এই অনুষ্ঠানে বহু ছাত্র ছাত্রী ও অভিভাবকরা উপস্থিত ছিলেন।

দুর্গাপুরে শুধু হিন্দি-ইংরেজি চলবে না, বাংলায় লিখতে হবে হোটেলের নাম, দাবিতে বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, পশ্চিম বর্ধমান, ২১ জুলাইঃ হিন্দি আর ইংরেজিতে লেখা রয়েছে হোটেলের নাম। আবার সেই হোটেলে কাজ দেওয়া হচ্ছে বহিরাগতদের। এই অভিযোগ তুলে রবিবার সকালে দুর্গাপুরের গোপাল মাঠের ১৯নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে বেসরকারি হোটেলের সামনে তুমুল বিক্ষোভ দেখাল এলাকাবাসীরা। বিক্ষোভের নেতৃত্ব দেয় ভূমি রক্ষা কমিটির সদস্যরা। দ্রুত হোটেলের নাম বাংলায় লিখতে হবে এবং স্থানীয়দের কাজ দিতে হবে এই দাবি তোলেন ভূমি রক্ষা কমিটির সভাপতি ধ্রুবজ্যোতি মুখোপাধ্যায়। তিনি বলেন, ''এ মাটি বাংলার, এ মাটি গোপালমাঠের। কিন্তু বেসরকারি হোটেলে বড় বড় করে হিন্দি আর ইংরেজিতে হোটেলের নাম লেখা হচ্ছে। অথচ বাংলায় লেখা কোনও ব্যানার বা সাইন বোর্ড থাকছে না। বহিরাগতদের নিয়ে এসে কাজ দেওয়া হচ্ছে হোটেলে দ্রুত হোটেলের নাম বাংলায় লিখতে হবে। মালিকপক্ষকে স্থানীয়দের কাজ দিতে হবে।'' কর্তৃপক্ষের কাছে দু'দফা দাবি জানানো হয়েছে। দ্রুত দাবি মানা না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটবেন এলাকার মানুষ। তাঁদের সঙ্গে দেবে ভূমিরক্ষা কমিটিও। যদিও হোসে কর্তৃপক্ষের দাবি, তাঁদেরহোটেলের কর্মীদের মধ্যে বেশিরভাগ এলাকারই। বিষয়টি নিয়ে তাঁরা খতিয়ে দেখবেন।

OFFICE OF THE PRADHAN
MANKIARY GRAM PANCHAYAT
VILL.+PO.: MANKIARY, DIST.: PURULIA (W.B.)
UNDER ARSHA DEVELOPMENT BLOCK
e-TENDER NOTICE
NIT Memo No.: MGP/NIT-02/2024-2025
dt. 22/07/2024
Encrypted electronic bids are hereby invited by the Pradhan, Mankiary Gram Panchayat through a single stage two part e-procurement system (Part I: Techno-commercial Bid, Part II: Financial Bid) using website https://wbtenders.gov.in/. 1. Date and Time of Download/Sale:from 22/07/2024 10am to 29/07/20245:30pm. 2. Date and Time of Bid Submission: from 22/07/2024 10am to 29/07/2024 5:30pm. 3. Date and time of Bid Opening: 01/08/2024at 12 Noon. The list of schemes & other details will be available in the office notice board of the undersigned as well as abovementioned website.
Sd/- **Pradhan**
Mankiary Gram Panchayat

Office of the
SONAGARA GRAM PANCHAYAT
(Under Raipur Panchayat Samity)
At- Dhenga-Am, P.0 - Matgoda, Dist - Bankura
Notice of e-Tender Application are invited from bonafied contractors or suppliers vide NIT Bearing No.- 004/15th FC/SGP/2024-2025, 005/15th FC/SGP/2024-2025, 006/15th FC/SGP/2024-2025, 007/15' FC/SGP/2024-2025 & 008/1 5th FC/SGP/2024-2025 dated on 19/07/2024. This said tenders may be found at www.wbtender.gov.in. Date of published- 22/07/2024 at 10.30 am. Last date of tender- 29/07/2024 at 01.30 pm. Opening date of tender 31/07/2024 at 2.00 pm. Nature of works: Tube well, submersible, water tank , Protection wall, bathing ghat , building , road side drain , C.C.road, P.C.C. protection wall..
sd/- **Pradhan**
Sonagara Gram Panchayat

NAME CHANGE

I, Sumita Mitra, W/o, Late Keshab Kumar Mitra, R/o Nazrul Islam Sarani, Madhyamgram (M), North 24 Parganas, West Bengal-700129, wrongly spelled as Sumitra Mitra in my pension documents, changed vide affidavit(No. 11568), 1st Class Judicial Magistrate, Sealdah Court on 08.12.2023. Henceforth, Sumita Mitra & Sumitra Mitra is the same and identical person.

বিজ্ঞপ্তি

আমি শ্রীমতি শ্যামা সরদার স্বামী অজয় কুমার ঘোড়ই সোনারপুর রাধাগোবিন্দ পল্লীতে ৮ই ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে ১০২৫১ নং দলিল মূলে জমি ক্রয় করি, দাগ নং ১৯১১ খতিয়ান নং ৪৩৫৭ উক্ত জমি জমির পাওয়ার হোল্ডার শ্রীমতি অর্চনা লোধ পাওয়ার নং ৯৯৬৪ সাল ২০২২ যার কেস নং ২১৮৮/২৪ I কারোর আপত্তি থাকলে সোনারপুর B.L.& L.R.O অফিসে যোগাযোগ করুন।

মমতাকে আটকাতে লড়াকু নেত্রী খুঁজছে বিজেপি, রাজ্য সভাপতি পদে আরএসএস কাকে চায়?

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

বিজেপির রাজ্য সভাপতি কে হবেন? এই প্রশ্নটা ঘুরছে বিজেপির অন্দরে। এবারের লোকসভা ভোটে বঙ্গ বিজেপি কার্যত ডাহা ফেল করেছে। সেক্ষেত্রে সামনেই ২০২৬ সালের মতো বড় ইভেন্ট। সেখানে লড়তে গেলে সংগঠনকে আরও মজবুত করতে হবে। কিন্তু কার হাতে দায়িত্ব দিলে ঠিকঠাক হবে? সেই প্রশ্ন ক্রমেই উঠতে শুরু করেছে। আসলে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার কিছুদিন আগেই কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পেয়েছেন। সেক্ষেত্রে নতুন কাউকে দলের রাজ্য সভাপতি করতে হবে। কিন্তু তিনি কে? কেন এত দেরি হচ্ছে? আসল সমস্যাটা ঠিক কোনখানে? সূত্রের খবর, আসলে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, বিজেপির রাজ্য সভাপতি কে হবেন সেটা অনেকটাই নির্ভর করে আরএসএসের উপর। আরএসএসের প্রতি নিষ্ঠাবান এমন মানুষকেই বিজেপির রাজ্য সভাপতি করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু তিনি যখন বিজেপির রাজ্য সভাপতি হবেন তখন বিজেপিরও একটা

মতামত থাকে। আর মূল সমস্যাটা হয়েছে এখানেই। রাজ্য সভাপতির মুখ নিয়ে বিজেপি ও আরএসএসের মধ্যে মতের অমিল হচ্ছে। কিছুতেই দুপক্ষের মত মিলছে না। আর এর জেরেই আটকে রয়েছে রাজ্য সভাপতি নিয়োগের কাজ থমকে গিয়েছে। তবে এখানে বিভিন্ন মহলের তরফে একটি বিষয় নিয়ে নতুন করে চর্চা হচ্ছে। সেখানে যেটা মূলত দেখা যাচ্ছে আচমকাই শুভেন্দু অধিকারী উগ্র হিন্দুত্ববাদের দিকে ঝুঁকেছেন। তবে কি আরএসেসের মন পাওয়ার জন্যই কি এই পথ নিয়েছেন শুভেন্দু? এদিকে সূত্রের খবর, বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের মত, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো শক্তিশালী নেত্রীকে কোণঠাসা করতে শক্তিশালী লড়াকু নারী মুখ খোঁজা হচ্ছে। সেক্ষেত্রে ভোটের আগে থেকেই অগ্নিমিত্রা পালের নাম নিয়ে সাময়িক কিছু আলোচনা হয়েছিল। কিন্তু ভোটের ধরাশায়ী হওয়ার পরে ফের নতুন নাম নিয়ে আলোচনা চলছে। কিন্তু মমতার সঙ্গে লড়তে পারবে এমন মহিলা মুখ কোথায়? তবে আরএসএসের মতের সঙ্গে মিলছে না বিজেপির মত। আরএসএস চাইছে তাদের পছন্দের মানুষকে এই পদে বসাতে। এর আগে দিলীপ ঘোষ ছিল সঙ্ঘ ঘনিষ্ঠ। সুকান্ত মজুমদার আরএসএসের পছন্দের মানুষ। এসবের নিরিখে রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য, বাঁকুড়া সাংগঠনিক জেলার প্রাক্তন সভাপতি বিবেকানন্দ পাত্র ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নেতা সচিন সিংহের নাম একাধিক বৈঠকে উঠে এসেছে। সেই সঙ্গেই জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো, জগন্নাথ সরকার ও প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী দেবশ্রী চৌধুরীর নামও রয়েছে চর্চায়। তবে এখনও শীলমোহর পরেনি কোনও নামে।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Electrical)/LTG/Z-IV/BR-X, KMC invites tender online, two part Bid system for the following work :-
NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/45/24-25
Name of work : **Supply & delivery of Led fittings at Golf Green, Bijoygarh and other areas in Ward No.95, Br.-X.** Estimated Amount : **Rs.2,48,971.00.** Earnest Money : **Rs.5,000.00.** Period of Completion : **15 days.** Last Date and time of Completion of Bid : **30.07.2024 upto 12 noon.** The Bid form and other details are available on and from **19.07.2024 from 2 p.m.** The website **https://etender.wb.nic.in**

The E.E. (E)/KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works :-
1. NIT No. : KMC/ELY/ESTM-31/24-25
Name of work : **Supply and installation of water cooler cum purifier at Dist-IV garage under KMC.** Estimated Amount : **Rs.1,30,795.00.** Earnest Money : **Rs.2,620.00.** Period of Completion : **07 days.**
2. NIT No. : KMC/ELECT/ELY/ESTM-29/24-25 (1st Call)
Name of work : **Replacement of One no. of used VCB kept at Goragacha Asphaltum and installing the same by replacing the old OCB at Dist-I garage under KMC.** Estimated Amount : **Open.** Earnest Money : **Rs.5,500.00.** Period of Completion : **14 days.** Last Date and Time of submission of Bid : **30.07.2024 at 4 p.m. (for Sl.No.1 & 2).** The Bid forms and other detail are available on and from **23.07.2024 at 4 p.m. (for Sl.No.1 & 2)** from the website **https://wbtenders.gov.in (for Sl.No.1 & 2).**

The Ex. Eng.(E)/Ltg/Z-II, KMC invites tender online percentage rate two bid systems for following work :-
NIT No. : KMC/LTG/Z2/UPHC/BR6/24-25
Name of work : **Operation & maintenance of electrical distribution network for all KMC Ward Health Units (UPHC) under Br-VI, KMC.** Estimated Amount (Incl. GST, CESS & Contingency) : **Rs.3,36,888.00.** Earnest Money : **Rs.7,000.00.** Period of Completion : **365 days.** Bid submission starting date and time : **29.07.2024 from 11 a.m.** Last date and Time of submission of Bid : **14.08.2024 upto 11 a.m.** Bid opening date for techncial proposal : **16.08.2024 at 11 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **29.07.2024 after 11 a.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The Executive Engineer (Electrical)/Ltg/Z-III/VII, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for following work :-
NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/119
Name of work : **Repairing of street lighting system at 5 No. Motijheel Lane and surrounding area in Ward No.56, Br.-VII.** Estimated Amount : **Rs.2,80,001.29.** Earnest Money : **Rs.5,700.00.** Period of Completion : **30 days.** Last Date and Time of submission of Bid : **29.07.2024 at 12.30 p.m.** Bid opening date for Technical Proposals : **30.07.2024 at 12.30 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **19.07.2024 at 6 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Dy. C.E (SWM-I), KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works :-
1. NIT No. : SWM-I/C-II/M/02/XIII/122/24-25
Name of work : **Repairing of temporary storage point at O.A.K Sarani (Basusree Bagan) in Ward No.122, Br.-XIII under SWM-I Department.** Estimated Amount : **Rs.2,31,555.00.** Earnest Money : **Rs.5,000.00.**
2. NIT No. : SWM-I/C-II/M/05/XIII/120/24-25
Name of work : **Repairing floor, wall and shed of temporary MSW storage point at James Long Sarani opposite to Sree Sangha Club in Ward No.120 under Br-XIII.** Estimated Amount : **Rs.1,81,169.00.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.** Completion Time : **20 Days (for Sl.No.1&2).** Price of tender : **Nil (for Sl.No.1 & 2).** Bid submission start (online) date : **23.07.2024 at 1 p.m. (for Sl.No.1 & 2).** Last date and time of Bid submission (online) : **29.07.2024 at 1 p.m. (for Sl.No.1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **20.07.2024 at 1 p.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in (for Sl.No.1 & 2).**

The E.E (WS) BPS, KMC invites tender online percentage two bid system for the following work :-
NIT No. : KMC/WS/KBPS/24-25/02/1st Call
Name of work : **Supply delivery and installation of actuator including with 700 MM Dia delivery pipe shortpiece with 300 MM washout sluice valve for HT Pump No.2 at Kalighat B.P.S.** Estimated Amount : **Rs.4,51,880.55.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.** Period of Completion : **7 days.** Last date of Submission of Bid : **03.08.2024 at 2 p.m.** Tender will be opened on : **06.08.2024 at 2 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **24.07.2024 at 2 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Dy. C.E. (E)/WS/IGWTP, KMC invites e-tender for the following work :-
NIeT No. : KMC/IGWTP/058/24-25, DT-15/07/2024
Name of work : **Repairing of power feeding network in allied with the power line utilities of Clarifier Bridge No-6 under 60 MGD WTP, IGWTP.** Estimated Amount (including GST & LWC) : **Rs.2,79,033.00.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Time of Completion : **30 days.** Cost of Tender & Tender Documents : **NIL.** Last Date & Time of Online Submission of Tender : **12.08.2024 upto 1 p.m.** For full and further details, please visit the website **https://www.etender.wb.nic.in.** Please keep watching on the above website for all further Addendum/Corrigendum, Pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website only. KMC reserves the right to accept/reject any/all tenders without showing any reason.

Corrigendum

Tender Notice published in this Newspaper on **13/07/2024 (Key No.218/24-25) of SWM-I Department.** Tender invities Dy.C.E.(SWM-I) Sl.No.8 and 9 NIT No. will be read as **(Sl.No.8) SWM-I/C-II/M/03/XI/113/24-25** instead of KMC/SWM-I/C-II/M/03/XI/113/24-25 and Sl.No.9 will be read as **NIT No. SWM-I/C-II/M/04/XII/102/24-25** instead of KMC/SWM-I/C-II/M/04/XII/102/24-25.

259 / 24-25

ফ্যাশন- রূপচর্চা

শরীর ঠান্ডা রাখতে, ত্বককে ফাঙ্গাসের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে ব্যবহার করছেন পাউডার!

এই গরমে ঘামাচি প্রতিরোধে পাউডার আমাদের নিত্যদিনের সঙ্গী। দেশের বাজারে ট্যালকম পাউডার আসার পর থেকেই মানুষ এটি ব্যবহার করছে বিভিন্নভাবে। শরীর ঠান্ডা রাখতে, ত্বক ফাঙ্গাসের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার পাশাপাশি সুগন্ধি হিসেবেও ব্যবহার করা হচ্ছে পাউডার। তবে অতিরিক্ত পাউডারের ব্যবহার এবং সময় বুঝে ব্যবহার না করলে পাউডারে উপকারের চেয়ে অপকারই বেশি হতে পারে বলে জানান বিশেষজ্ঞরা। প্রচণ্ড গরম থেকে কিছুটা স্বস্তি পেতে আমরা পাউডার ব্যবহার করে থাকি। দেশের বাজারে এখন বিভিন্ন ধরনের পাউডার পাওয়া গেলেও মূলত ট্যালকম ও ডিওডোরেন্ট পাউডার বেশি দেখতে পাওয়া যায়। ট্যালকম পাউডার, যা মূলত ঘাম প্রতিরোধে ব্যবহার করা হয়। অন্যদিকে ডিওডোরেন্ট পাউডার পারফিউমের কাজ করে থাকে। তবে অনেকের মনে সন্দেহ থাকে যে ডিওডোরেন্ট পাউডার ব্যবহারে হয়তো ট্যালকম

পাউডারের মতো উপকার পাওয়া যায় না। এ ধারণা ভুল প্রমাণ করে এক মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চর্মরোগ বিভাগের অধ্যাপক। তিনি বলেন, 'এ দুই ধরনের পাউডারের মধ্যে পার্থক্য একটাই, ডিওডোরেন্ট পাউডারে অতিরিক্ত কিছু সুগন্ধি ব্যবহার করা হয়। এ ছাড়া মূল উপাদান একই থাকে। তবে কোনো কোনো ডিওডোরেন্ট পাউডার ব্যবহারে অনেক সময় চুলকানি হতে পারে। যে পাউডার আপনার ত্বকের চুলকানির কারণ হতে পারে, তা ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকা ভালো।' পাউডার ব্যবহারের তিনটি প্রয়োজনীয়তার কথা, প্রথমত, আমরা পাউডার ব্যবহার করে থাকি ঘাম থেকে বাঁচতে। কারণ, ঘাম থেকে অনেক সময় শরীরে ঘামাচি দেখা দেয়। দ্বিতীয়ত, শরীরের বিভিন্ন জায়গার ঘর্ষণ কমাতে আমরা পাউডার ব্যবহার করে থাকি এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, আরামদায়ক অনুভূতির জন্য আমরা বিভিন্ন রকম পাউডার ব্যবহার করে থাকি।

বড়দের জন্য ব্যবহৃত পাউডার শিশুদের হিতে বিপরীত হতে পারে। শিশুদের জন্য বেবি পাউডারগুলো ব্যবহার করা উত্তম। পাউডার নিয়ে অনেক আলোচনা হলো। তবে পাউডার ব্যবহারের নিয়ম কি আমরা জানি?অনেক সময় আমরা শরীরে ঘাম থাকা অবস্থায় পাউডার ব্যবহার করে থাকি, আবার কখনো গোসলের পরপরই পাউডার ব্যবহার করি। তবে গোসল শেষে শরীর শুকানোর পর পাউডার ব্যবহার করতে হবে। প্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্ত কোনো কিছুই ভালো নয়। অতিরিক্ত পাউডার ব্যবহার করলে শরীরে অ্যালার্জির সমস্যা দেখা দিতে পারে। তাই পাউডার সম্পর্কে জেনে তা ব্যবহারের উপদেশ দিলেন এই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক।

খুব সহজে ঘরেই বানাতে পারেন চুলের কন্ডিশনার

মধু ও জলপাই তেলের মিশ্রণ

চুল পড়ার বেলায় খুশকি অন্যতম সমস্যা। তাই খুশকি দূর করতে পারলে চুল পড়া অনেকাংশে কমে যাবে। মধুতে থাকে ভিটামিন বি১, বি২, বি৩, বি৫, বি৬, আয়োডিন, জিংক, কপার, অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল ও অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল উপাদান। আর জলপাই তেলে থাকে ভিটামিন এ, ই এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট। এসব উপাদানের কারণে চুল ফিরে পায় প্রাণ। তাই এই দুটি উপাদান দিয়ে বানানো মিশ্রণ আপনার চুল করবে নরম ও পুষ্ট। এ ছাড়া খুশকি প্রতিরোধ করবে এবং চুল পড়া বন্ধ করবে।

ডিম ও জলপাই তেলের মিশ্রণ

ডিম ও জলপাই তেল দিয়েও কন্ডিশনার তৈরি করা যায়। প্রোটিনের অভাবে চুল হয় ক্ষতিগ্রস্ত ও চুলও বাড়ে না। চুলের প্রোটিনের অভাব দূর করে ডিম। ডিমে থাকা প্রোটিন চুল মজবুত ও বড় করতে সাহায্য করে। আর ডিমের সঙ্গে জলপাই তেলের মিশ্রণ চুলকে করে স্বাস্থ্যকর ও চকচকে। পাশাপাশি খুশকিও দূর করবে।

বেকিং সোডা

অনেক সময় মাথার ত্বকে ময়লা জমে ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাকের সংক্রমণ দেখা দেয়। বেকিং সোডা এসব দূর করতে সহায়তা করে। এর ফলে চুল হয় শক্তিশালী।

নারকেল তেলের কন্ডিশনার

নারকেল তেলে ৬ শতাংশ মনোস্যাচুরেটেড এবং ২ শতাংশ পলিআনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে। এই ফ্যাটি অ্যাসিড আমাদের ভঙ্গুর চুলকে মজবুত করে। এ ছাড়া নারকেল তেলে ভিটামিন ই, কে ও আয়রন থাকে। আরও থাকে অ্যান্টিফাঙ্গাল ও অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল উপাদান। এসব উপাদান খুশকি দূর করার পাশাপাশি চুল পড়া বন্ধ করে। তাই নারকেল তেল ব্যবহার করলে আপনার চুল সুস্থ ও চকচকে হবে।

কলার মাস্ক

কলা ভরপুর পটাশিয়াম, কার্বোহাইড্রেট ও ভিটামিনে। এসব উপাদান চুলকে করে কোমল। চুলের আগা ফেটে যাওয়া এবং ভঙ্গুরতাও রোধ করে। কলায় থাকে সিলিকা, যা চুল পড়া কমায় এবং চকচকে ও কোমল করে। কলার সঙ্গে খানিকটা জলপাই তেল যোগ করে একটি মিশ্রণ তৈরি করতে পারেন। এটি খুশকি দূর করবে।

শিয়া বাটার কন্ডিশনার

আফ্রিকান শিয়াগাছের ফল থেকে পাওয়া যায় চর্বি। এই চর্বি থেকেই আসে শিয়া বাটার। শিয়া ভিটামিন সি-সমৃদ্ধ এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্টে ভরপুর। এর ফ্যাটি অ্যাসিড এবং তেল চুলকে করে শক্তিশালী এবং খুশকি দূর করে।

অ্যাপল সিডার ভিনেগার

আপেল সিডার ভিনেগার ভিটামিন, খনিজ ও অ্যাসেটিক অ্যাসিডসমৃদ্ধ। এসব উপাদান চুলের বৃদ্ধিতে সহায়ক। তাই কন্ডিশনার হিসেবে অ্যাপল সিডার ভিনেগার ব্যবহার করতে পারেন। এর অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল খুশকির সমস্যা দূর করে।

চুলের পাশাপাশি মাথার ত্বকের কিছু সমস্যাও দূর করতে পারে এটি। জলেতে অ্যাপল সিডার ভিনেগার পরিমাণমতো মিশিয়ে নিন। তারপর ভালো করে লাগিয়ে

নিন চুলের গোড়ায়। ৫-৭ মিনিট রেখে ভালোভাবে ধুয়ে ফেলুন।

নারকেল দুধ ও গোলাপজল

নারকেল দুধ ও গোলাপজলের মিশ্রণ বেশ ভালো ময়েশ্চারাইজার হিসেবে কাজ কেরে। এটি চুলকে সুরক্ষা দেয় এবং মাথার ত্বক থেকে খুশকি দূরে করে।

রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট প্রার্থীর প্রতি পূর্ণ সমর্থন বিরোধীরা

ওয়াশিংটন, ২১ জুলাইঃ আগামী নভেম্বরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। এর আগে সবার চোখ এখন রিপাবলিকান পার্টির জাতীয় সম্মেলনের দিকে। গত সোমবার থেকে উইসকনসিন অঙ্গরাজ্যের মিলওয়াকিতে শুরু হওয়া চার দিনের এ সম্মেলন শেষ হচ্ছে বৃহস্পতিবার। এ সম্মেলন থেকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অংশ নিতে দলীয় মনোনয়ন পেয়েছেন প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ও দলটির নেতা ডোনাল্ড ট্রাম্প। নভেম্বরের নির্বাচনে ট্রাম্পের সম্ভাব্য প্রতিপক্ষ বর্তমান মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডেমোক্র্যাট প্রার্থী জো বাইডেন। তাঁর সঙ্গে লড়াইয়ের আগে রিপাবলিকানদের এ সম্মেলন ঘিরে মার্কিন রাজনীতি কোন দিকে যাচ্ছে, তার আভাস পাওয়া যাচ্ছে। গত শনিবার পেনসিলভানিয়ায় নির্বাচনী সমাবেশে ট্রাম্পকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়। অল্পের জন্য বেঁচে যান তিনি। তবে গুলিতে তাঁর কান ফুটো হয়ে যায়। তারপরও নির্বাচনী প্রচারে ছুটে বেড়াচ্ছেন ট্রাম্প। এ ঘটনার পরই শুরু হওয়া সম্মেলনের প্রথম দুই দিনে ট্রাম্পকে দলীয় মনোনয়ন দেওয়া, তাঁর রানিং মেট হিসেবে জে ডি ভ্যান্সকে বেছে নেওয়ার কাজ শেষ হয়েছে। বুধবার সম্মেলনের মঞ্চে আসেন ট্রাম্পের রানিং মেট ওহাইও অঙ্গরাজ্যের সিনেটর জে ডি ভ্যান্স। একসময় তিনি ছিলেন ট্রাম্পের কট্টর সমালোচক। এখন রিপাবলিকানরা তাঁকেই ট্রাম্পের বিশ্বস্ত হিসেবে দেখছেন। তাঁর কাজ হবে ট্রাম্পের 'মেক আমেরিকা গ্রেট এগেইন' কর্মসূচি এগিয়ে নিতে সমর্থন দেওয়া ও সহযোগিতা করা। তৃতীয় দিন পররাষ্ট্রনীতি ও জাতীয় নিরাপত্তার নানা বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। এবারের রিপাবলিকান পার্টির সম্মেলনে সবার নজর কেড়েছে দলীয় ঐক্য। অথচ সম্মেলনের আগেও দলীয় প্রার্থী কে হবেন, তা নিয়ে ব্যাপক মতপার্থক্য ছিল। দলীয় মনোনয়নের লড়াইয়ে ট্রাম্পের বিরোধিতা করেছিলেন অনেকেই। কিন্তু সম্মেলনে সবাই এক ছাতার নিচে এসেছেন। একসময় ডোনাল্ড ট্রাম্পের তীব্র সমালোচনা করলেও এখন রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট প্রার্থীর প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন প্রাথমিক বাছাইয়ে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী নিকি হ্যালি ও রন ডিস্যান্টিস। দেশবাসীর প্রতি ট্রাম্পকে সমর্থন ও ভোট দেওয়ার আহ্বানও জানিয়েছেন তাঁরা।

Name Change

I, Mohammad Balal S/o. Kalimuddin R/o. 183, Deshpran Sashmal Road, P.O. + P.S. - Tollygunge, Dist. - Kolkata, Pin- 700033 shall henceforth be known as Md Bilal Ansari. I declare that Md Bilal Ansari and Mohammad Balal is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 20-07-2024.

Name Change

I, Dilip Rakshit S/o. Narendranath Rakshit R/o. Rabindra Place, Kazipara, P.O. + P.S. - Barasat, 24 Pgs. (N), Pin- 700124 shall henceforth be known as Dilip Kumar Rakshit. I declare that Dilip Kumar Rakshit and Dilip Rakshit is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate, Barasat on 11-06-2024.

Name Change

I, Nirav D Sanghavi S/o. Dilip Chandrakant Sanghavi R/o. 19/C, Paddapukur Road, Flat-4B, Girnar, 4th floor, P.O. - L.R. Sarani, P.S. - Bhownipur, Kolkata-700020 shall henceforth be known as Nirav Dilip Sanghavi. I declare that Nirav Dilip Sanghavi and Nirav D Sanghavi is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 20-07-2024.

Name Change

I, Richa Sanghavi W/o. Nirav Dilip Sanghavi R/o. 19/C, Paddapukur Road, Flat-4B, Girnar, 4th floor, P.O. - L.R. Sarani, P.S. - Bhownipur, Kolkata-700020 shall henceforth be known as Richa Nirav Sanghavi. I declare that Richa Nirav Sanghavi and Richa Sanghavi is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 20-07-2024.

Name Change

I, Nirav Sanghavi S/o. Dilip Chandrakant Sanghavi R/o. 19/C, Paddapukur Road, Flat-4B, Girnar, 4th floor, P.O. - L.R. Sarani, P.S. - Bhownipur, Kolkata-700020 shall henceforth be known as Nirav Dilip Sanghavi. I declare that Nirav Dilip Sanghavi and Nirav Sanghavi is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 20-07-2024.

নাম পরিবর্তন

আমি, Anita Banerjee (পুরাতন নাম) স্বামী Khwaja Tahir Hussain, ঠিকানা- 59C, Golam Jilani Khan Road, P.O. & P.S.- Tiljala, Kolkata- 700039, West Bengal, India, কলকাতায় Ld. Metropolitan Magistrate 1st Class, Dated 07.03.2020 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Tahira Begum (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Tahira Begum (নতুন নাম) এবং Anita Banerjee (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, Tarit Kumar Banerjee (পুরাতন নাম) পিতা Late Sunit Kumar Banerjee, ঠিকানা-59C, Golam Jilani Khan Road, P.O. & P.S.- Tiljala, Kolkata- 700039, West Bengal, India, কলকাতায় Ld. Metropolitan Magistrate 1st Class, Dated 07.03.2020 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Khwaja Tahir Hussain (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Khwaja Tahir Hussain (নতুন নাম) এবং Tarit Kumar Banerjee (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I,NISHA HEMBROM, RESIDING AT 1/1/45/1, DUMDUM ROAD,SINTHI,PO-COSSIPORE, KOLKATA -700002, THAT MY FATHER GOBINDA HEMBROM, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS GOBIND HEMBROM VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 19/07/2024.THAT GOBINDA HEMBROM AND GOBIND HEMBROM BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Aparna Talukdar (old name) W/O Shankar Paul, residing at 38, ANJANGHAR COLONY, GHUGHUDANGA, NORTH 24 PARGANAS, WEST BENGAL, PIN- 700030, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Aparna Paul (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 19/07/2024. Aparna Paul (new name) and Aparna Talukdar (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Sukanta Adhikary (old name) S/O Late Subhash Adhikari, residing at GHARIBARI, KARMAKAR PARA. BASIRHAT, NORTH 24 PARGANAS, WEST BENGAL, PIN - 743411, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Sukanta Adhikari (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 19/07/2024. Sukanta Adhikari (new name) and Sukanta Adhikary (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Soham Adhikari (old name) S/O Sukanta Adhikari, residing at GHARIBARI, KARMAKAR PARA. BASIRHAT, NORTH 24 PARGANAS, WEST BENGAL, PIN - 743411, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Soham Adhikary (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 19/07/2024. Soham Adhikary (new name) and Soham Adhikari (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Safikul Islam Molla (old name) S/O Md Golam Rahaman Molla, residing at Vill.- Biramnagar Masjid, P.O.- Biramnagar, P.S.- Basirhat, Dist- North 24 Pgs, Pin- 743422, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Md Safikul Islam Molla (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 19/07/2024. Md Safikul Islam Molla (new name) and Safikul Islam Molla (old name) both are same identical person.

Name Change

I SIKHA SAMANTA, D/O GOUR MOHAN ROYCHAUDHURI, R/O KHALORE, BAGNAN, HOWRAH - 711303, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SIKHA ROYCHAUDHURI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 20/07/2024, THAT SIKHA SAMANTA AND SIKHA ROYCHAUDHURI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I MANJU GHOSH, W/O PINTU DEY, R/O 72/3/4, SRI ARABINDO ROAD, SALKIA, HOWRAH-711106, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MANJU DEY,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 18/07/2024,THAT MANJU GHOSH AND MANJU DEY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I KIBRIA MALLICK , S/O RAFIK MALLICK, R/O PASCHIM KUMIRMORA, SEKHPARA O HALDERPARA, PO-KUMIRMORA, PS-CHANDIALA, HOOGHLY RURAL-712704, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KIBRIYA MALLICK, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 19/07/2024, THAT KIBRIA MALLICK AND KIBRIYA MALLICK ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I MOTIER RAHMAN MIDDEY, S/O LATE ERSED ALI MIDDE, R/O KUMIRMORA MOLLAPARA, PO-KUMIRMORA, PS-CHANDIALA, HOOGHLY-712704, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MATIAR RAHAMAN MIDDE, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 18/07/2024, THAT MOTIER RAHMAN MIDDEY AND MATIAR RAHAMAN MIDDE ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SAKILA BEGOM , D/O MOHIUDDIN MALLICK, W/O MATIAR RAHAMAN MIDDE, R/O KUMIRMORA MOLLAPARA, PO-KUMIRMORA, PS-CHANDIALA, HOOGHLY-712704, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BANU SAKILA MIDDE, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 18/07/2024, THAT SAKILA BEGOM AND BANU SAKILA MIDDE ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I KARIM RAHAMAN MIDDEY, S/O MATIAR RAHAMAN MIDDE, R/O KUMIRMORA MOLLAPARA, PO-KUMIRMORA, PS-CHANDIALA, HOOGHLY-712704, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KARIM RAHAMAN MIDDE, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 18/07/2024, THAT KARIM RAHAMAN MIDDEYAND KARIM RAHAMAN MIDDE ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, UTTAM MAJI, SON OF BALARAM MAJI, RESIDING AT DURLABHAPUR, GANGAJALGHATI,BANKURA-722133, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD SADIK,VIDE AN AFFIDAVIT NO-1121, SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT ALIPORE COURT ON 08/02/2023. THAT UTTAM MAJI AND MD SADIK BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

করিমগঞ্জের সুতারকান্দি সীমান্ত দিয়ে স্বদেশে ফিরলেন আরও আট ভারতীয় পড়ুয়া

করিমগঞ্জ , ২১ জুলাই ঃ করিমগঞ্জের সুতারকান্দি-শেওলা বন্দর (বাংলাদেশ) দিয়ে ভারতে ফিরেছেন আরও আটজন ভারতীয় মেডিক্যাল পড়ুয়া। কোটা সংস্কারের দাবিতে হিংসাত্মক আন্দোলনের জেরে বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলা তলানিতে ঠেকেছে। অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি সামাল দিতে নামানো হয়েছে সেনা। নিরাপত্তাহীনতায় ভারতীয় পড়ুয়ারা। ফলস্বরূপ প্রাণ বাঁচাতে দলে দলে নিজের দেশে ফিরে আসছেন তাঁরা।গত চারদিন থেকে দেশে ফেরার জন্য উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ সীমান্ত ব্যবহার করছেন ছাত্রছাত্রী এবং পর্যটকরা। তার মধ্যে ত্রিপুরার সিপাহিজলা জেলার সোনামুড়া শ্রীমন্তপুর, আগরতলার আখাউড়া, অসমের করিমগঞ্জের সুতারকান্দি আন্তর্জাতিক স্থলবন্দর ও বিসর্জনঘাট, মেঘালয়ের ইন্টিগ্রেটেড চেক পোস্ট ডাউকি সীমান্ত। বৃহস্পতি থেকে শনিবার পর্যন্ত ৪৩ জন ছাত্রছাত্রী সিলেট হয়ে সুতারকান্দি-শেওলা বন্দর দিয়ে এবং তিনজন বিসর্জনঘাট দিয়ে করিমগঞ্জে প্রবেশ করেছেন। আজ রবিবার আরও ৮ ভারতীয় পড়ুয়া সুতারকান্দি দিয়ে নিজের দেশে ফিরেছেন।দেশে ফিরে ছাত্ররা জানান, বৃহস্পতিবার থেকে বাংলাদেশে পুরোপুরি ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ফলে পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এর পর তারা সাময়িকভাবে বাংলাদেশ ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেন। জনৈক ছাত্রী বলেন, কোটা-বিরোধী আন্দোলন তীব্র হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কলেজ কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করেন। অধ্যক্ষের সঙ্গে আলোচনা করলে তিনি তাদের স্বদেশে ফিরে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তবে সিলেটে নিযুক্ত ভারতীয় দূতাবাসের পক্ষ থেকে তাদের ঘন ঘন খোঁজ নেওয়া হয়েছিল। গোটা দেশে ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়ার পর টেলিফোন পরিষেবাও মারাত্মকভাবে প্রভাবিত হওয়ায় আর ঝুঁকি নেননি তাঁরা। তাই তড়িঘড়ি দেশে ফেরার সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন।

অনেকে বলেন, ছাত্র আন্দোলন যে এত ভয়ংকর হতে পারে, এই প্রথম তাঁরা নিজেরা এর সাক্ষী হয়েছেন। চোখের সামনে একের পর এক মানুষকে মরতে দেখে আর ঝুঁকি নিতে পারিনি। প্রাণ বাঁচাতে নিজেরাই একজোট হয়ে দেশে ফেরার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

ব্রাউন সুগার সহ দুই নেশা কারবারি ধৃত

আগরতলা, ২১ জুলাই ঃ রাজধানী আগরতলা শহরের ধলেশ্বর সব্যসাচী ক্লাব এলাকায় দুই যুবককে নেশা সামগ্রী সহ ধরেছেন করেছে ভারতীয় জনতা পার্টির যুব সংগঠন যুবমোর্চার কার্যকর্তারা। পরে ধৃত দুই যুবককে কলেজটিলা টাউন আউট পোস্ট পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। বিজেপির বনমালীপুর মণ্ডলের যুবমোর্চার সভাপতি রাজা সাহা জানিয়েছেন, এদিন যুবমোর্চার কার্যকর্তারা ওই এলাকায় বসে আড্ডা দিচ্ছিলেন। তখন হঠাৎ তাঁরা দেখেন দুই যুবক টমটম (ই-রিকশা) নিয়ে এলাকায় এসে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করছে। যুবমোর্চার কার্যকর্তারা ওই দুই যুবককে আটক করেন। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। কথাবার্তায় অসংলগ্নতা পেয়ে তাদের তালাশি চালানো হয়। তাদের হেফাজত থেকে বেশ কয়েকটি ব্রাউন সুগারের কৌটা উদ্ধার করা হয়েছে। পরে যুবমোর্চার কার্যকর্তারা কলেজটিলা টাউন আউটপোস্টের পুলিশকে খবর দেন। পুলিশ গিয়ে ওই দুই যুবককে আটক করে নিয়ে যায়। যুবমোর্চার মণ্ডল সভাপতি রাজা সাহা আহ্বান জানিয়েছেন, যে সমস্ত যুবক নেশা সামগ্রী কেনাবেচার সাথে জড়িয়ে আছে তারা যেন জীবনের মূলস্রোতে ফিরে আসেন। খেলার মাঠে কিংবা সাংস্কৃতিক জগতের সাথে নিজেদের যুক্ত করে একটি সুস্থ জীবনযাপন করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন রাজা সাহা।

৩৩ শ্রমিক উদ্ধার

রোম, ২১ জুলাইঃ উত্তর ইতালির একটি খামার থেকে ৩৩ শ্রমিককে উদ্ধার করা হয়েছে। সেখানে তাঁদের দাসের মতো কাজ করানো হতো। তাঁদের সবাই ভারতের নাগরিক। স্থানীয় পুলিশ এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। পুলিশ বলছে, চাকরির লোভ ও সুন্দর ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখিয়ে ওই ৩৩ জনকে ইতালিতে নিয়ে আসেন দুই ভারতীয় গ্যাংমাস্টার। খুব সামান্য মজুরিতে সপ্তাহে ৭ দিন ১০ ঘণ্টার বেশি কাজ করতে বাধ্য করা হতো তাঁদের। ইতালির পুলিশ ওই দুই গ্যাংমাস্টারকে প্রায় ৫ লাখ ৪৫ হাজার ৩০০ ডলারসহ গ্রেপ্তার করেছে।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের কাটিহার ও অমৃতসরের মধ্যে সাপ্তাহিক স্পেশাল ট্রেন পরিষেবা

মালিগাঁও, ২১ জুলাইঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (এনএফআর)র পক্ষ থেকে বিদ্যমান গ্রীষ্মের ভিড়ের সময় যাত্রীদের সুবিধার জন্য, যাত্রীর বর্ধিত চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে আরও এক জোড়া সাপ্তাহিক স্পেশাল ট্রেন চালানোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ট্রেনটি সাপ্তাহিক ভিত্তিতে উভয় দিকে চারটি করে ট্রিপের জন্য কাটিহার ও অমৃতসরের মধ্যে চলাচল করবে। এই এক্সপ্রেস ট্রেনগুলি বিহার এবং ভারতের উত্তর অংশের মধ্যে রেল পরিষেবা উন্নত করবে এবং ছাত্র-ছাত্রী ও শ্রমিকদের উপকার করার পাশাপাশি বাণিজ্য ও অন্যান্য অর্থনৈতিক কার্যকলাপকে উৎসাহিত করবে। এই ট্রেনগুলির নিয়মিত পরিষেবা নিম্নলিখিত বিবরণ অনুযায়ী চলবে। ট্রেন নং. ০৫৭৩৪ (কাটিহার - অমৃতসর) স্পেশাল ২৫ জুলাই থেকে ১৫

আগস্ট, ২০২৪ পর্যন্ত প্রত্যেক বৃহস্পতিবার কাটিহার থেকে ১১ঃ ৪০ ঘন্টায় রওনা দিয়ে শনিবার ০০ঃ১০ ঘন্টায় অমৃতসর পৌঁছাবে। ফেরত যাত্রার সময়, ট্রেন নং. ০৫৭৩৩ (অমৃতসর - কাটিহার) স্পেশাল ২৭ জুলাই থেকে ১৭ আগস্ট, ২০২৪ পর্যন্ত প্রত্যেক শনিবার অমৃতসর থেকে ০৪ঃ২৫ ঘন্টায় রওনা দিয়ে রবিবার ১৫ঃ০০ ঘন্টায় কাটিহার পৌঁছাবে। ট্রেনটি উভয় দিকে নউগাছিয়া, মুজফ্‌ফরপুর, নারকটিয়াগঞ্জ, গোরখপুর জং., গোন্ডা জং., কানপুর সেন্ট্রাল, ওল্ড দিল্লী জং., চন্ডীগড় জং. জালন্ধর সিটী জং. ইত্যাদি স্টেশন হয়ে চলাচল করবে। ট্রেনে যাত্রীদের জন্য দুটি এসি-৩ টিয়ার, চৌদ্দটি শ্লিপার ক্লাস ও চারটি জেনারেল সেকেন্ড ক্লাস কোচ থাকবে।

উক্ত রুটে চলাচল করা অন্যান্য ট্রেনের ওয়েটিং লিস্টের যাত্রীরা এই গরমের সময় স্বাচ্ছন্দ্যে ভ্রমণের জন্য এই সামার স্পেশাল ট্রেনগুলির সুযোগ নিতে পারবেন। এই স্পেশাল ট্রেনের স্টপেজ ও সময়সূচির বিশদ বিবরণ আইআরসিটিসি ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে এবং বিভিন্ন সংবাদপত্র ও উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সোসিয়াল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মেও অধিসূচিত করা হয়েছে। যাত্রার করার পূর্বে বিশদ বিবরণগুলি দেখে নেওয়ার জন্য যাত্রীদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

চালু হয়েছে পোষা প্রাণীদের জন্য কিন্ডারগার্টেন

বেজিং, ২১ জুলাইঃ বাসায় পোষা প্রাণী আছে। ব্যস্ত শহুরে জীবনে কাজে গেলে প্রিয় পোষা প্রাণীটিকে দেখাশোনা কে করবে, কোথায় বা কার কাছে রেখে যাওয়া হবে, এসব নিয়ে চিন্তায় কপালে ভাঁজ পড়ছে। সহজ সমাধান মিলেছে চীনে। চালু হয়েছে পোষা প্রাণীদের জন্য কিন্ডারগার্টেন। শুধু কিন্ডারগার্টেন নয়, একে পোষা প্রাণীদের দিবা যত্নকেন্দ্রও বলা যেতে পারে। প্রিয় প্রাণীকে সেখানে রেখে কাজে যান মালিকেরা। সেখানেই প্রাণীদের দেখাশোনা করা হয়। খাওয়ানো ও খেলাধুলা করানো হয়। প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়। শহুরে জীবনে দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে উঠছে এই সেবা। চীনজুড়ে একের পর এক এমন কিন্ডারগার্টেন গড়ে উঠছে।

চীনের রাজধানী বেইজিংয়ে এমন একটি কিন্ডারগার্টেনে পোষা প্রাণীদের হ্যান্ডশেক বা করমর্দন করা, দরজা বন্ধ করা, দড়িতে লাফ দেওয়া, বেল বাজানো, মাথা

ঝাঁকানো, অন্য প্রাণীর সঙ্গে যোগাযোগ বাড়ানোর মতো বিষয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে। এসব কিন্ডারগার্টেনে পোষা প্রাণীদের স্নান করানোর ব্যবস্থা আছে। স্নান করিয়ে, পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করে তবেই পোষা প্রাণীদের মালিকের সঙ্গে বাড়িতে ফেরত পাঠানো হয়।

পোষা প্রাণীদের যত্ন নেওয়ার জন্য এসব প্রতিষ্ঠানে পূর্ণকালীন কর্মী রয়েছেন। একটি ল্যাব্রাডর প্রজাতির কুকুরের মালিক বলেন, 'এই কিন্ডারগার্টেন আমার কুকুরকে স্নান করিয়ে বাসায় পাঠায়। এ কারণে আমার জীবন অনেক সহজ হয়ে গেছে। কাজের পর বাসায় ফিরে কুকুরের যত্নের পেছনে অনেক বেশি সময় ব্যয় করতে হয় না।' শুধু কি তাই। ওই মালিক আরও বলেন, কিন্ডারগার্টেনে তাঁর পোষা কুকুরটি আরও অনেক কুকুরের সঙ্গে খেলাধুলা করে। এ কারণে তাঁর কুকুরটি বেশ খোশমেজাজে থাকে। এই সেবা বেশ ব্যয়বহুল। কিছু কিন্ডারগার্টেনে ৪৫ দিনের বিশেষ প্যাকেজ রয়েছে। সেখানে পোষা প্রাণীকে দীর্ঘ সময় রাখা যায়। এ জন্য গুনতে হয় ১ হাজার ৬৫০ ডলার। কিছু কিন্ডারগার্টেন দিবাযত্নের সেবা দিয়ে দৈনিক ৯৫ ডলার ফি নেয়। এ সেবার আওতায় পোষা প্রাণীদের জন্য 'স্কুলবাস' রয়েছে। প্রাণীদের এসব 'স্কুলবাসে' করে মালিকদের বাসা থেকে কিন্ডারগার্টেনে আনা হয়। আবার বাসায় পাঠানো হয়।

ভারতের পরিবার পরিকল্পনার পথে যাত্রা পন্থা নির্বাচন এবং আগামী দিনের সমস্যা

নয়াদিল্লি, ২১ জুলাই ঃ এই বিশ্ব জনসংখ্যা দিবসে (১১ জুলাই), আমরা আলোচনা করবো ভারতের পরিবার৯৯ পরিকল্পনার পথে অভূতপূর্ব যাত্রা নিয়ে। সাফল্য উদযাপনের পাশাপাশি আমরা তাকিয়ে থাকবো সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের দিকে। সেই সঙ্গে আগামীদিনের সমস্যা মোকাবিলায় পুনরায় আমাদের দায়বদ্ধতার কথা জানাবো। ভারতের নেতৃত্ব এবং অগ্রগতি-২০২৪-এর মে মাসে ইউনাইটেড নেশনস ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অন পপুলেশন ডেভলপমেন্ট (আইসিপিডি)-র ৩০তম সম্মেলনে মেনে নেওয়া হয়েছিল ভারত আইসিপিডি-র কর্মসূচিতে দৃঢ় নেতৃত্ব দিয়েছে তাই নয়, উন্নত পরিবার পরিকল্পনা পরিষেবার মাধ্যমে প্রবল অগ্রগতির চিহ্ন রেখেছে এবং নাটকীয় ভাবে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে উন্নতি ঘটিয়েছে, বিশেষ করে মা এবং শিশুদের স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে। জনবিন্যাসের পরিবর্তনের মোকাবিলায়- এই শতাব্দীতে ভারতের মহিলারা চান ছোট পরিবার, গড়ে মাত্র দুটি সন্তান। এই ধারা থেকে বোঝা যায় গত এক দশকে একটি আমূল পরিবর্তন ঘটেছে, যেখানে মহিলাদের অর্ধেকের বেশি (৫৭) তাঁদের প্রজনন কালে (১৫ থেকে ৪৯ বছর) সক্রিয় ভাবে আধুনিক গর্ভনিরোধক ব্যবহার করেছেন। এই গর্ভনিরোধকের ব্যাপক ব্যবহার ভারতে পরিবার পরিকল্পনার কর্মসূচির সাফল্যের নজির। কিন্তু, পরিবার পরিকল্পনা গর্ভনিরোধের থেকে বেশি, এটি নারী, পরিবার এবং সমাজের স্বাস্থ্য এবং সুস্থতার সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। এটি নারী, শিশুকন্যা এবং যুবাদের অধিকার দেওয়ার পাশাপাশি বেছে নেওয়ার সুযোগ করে দেয়। ১০ থেকে ২৪ বছর বয়সী ৩৬ কোটি ৯০ লক্ষ যুবক-যুবতী নিয়ে ভারত জনবিন্যাসে এক রূপান্তরকারী মুহূর্তে অবস্থান করছে, বিকশিত ভারত-এর স্বপ্ন সফল করার লক্ষ্যে। এছাড়া গত কয়েক দশকে এই কর্মসূচির বিবর্তন ঘটেছে উল্লেখযোগ্যভাবে। পরিবার পরিকল্পনার নানা পন্থা-পদ্ধতি গৃহীত হয়েছে, হাসপাতাল থেকে শুরু করে লক্ষ্য পূরণের আর বর্তমানে পরিবার পরিকল্পনা পছন্দ স্বেচ্ছায় বেছে নেওয়ার সুযোগ পর্যন্ত। এই পরিবর্তন নাগরিকদের পরিবর্তিত প্রয়োজনের সঙ্গে সংগতি রেখে নীতি রূপায়ণের প্রমাণ। জাতীয় জনসংখ্যা এবং স্বাস্থ্য নীতিতে জোর দেওয়া হয় পরিবার পরিকল্পনার জন্য প্রয়োজনীয় ঘাটতি মেটানোর ব্যবস্থা করার ওপর। যেমন সেই সব মহিলাদের শতকরা হিসাব করা যাঁরা সন্তান চান না অথবা দেরিতে সন্তান চান, কিন্তু কোনরকম গর্ভনিরোধক ব্যবহার করেন না। এই কর্মসূচি ২০১২-য় একটি ঐতিহাসিক মাইলফলক অর্জন করে রিপ্রোডাকটিভ, মেটার্নাল, নিউবর্ন, চাইল্ড অ্যান্ড অ্যাডোলোসেন্ট হেল্‌থ (আরএমএনসিএইচএ) পন্থার প্রাতিষ্ঠানিকিকরণের মাধ্যমে। সেই সঙ্গে ফ্যামিলি প্ল্যানিং ২০২০ এবং বর্তমানের ফ্যামিলি প্ল্যানিং ২০৩০-র মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা নিয়ে বিশ্বজোড়া সক্রিয়তার জন্য। এতে ক্রমশ জোর দেওয়া হয়েছে সচেতনতা বাড়াতে, সামাজিক সংযোগ লালনে, তথ্য এবং পরিষেবা প্রাপ্তির সুযোগ বৃদ্ধিতে, গর্ভনিরোধকের বিভিন্ন উপায়, দূরতম প্রান্ত পর্যন্ত গুণমানসম্পন্ন পরিষেবা প্রদান নিশ্চিত করতে এবং যে সব স্থানে জন্মহার বেশি সেই সব জায়গায় উদ্ভাবনী মূলক বিভিন্ন রণকৌশল রূপায়ণে। একটি দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতি জনসংখ্যার সঙ্গে সম্পৃক্ত। এর উদ্দেশ্য জাতীয় এবং উপজাতীয় স্তরে প্রজন্মের পর প্রজন্ম জনসংখ্যার হার একই রকম রাখার লক্ষ্য অর্জন করা এবং তা ধরে রাখা। ভারত ইতিমধ্যেই জাতীয় স্তরে রিপ্লেসমেঃট লেভেল অফ ফার্টিলিটি অর্জন করেছে (টিএফআর ২.০) এবং এনএফএইচএস-৫ (২০১৯-২১) অনুযায়ী ৩১টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ইতিমধ্যেই এই মাইলফলক অর্জন করেছে, যা পরিবার পরিকল্পনার যাত্রাপথের সাফল্য তুলে ধরছে। পরিবার পরিকল্পনার পাশাপাশি প্রসূতি এবং নবজাতের মৃত্যুর আশঙ্কা কমানোর লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে বিশ্বজুড়ে। এই কর্মসূচির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল প্রসূতি এবং নবজাতের স্বাস্থ্যের প্রতি নজর দেওয়া। সব মিলিয়েই সার্বিক উদ্দেশ্য আরও বিস্তৃত হয়েছে। ভারতের রাজ্যগুলির জনবিন্যাসের বৈচিত্র সারা বিশ্বে অনন্য এবং পরিবার পরিকল্পনার পন্থা-পদ্ধতিও গৃহীত হয়েছে ওই বৈচিত্রকে মাথার রেখে। সহজ প্রাপ্য গর্ভনিরোধকের উপায় বৃদ্ধির পাশাপাশি ভাবনায় রাখা হয় সামাজিক বিষয়গুলি, যেমন - বিবাহের বয়স, প্রথম জন্মদানের বয়স এবং কন্যার শিক্ষা। দেশে নানা ধরনের প্রয়োজনের উপযোগী পরিবার পরিকল্পনা করতে একটি সার্বিক কর্মপদ্ধতি তৈরির করার জন্য এগুলি জরুরি। মিশন পরিবার বিকাশ (এমপিভি)-পরিবার পরিকল্পনার রূপান্তর-৭টি রাজ্যের (বিহার, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, ঝাড়খন্ড এবং আসাম) জন্ম হার বেশি এমন ১৪৬টি জেলায় জন্মনিরোধকের ব্যবহার বাড়াতে এবং পরিবার পরিকল্পনার কর্মসূচির প্রসার ঘটাতে ২০১৬-য় ভারত সরকারের পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প মিশন পরিবার বিকাশ-এর সূচনা হয়েছিল। এতে পরিবার পরিকল্পনা পরিষেবায় আমূল পরিবর্তন ঘটে। এর জন্য সারথি বাহন ব্যবহার করে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে বিস্তৃত অভিযান চালানো হয়। গর্ভনিরোধক সম্পর্কে যুবতীদের সামাজিক বাধা দূর করতে সাস বহু সম্মেলন করা হয়। পরিবার পরিকল্পনা এবং পিতা-মাতার দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করতে নবদম্পতিদের দেওয়া হয় নঈ পহেলি কিট। একই সময় স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকেও মজবুত করা হয় গুণমান সম্পন্ন পরিষেবা দিতে এবং শক্তিশালী ফ্যামিলি প্ল্যানিং লজিস্টিকস ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম ব্যবহার করে অবাধে গর্ভনিরোধক সরবরাহ করা হয়। আধুনিক গর্ভনিরোধকের ব্যবহার বাড়ে উল্লেখযোগ্য ভাবে। বিশেষ করে উদ্দিষ্ট জেলাগুলিতে। তাতে বোঝা যায় এমপিভি-র ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে। এমপিভি জেলাগুলিতে আধুনিক গর্ভনিরোধকের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাওয়ায় ২০২১-এ সরকার সিদ্ধান্ত নেয়, ওই ৭টি রাজ্যের সবকটি জেলাতে এবং ৬টি উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যে এই কর্মসূচি চালানোর।

জাতীয় পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিতে পছন্দের বিস্তৃতি-পরিবর্তনশীল জনবিন্যাস এবং জনসংখ্যার প্রয়োজন অনুযায়ী ২০১৬-১৭ অর্থবর্ষে জন্মনিরোধকের পদ্ধতি উপায়ের আরও বিস্তৃতি ঘটানো হয়। বর্তমানে জাতীয় পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিতে কন্ডোম ইন্ট্রাইউটেরাইন কন্ট্রাসেপটিভ ডিভাইসেস, ওরাল পিল, এমপিএ ইনজেকশন ইত্যাদি আধুনিক গর্ভনিরোধকের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ১০টি রাজ্যের দুটি করে জেলায় সাবডারমাল ইমপ্ল্যান্ট এবং সাবকিউটেনিয়াস ইনজেকশন (অ্যাঃটারা-এসসি) প্রাথমিক ভাবে শুরু করা হয়েছে। আগামী বছরগুলিতে সারা ভারতেই এটি চালু করার পরিকল্পনা আছে। কর্তব্য-২০২৪-এর বিশ্ব জনসংখ্যা দিবসের থিম,''মা ও শিশুর সুস্বাস্থ্য ও সুস্থতার জন্য গর্ভধারণ এবং দুটি সন্তানের জন্মের মধ্যে ব্যবধান রাখার উপযুক্ত সময়। দিনটি পালন করার সঙ্গে সঙ্গে আমরা আমাদের রাজ্যগুলির প্রয়াস এবং এএনএম, আশা এবং তৃণমূল স্তরের কর্মী সহ আমাদের স্বাস্থ্যকর্মীদের অবিরাম নিষ্ঠাকেও মনে রাখব যারা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও পরিষেবা দেওয়ার কাজে সর্বাগ্রে থাকে। বিশ্বের যুবা, কিশোর, নারী এবং শিশুদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ আমাদের দেশে বসবাস করে। এটি আমাদের জনসংখ্যাগত লাভের সুযোগ উপহার দিয়েছে। পাশাপাশি তুলে ধরেছে আমাদের জনগণের স্বাস্থ্য ও সুস্থতার লক্ষ্যে লগ্নির প্রয়োজনীয়তার দিকে। গুণমান সম্পন্ন স্বাস্থ্য সুরক্ষা পরিষেবার সুযোগ এবং একাধিক ধরনের গর্ভনিরোধক গুরুত্বপূর্ণ। সুযোগের অপ্রাপ্যতা, গর্ভনিরোধক পদ্ধতি সম্পর্কে ভুল ধারণা, সাধারণের মধ্যে কম সচেতনতা, ভৌগোলিক এবং অর্থনৈতিক বাধা এবং রক্ষণশীল সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক রীতি-নীতির মোকাবিলা করতে সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সাময়িক এবং দীর্ঘমেয়াদী গর্ভনিরোধক পদ্ধতির সুবিধাদান নিশ্চিত করা, যথেষ্ট পরিমাণে বাজেট বরাদ্দ এবং হাসপাতাল এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের মাধ্যমে অবাধ সরবরাহের ব্যবস্থা করে পরিবার পরিকল্পনা পরিষেবা প্রদানের উন্নতি করতে যথেষ্ট পরিমাণে বিনিয়োগ করা হচ্ছে। এছাড়া আয়ুস্মান আরোগ্য মন্দির-এর মাধ্যমে দূরতম প্রান্ত পর্যন্ত পরিবার পরিকল্পনা পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে। ডিজিটাল বিশ্বের দ্রুত বিবর্তনের কথা মনে রেখে সরকার কার্যকরী ভাবে এই সুযোগকে কাজে লাগাচ্ছে প্রত্যেকটি ভাবনা সকলের কাছে পৌঁছে দিতে, যাতে কেউ না এই প্রকল্প থেকে বাদ পড়ে। পরিবার পরিকল্পনার লক্ষ্য অর্জন করার জন্য প্রয়োজন সকল পক্ষের সহযোগিতা এবং নিষ্ঠা। বিভিন্ন ধরনের গর্ভনিরোধক পদ্ধতি ব্যবহার করে আমাদের যুব সমাজের প্রজনন স্বাস্থ্যে অগ্রাধিকার দেওয়া জরুরি। এছাড়া ভারতের জনবিন্যাসগত লভ্যাংশ, দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নের জটিলতা, নগরায়ণ এবং পরিযায়নকে মনে রাখা উচিত। আমাদের নীতিতে এই উপাদানগুলি যুক্তঃ করলে আমাদের জনবিন্যাসগত বৃদ্ধি দীর্ঘ মেয়াদে ভবিষ্য এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নতিতে রূপান্তরিত হবে, যার ফল পাবে সমাজের সকল শ্রেণী। প্রতিটি কর্মকৌশলের সঙ্গে সংগতি রেখে সফলতা অর্জন করতে হবে, যাতে আগামীদিনে শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। বিশ্ব জনসংখ্যা দিবসে আসুন আমরা সকলের জন্য একটি উজ্জ্বল স্বাস্থ্যবান ভবিষ্য রচনা করার শপথ নিই। যেখানে নজর দেওয়া হবে সারা ভারতে প্রান্তিক ও বঞ্চিত শ্রেণীর প্রতি। এমন একটি ভবিষ্যতের কল্পনা করি যেখানে আমাদের জনবিন্যাসের লভ্যাংশ পুরোপুরি ঘরে তুলতে পারি। যেখানে প্রত্যেক নাগরিক গুণমানসম্পন্ন স্বাস্থ্য পরিষেবা পান এবং যেখানে আমাদের মানুষের স্বাস্থ্য এবং সুস্থতা আমাদের দেশের অগ্রগতি এবং প্রগতির ভিত্তি হয়ে ওঠে। আমরা একসঙ্গে এই ভাবনাকে বাস্তব রূপ দিতে পারি। (পিআইবি)

জিএসটি এবং ৭ বছরের পরিক্রমা ঃ রাজস্ব সংখ্যার উপরিতলের তত্ত্ব

দেবী প্রসাদ মিশ্র, ২১ জুলাই ঃ ৭ একটি বিশেষ সংখ্যা, তা সে অঙ্কের ক্ষেত্রেই হোক (সংখ্যা তত্ত্বের মৌলিক সংখ্যা হিসেবে)সঙ্গীতে(সঙ্গীতের ৭ টি তানে) জ্যোতির্বিদ্যায় (চন্দ্রমাসে দিনের হিসেবে) অথবা পুরাণে (সপ্ত চক্র, সপ্ত সমুদ্র অথবা সপ্ত ঋষি)এই সাতের চক্র সবসময় আমাদের ঘিরে রয়েছে। অতীতের এই সূত্র ধরেই পণ্য ও পরিষেবা কর (জিএসটি)এমাসে ৭ বছর পূর্ণ করল। আমরা একবার ফিরে দেখি, স্বাধীনোত্তর সময়ে যুক্তিগত দিক থেকে সর্ববৃহ কর সংস্কার পয়লা জুলাই ২০১৭-র মধ্যরাতের পর থেকে এপর্যন্ত কতখানি ফলপ্রদ ভূমিকা পালন করেছে।

সেসময় থেকে এপর্যন্ত জিএসটি বিদ্বজনদের প্রভূত নজর কেড়েছে। তার প্রত্যেকটি দিক অর্থাৎ করপ্রদানের ক্ষেত্রে দায়বদ্ধতার সরলীকরণ, লজিস্টিক্সের উন্নতি থেকে শুরু করেরাজস্ব সংগ্রহের বৃদ্ধি এই সব বিষয় নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করে দেখা হয়েছে। জিএসটির নানাবিধ প্রেক্ষাপটের মধ্যে অন্য সবকিছুর সঙ্গেজিএসটি রাজস্ব সংগ্রহে ফলাফলের সাম্প্রতিক আলোচনায় দেখা যাচ্ছে মোট রাজস্ব সংগ্রহ ক্রমশই উর্ধ্বমুখী। নিট রাজস্ব গতিধারা অক্ষুণ্ন রাখতে পারে নি এবং অতি সম্প্রতি তা পূর্ব জিএসটির স্তরে পৌঁছেছে। নিট সংগ্রহের ক্ষেত্রে এই বিচ্যুতি খানিকটা হতবুদ্ধি করেছে। অধিকন্তু কিছু উদ্বেগের দিকও উঠে এসেছে, যেমন তথ্যগত অভাবের দিক বিশেষত কর প্রত্যর্পণ এবং জিএসটি পরিষদের কাজকর্মের দিক নিয়ে। উফুল্ল হওয়ার মতো রাজস্ব- জিএসটি ২,৩-এর আওতায় রাজস্ব সংগ্রহ নিয়ে নানাবিধ বিচার বিশ্লেষণ হয়েছে। যদিও বৃহদাকার মোট রাজস্ব আদায় নিয়ে তর্কের বিশেষ কোনো অবকাশ নেই। তা সত্ত্বেও বলতে হয় নিট রাজস্ব সংগ্রহের ক্ষেত্রে উদ্বেগের দিকটি হল,নিট কর প্রত্যর্পণের নিরিখে রাজস্ব সংগ্রহ নিয়ে (প্রাথমিকভাবে রপ্তানি খতিয়ানের নিরিখে)। আমরা বরং সংখ্যার দিক থেকে বিষয়টিকে খতিয়ে দেখি। প্রকাশিত বাজেট নথিতে৪জিএসটি সংগ্রহের প্রকাশিততথ্যকেই আমরা আমাদেরবিশ্লেষণের ভিত্তি ধরে নিচ্ছি।এরপর যা করার তাহল পূর্ব জিএসটির রাজস্ব সংগ্রহের সঙ্গে তুলনা করা, কেননা জিএসটির মধ্যে কেঃদ্র৫, রাজ্য উভয়েরই করকে যুক্ত করা হয়েছে। (চিত্র ১, ডান অক্ষ)-এ ফলাফলে তার উল্লেখ করা হয়েছে। বছরভিত্তিক জিএসটি সংগ্রহের বৃদ্ধি এবং তার পাশাপাশি বছরভিত্তিক জিডিপির বৃদ্ধি (চিত্র ১, বাম অক্ষ)-এ দেখানো হয়েছে। উপরের পরিসংখ্যান থেকে তিনটি বিষয় স্পষ্ট হচ্ছে। প্রথমত নিট রাজস্ব সংগ্রহস্থায়ীভাবে উর্ধ্বমুখী এবং এই বৃদ্ধির গতি জিএসটি লাগুর পরবর্তীকালে বৃদ্ধি পেয়েছে। দ্বিতীয়ত বাসরিক ভিত্তিতে নিট রাজস্ব গড়ে জিএসটি পরবর্তীকালে ১২.৭৬ শতাংশে দাঁড়িয়েছে (পূর্ব জিএসটি সময়কালে ১১.৮১ শতাংশের তুলনায়)। এটা বহিরাগতকোভিড অতিমারির ধাক্কা সামলেও। তৃতীয়ত আমরা দেখছি নিট রাজস্বের বৃদ্ধি সুস্থায়ীভাবে জিডিপি-র বৃদ্ধিকে ছাপিয়ে গেছে। এর থেকে নতুন কর ব্যবস্থায় পদ্ধতিগত দক্ষতা স্পষ্টতই প্রতীয়মান। অন্যান্য সংখ্যার মধ্যে রাজস্ব সংগ্রহের দিকটিকরের হারের ভিত্তিতেনির্দিষ্ট হয়ে থাকে। বিষয়গত ক্ষেত্রে আমরা স্মরণ করতে পারি যে, রাজস্ব সংগ্রহের দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে করহারের হ্রাসের সঙ্গেই সঙ্গতি বজায় রেখে। জিএসটির সূচনার পর থেকে জিএসটির ক্ষেত্রে রেভিনিউ নিউট্রাল রেট(আরএনআর) বিষয়ক কমিটি ১৫-১৫.৫ শতাংশ৬করহার নির্দিষ্ট করে দেয়। এক্ষেত্রে সূচনার পর থেকে কার্যকরী জিএসটি হার ১৪.৪ শতাংশ নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে তা সেপ্টেম্বর ২০১৯৭-এ ১১.৬ শতাংশে নামিয়ে আনা হয়, ২০২৩৮-এর মার্চে তা দাঁড়ায় ১২.২ শতাংশ। রাজস্বের হিসেবে অর্থনীতির দিক থেকে বিশ্লেষণ করলে সঞ্চয়েরনিরিখেতা কি (উদ্দীপক?)। কারণ কেবল গত বছরেই ৪.৩ লক্ষ কোটি টাকার বৃদ্ধি! আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তুলনা করলে দেখা যাবে ভারতের জিএসটি হার বিশ্বে নিম্নতম হারের মধ্যেই রয়েছে। কর উচ্ছ্বাসঃ কর দক্ষতার একটি শক্তিশালী পরিমাপ-জোয়ারের ধাক্কা যেমন সব নৌকাতেই লাগে, রাজস্ব বৃদ্ধিও সেরকম অর্থনীতি বৃদ্ধির এক পরিপূরক। যদিও রাজস্ব সংগ্রহের বৃদ্ধি (অথবা উচ্ছ্বাস)এবং জিডিপি-র হারে বৃদ্ধি কর ব্যবস্থার নিয়মমাফিক দক্ষতার এক প্রকৃত পরীক্ষা হিসেবে দেখা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে বলা যায়জিএসটি চালুর ৫ বছর পূর্বে নিট রাজস্ব বৃদ্ধি বা বলা যেতে পারে জিডিপি (চলতি মূল্যমাণের হিসেবে) ছিল ১.২ যা জিএসটি পরবর্তীকালে ৭ বছরে দাঁড়িয়েছে ১.২৮-এ। এর থেকেই প্রমাণিত হয়, জিএসটির পরবর্তীকালে কর সংগ্রহের দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বস্তুতপক্ষে ভারতের জিএসটি সংগ্রহের দক্ষতা (সর্বোচ্চ সম্ভাব্য কর - যথাযথ দায়বদ্ধতাকে ধরে নিয়ে সমস্ত খরচের হিসেবকে ধরেই)২০২২-২৩ -এ ছিল ০.৬১, যা ৩৭ টি ওইসিডি দেশগুলির সঙ্গে তুলনামূলক হিসেবে দেখা যায় ভারতের স্থান প্রথম এক তৃতীয়াংশের৯ মধ্যে।(চিত্র -

তথ্য সংক্রান্ত প্রশ্ন-স্বীকার করে নেওয়া হয় মাসিক ভিত্তিতে রাজস্বের যে সংখ্যা প্রকাশ করা হয় তাতে অদ্ভুতভাবে মোট রাজস্ব সংগ্রহকে দেখানো হয়১০। নিট সংখ্যা কেবলমাত্র ফেব্রুয়ারি ২০২৪ থেকে প্রকাশ করা হচ্ছে। যদিও জিএসটি চালুর পর থেকে প্রতিবছরের বার্ষিক পরিসংখ্যান রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে এবং তা জনসমক্ষে এসেছে১১।এই রিপোর্টগুলোতে প্রকাশিত রপ্তানির খতিয়ানে জিএসটি প্রত্যর্পণমাসিক ভিত্তিতে বিস্তারিত দেখানো হয়েছে। ফলে এই প্রত্যর্পণের তথ্য বিলম্বিত হলেও তা জনসমক্ষে প্রকাশ পেয়েছে। এবারে খতিয়ে দেখা যায় জিএসটি-র পরিসর কেঃদ্র১২ দ্বারা নিয়ন্ত্রিতএরকম যে একটি বিবৃতি খাড়া করা হয়তবে তার বাস্তব কোনো ভিত্তি নেই। জিএসটি চালুর পর থেকে নতুন কর প্রশাসনেবিশেষত নীতি নির্ধারণ, কর হার নির্ধারণ, আইননিয়মাবলীর খসড়া, দায়বদ্ধতার ক্ষেত্রে সমন্বয় প্রভৃতিবিষয়েকেঃদ্র ও রাজ্য তাদের সার্বভৌমত্ব বজায় রেখেছে। রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের দিকটিকেতুলে ধরলেও বলতে হয় এই বাধা কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষেত্রেও অনুরূপ। কমিটির দ্বারা পরিচালিত জিএসটি পরিষদ বিভিন্ন জটিল বিষয়ে বিচার বিশ্লেষণের করে কর হার কাঠামোর স্থায়িত্ব এবং আইনি প্রশাসনের সমন্বয়ের ক্ষেত্রে নানা প্রস্তাব নিয়ে এগিয়েছে। এটা সহযোগিতামূলকযুক্তরাষ্ট্রীয়সম্ভাবের সাক্ষ্য বহন করে। যাতে সকলেরই স্বার্থ রক্ষা১৩ পাচ্ছে। জিএসটি পরিষদের সমস্ত সিদ্ধান্ত সহমতের ভিত্তিতেই নেওয়া হয়েছে। অধিকন্তু জিএসটি পরিষদের সমস্ত সিদ্ধান্তইকেঃদ্র ও রাজ্য উভয়ই যাতে অনুরূপভাবেউপকৃত হতে পারে সেদিকে তাকিয়েবিভিন্ন ভুল ত্রুটি সংশোধনের মধ্যেদিয়ে এবং ছাড়ের ক্ষেত্রে যৌক্তিকতা বজায় রেখেই নেওয়া হয়েছে। উপরের এই আলোচনা থেকে তিনটিবিষয় ফুটে ওঠে প্রথমত- জিএসটির একগুচ্ছ দক্ষতা এর মধ্যে প্রতীয়মান। তা ধারাবাহিকএবং প্রথমাবধিঅভ্যন্তরীণ বিষয়গুলি বিবেচিত হয়েছে। নিট প্রত্যর্পণের ভিত্তিতেওরাজস্ব সংগ্রহের দিকে তাকালেও তা স্পষ্ট। দ্বিতীয়ত- আমাদের কর হার এবং কর সংগ্রহে দক্ষতা বাকি বিশ্বের দেশগুলির সঙ্গে তুলনামূলকভাবে অনেকখানি সুবিধাজনক। তৃতীয়ত- জিএসটির ক্ষেত্রে যেনিম্নমুখীকর হার তাতে বহির্মুখী ধাক্কা মোকাবিলা করেও রাজস্ব সংগ্রহের ধারাবাহিক বৃদ্ধিলক্ষ্য করা যাচ্ছে। পরবর্তী আর্থিক বৃদ্ধির ক্ষেত্রে জিএসটির বিষয়ে কতকগুলি ক্ষেত্রে আলোকপাত করা প্রয়োজন। যেমন জিএসটির অধীন শুল্ক কাঠামোর সরলীকরণ, সুদক্ষ আপিল মীমাংসা ব্যবস্থার মতনপ্রশাসনিক বিষয় সহ জিএসটির বাইরে যা কিছুরয়েছে তার অন্তর্ভুক্তিকরণ। তবে বলতে বাধা নেই সাত বছর পূর্তিতে জিএসটির অনেক কিছু ভালো নিয়েইআমরা আনঃদ করতে পারি। (পিআইবি)

অল বেঙ্গল রেলওয়ে হর্কার্স ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক ও রাজ্য আই. এন. টি. টি. ইউ. সি-এর সক্রিয় সদস্য এবং অসংগঠিত শ্রমিকের প্রাণ পুরুষ শ্রমিক দরদী নেতা বাপি ঘোষ মহাশয়ের নেতৃত্বে হাজার হাজার মানুষের মিছিল ২১শে জুলাই শহীদ স্মরণে ধর্মতলায়।

ফুলবাড়ি-বাংলাবান্ধা সীমান্তে ব্যবসা বন্ধে প্রতিদিন প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা ক্ষতি, উদ্বিগ্ন ব্যবসায়ীরা

দুরন্ত বার্তা, ফুলবা।ড়ি, ২১ জুলাই ঃ উত্তাল বাংলাদেশ। সেখানে কোটা সংস্কার আন্দোলন চলছে। পড়শি দেশটির অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির জন্য ফুলবাড়ি-বাংলাবান্ধা সীমান্ত বন্ধ। ফলে ব্যবসা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। গত শনিবার ভারত থেকে একটিও বোল্ডারবোঝাই ট্রাক বাংলাদেশে যায়নি। ফুলবাড়ি সীমান্তে কয়েকশো ট্রাক বর্তমানে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সীমান্ত বন্ধ হয়ে যাওয়ায় প্রায় ৫০ লক্ষ টাকার ক্ষতির আশঙ্কা করা হচ্ছে। ফুলবাড়ি স্থলবন্দর সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, বাণিজ্য বন্ধ থাকায় প্রতিদিন প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা ক্ষতি হচ্ছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে কবে সীমান্ত দিয়ে ফের ট্রাক চলাচল শুরু হবে, তা জানা নেই কারও। এর জেরে সমস্যায় পড়েছেন সীমান্তে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকের চালক ও মালিকরা। তবে ব্যবসা বন্ধ থাকলেও এদিনও ফুলবাড়ি সীমান্ত হয়ে দুই দেশের মধ্যে শতাধিক সাধারণ মানুষ যাতায়াত করেছেন। গত বৃহস্পতিবার সীমান্ত হয়ে বাংলাদেশে শেষবার বোল্ডারবোঝাই ট্রাক চলাচল করেছিল। ওইদিন ২৩৪টি ট্রাক বাংলাদেশে গিয়েছিল। শুক্রবার নিয়ম মেনে সীমান্ত বন্ধ ছিল। তবে বৃহস্পতিবার যেসব ট্রাক পাশি দেশে গিয়েছিল, শুক্রবার বিকেলের মধ্যে সবগুলি এদেশে ফিরে আসে। অন্যদিন ফুলবাড়ি ল্যান্ড কাস্টমস স্টেশনের আধিকারিকদের কাজের চাপ এতটা থাকে যে, প্রায় প্রত্যেককে নাওয়াখাওয়া ভুলতে হয়। কিন্তু সেখানে এদিন ছিল উল্টো ছিত্র। আধিকারিকরা বসে থাকলেও কোনও কাজ ছিল না। ফুলবা।ড়ি কাস্টমসের সুপারিন্টেন্ডেন্ট রমাকান্ত গিরির কথায়, 'গড় প্রায় ৩৫০ ট্রাক এই সীমান্ত হয়ে বাংলাদেশে যায়। এমনও হয়েছে, সকাল ৮টা থেকে বিকেল সাড়ে ৫টার মধ্যে প্রায় ৪৫০ ট্রাক বাংলাদেশে গিয়েছে। সেখানে এদিন একটিও ট্রাক যায়নি। পরিস্থিতি কবে স্বাভাবিক হবে জানি না।' বোল্ডারবোঝাই করে দাঁড়িয়ে থাকলেও ট্রাক না চলায় চালকরা সমস্যা পাচ্ছেন।

পাশাপাশি বিভিন্ন সামগ্রী নিয়ে বাংলাদেশের অনেক ট্রাক ফুলবাড়ি দিয়ে নেপালে যায়। বাংলাদেশ ও নেপালের মধ্যে ব্যবসা বন্ধ থাকার আশঙ্কা রয়েছে। ফুলবাড়ি সীমান্ত হয়ে অধিকাংশ ভুটানের ট্রাক বোল্ডার নিয়ে বাংলাদেশে যায়। ভুটান নম্বরের ছয় চাকার ডাম্পার বোল্ডারবোঝাই করে শুক্রবার বিকেল থেকে সীমান্তে দাঁড়িয়ে রয়েছে। চালক সামেল সার্কি। তাঁর কথায়, 'বোল্ডার রপ্তানি করে রবিবারের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে ফিরে আসব। কিন্তু এখানে যে কতদিন এভাবে আটকে থাকতে হবে জানি না।' বাহাদুর দেওবা নামে অপর এক ডাম্পার মালিকের বক্তব্য, 'যা অবস্থা তাতে খুব তাড়াতাড়ি পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে বলে মনে হচ্ছে না। পরিস্থিতি খারাপ হলে বোল্ডার নিয়ে ফিরে যাব।' ভুটানের ট্রাকচালকরা ইতিমধ্যেই ফুলবাড়ির আশপাশের বিভিন্ন লজ ভাড়া করে নিয়েছেন। কবে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়, সেদিকেই তাকিয়ে ব্যবসায়ি মহল। অন্যদিকে, এদিন ভারত থেকে ৭৩ জন বাংলাদেশে যান। সেদেশ থেকে ১২৭ জন ভারতে এসেছেন।

আধুনিকতার ছোঁয়ায় কম্বল, ব্ল্যাংকেট বাজারের ভীড়ে হারিয়ে যেতে বসেছে গ্রামবাংলার নকশিকাঁথা

দুরন্ত বার্তা, তুফানগঞ্জ, ২১ জুলাই ঃ পল্লিকবি জসীমউদ্দীনের প্রেমের কাহিনীমূলক কবিতা 'নকশী কাঁথার মাঠ' থেকে নকশিকাঁথার কাহিনী জানতে পারি। সেসময় কবির সৃষ্ট চরিত্র রূপাই ফেরার হয়ে চলে গেলে সাজু তার অপেক্ষা করতে করতে একটি কাঁথার মধ্যে জীবনকাহিনী সেলাইয়ের মাধ্যমে আঁকতে থাকেন। শেষে সাজুর মৃত্যুর পর তাঁর কবরের উপর জীবনস্মৃতি আঁকা নকশিকাঁথা বিছিয়ে দেওয়া হয়। পরে রূপাই ফিরে এসে নকশিকাঁথা জড়িয়ে কবরের পাশে পড়ে ছিল। এই কাহিনী আমাদের প্রায় সকলেরই জানা। কিন্তু সেই নকশিকাঁথা আজ হারিয়ে যেতে বসেছে। আগে মা-ঠাকুমারা কাজের ফাঁকে ফাঁকে বসে পড়তেন নকশিকাঁথা সেলাই করতে। কখনও পুরোনো কাপা, কখনও বা নতুন কাপড় দিয়েই তৈরি করতেন নকশিকাঁথা। তাঁরা কাঁথায় গাছ, লতাপাতা, ফুল, ফল, পাখি, মাছ, পৌরাণিক ছবি নকশা করে সেলাই করা হত। আসলে কাঁথাকে ঘিরে

বাংলা ও বাঙালির ভালোবাসা আজও অম্লান। তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের ধলপল-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ছাটরামপুর প্রথম খণ্ডের বাসিন্দা সাহারুন বেওয়া ও নীরবালা দাস আপন মনে সেলাই করে চলেছেন কাঁথা। তাঁদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, তাঁরা ছোটবেলা থেকেই এই কাঁথা সেলাই করে আসছেন। এখনও অনেকেই সেলাই করতে দিয়ে থাকেন। নতুন কাপড়ের নকশি ছাড়া কাঁথার মজুরি ৫০০ টাকা আর পুরোনো কাপড়ের কাঁথার মজুরি ৪০০ টাকা নিয়ে থাকেন। আর নকশিকাঁথা হলে তার মজুরি দেড় থেকে দু'হাজার টাকা হয়ে থাকে। এখন আর অত দামের কাঁথা চলে না। একেকটি কাঁথা সেলাই করতে সাতদিন থেকে দু'মাসও লেগে যায়। আধুনিকতার ছোঁয়ায় কম্বল, ব্ল্যাংকেট বাজারে ছেয়ে গিয়েছে। তাই কাঁথার প্রচলন কমতে চলেছে। তবুও বলা যায়, কাঁথার মজাটাই আলাদা।

সাগরদিঘিতে স্নান করতে নেমে বিপত্তি, তলিয়ে মৃত্যু যুবকের

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২১ জুলাই ঃ সাতসকালে সাগরদিঘিতে স্নান করতে নেমে প্রাণ গেল এক যুবকের। রবিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে কোচবিহারে। পুলিশ ও সিভিল ডিফেন্সের কর্মীরা দিঘি থেকে ওই যুবকের দেহ উদ্ধার করে। দেহ ময়নাতদন্তের জন্য এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, যুবকের নাম ও পরিচয় জানার জন্য তদন্ত শুরু হয়েছে।

হয়রানির অভিযোগ, সোম থেকে উত্তরে ধর্মঘট আলু ব্যবসায়ীদের

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২১ জুলাই ঃ প্রশাসনের বিরুদ্ধে হয়রানির অভিযোগ তুলে সোমবার থেকে উত্তরবঙ্গজুড়ে ব্যবসা বনধের ডাক দিলেন আলু ব্যবসায়ীরা। প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি প্রদীপ সাহা বলেন, ' আলু পাঠানোর ক্ষেত্রে প্রশাসনের তরফে আমাদের অযথাই হয়রানি করা হচ্ছে। আলু যে ভিনরাজ্যে পাঠানো যাবে না তার কোনও লিখিত অর্ডার প্রশাসন দেখাতে পারছে না। এই পরিস্থিতিতে আমরা বনধের দিকে যাচ্ছি। সোমবার থেকে কৃষকদের কাছে আলু কিনব না। হিমঘর থেকে আলু বের করা হবে না।'আলু সহ সবজির দাম বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এখানকার সবজি যাতে ভিনরাজ্যে না যায় সেই বার্তা দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপর বক্সিরহাট সীমানা দিয়ে অসমে আলুবোঝাই লরি যাওয়ার ক্ষেত্রে কড়াকড়ি শুরু করা হয়। যা নিয়ে কয়েকদিন ধরেই প্রশাসনের সঙ্গে ব্যবসায়ীদের চাপানউতোর চলছে। এই পরিস্থিতিতে সমস্যা না মেটায় বনধের দিকেই যাচ্ছেন ব্যবসায়ীরা। ফলে তাঁরা ব্যবসা বন্ধ রাখলে আলুর দাম আরও বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে। ধূপগুড়িতে উত্তরবঙ্গ আলু ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি স্বপন দত্ত বলেন, ' আলু রপ্তানির কোনও সরকারি নির্দেশিকা নেই। তবুও সীমানায় আটকে দিচ্ছে। অসম সহ বিহার ও অন্যান্য রাজ্যে আলু পাঠানো হয়। সীমানায় আটকে রাখার খোঁজ নিতে গিয়েও দেখা যায় কোনও লিখিত নির্দেশ নেই।'

প্রাতঃভ্রমণের মাধ্যমেই এখন জনসংযোগ তৈরি করছেন সাংসদ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২১ জুলাই ঃ মানুষ তাঁর দেখা সাক্ষাৎ পান না বলে লোকসভা নির্বাচনের আগে অভিযোগ তুলেছিল তৃণমূল নেতা কর্মিরা। দ্বিতীয়বার সাংসদ নির্বাচিত হয়ে সেই অপবাদ ঘুচাতেই যেন তৎপর হয়ে উঠেছেন জলপাইগুড়ির বিজেপি সাংসদ ডাঃ জয়ন্তকুমার রায়। প্রাতঃভ্রমণের মাধ্যমেই এখন জনসংযোগ তৈরি করছেন তিনি। লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যে ভরাডুবির পর ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনই এখন বিজেপির মূল লক্ষ্য হয়ে উঠেছে। এজন্য দলের হয়ে অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে বিজেপির জমি তৈরিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন সাংসদ ডাঃ জয়ন্তকুমার রায়। দ্বিতীয়বার সাংসদ নির্বাচিত হয়ে লোকসভায় শপথ নেওয়ার পর থেকে অসুস্থ ছিলেন তিনি। চিকিৎসকদের পরমর্শে কিছুদিন বিশ্রামে ছিলেন। রবিবারই পার্লামেন্টের উদ্দেশে রওনা হচ্ছেন। তার আগে প্রাতঃভ্রমণের মাধ্যমে জলপাইগুড়ি শহরের মানুষের সঙ্গে জনসংযোগে মেতে উঠতে দেখা গেল সাংসদ ডাঃ জয়ন্তকুমার রায়কে। রবিবারের ঝলমলে আকাশ ও হিমেল হাওয়াকে সঙ্গী করে কয়েকজন বিজেপি কর্মি সমর্থকদের নিয়ে প্রাতঃভ্রমণে বের হন তিনি। এর মধ্যেই সাংসদকে দেখা গেল মানুষের সঙ্গে জনসংযোগ স্থাপন করতে। যদিও ভোরের এই কর্মসূচিকে নিছক আড্ডা এবং জনগণের অভাব অভিযোগ জানা মূল লক্ষ্য বলে জানান সাংসদ ডাঃ জয়ন্তকুমার রায়।

আধুনিক যন্ত্রপাতি এবং সুরক্ষা ব্যবস্থার অভাব রয়েছে চা বাগানগুলিতে

দুরন্ত বার্তা, বীরপাড়া, ২১ জুলাই ঃ আধুনিক যন্ত্রপাতি এবং সুরক্ষা ব্যবস্থার অভাব রয়েছে চা বাগানগুলিতে। কীটনাশক স্প্রে'র কাজে নিযুক্তরা নানা রোগব্যাধিতে আক্রান্ত হচ্ছেন। তাছাড়া কারখানায় নেই প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা বলে জানিয়েছে ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন। এজন্য তরাই-ডুয়ার্সে 'অকুপেশনাল সেফটি অ্যান্ড হেলথ-ইন-প্ল্যান্টেশন সেক্টর' নামে একটি পাইলট প্রোজেক্ট শুরু করতে চলেছে সংগঠনটি। কোথায়, কবে, কীভাবে কর্মসূচি পালন করা হবে, কর্মসূচিতে কাদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে, তা নিয়ে ছক কষতে রবিবার বীরপাড়ায় বৈঠক করে আইএলও। আইএলও একটি ত্রিপাক্ষিক আন্তর্জাতিক সংগঠন। ভারত সরকার, কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন এবং নিয়োগকর্তারা রয়েছেন সংগঠনে। এদিনের বৈঠকে ছিলেন ইউটিইউসির রাজ্য সম্পাদক দীপক সাহা, রাজ্য সভাপতি নির্মল দাস, ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল প্ল্যান্টেশন ওয়ার্কার্স ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক মণিকুমার দার্নাল, ডুয়ার্স চা বাগান ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সভাপতি মনোহর তিরকি, আইএলও'র টি সেক্টর

কোঅর্ডিনেটর পল্লবী মানসিং প্রমুখ। প্রকল্পের কোঅর্ডিনেটর মিলি ওরাওঁ জানান, আইএলও তরাই-ডুয়ার্সে ওই প্রকল্পটি বাস্তবায়িত করার দায়িত্ব দিয়েছে ইউটিইউসি-কে। এজন্য চার মাস ধরে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হবে। তিনি বলেন, ' আইএলও'র কনভেনশনে ২০২১ সালে কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য নিরাপত্তার দিকটি মৌলিক অধিকার হিসেবে গণ্য করা হয়। এতদিন চা শ্রমিকরা মজুরি, আবাসন নিয়ে ভেবেছেন। স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়গুলি নিয়ে ভাবেননি। এবার এ নিয়ে শ্রমিকদের সচেতন করতে এই পাইলট প্রোজেক্ট।' চা বাগানগুলিতে স্বাস্থ্য পরিষেবা মুখ থুবড়ে পড়ে রয়েছে। হাসপাতালগুলিতে যোগ্য চিকিৎসক নেই। ওষুধপত্র পাওয়া যায় নামমাত্রই। পাশাপাশি নামমাত্র সুরক্ষা ব্যবস্থায় কীটনাশক স্প্রে করার কাজে নিযুক্ত শ্রমিকদের জীবনীশক্তি কমছে, বললেন ইউটিইউসির সভাপতি নির্মল দাস। তিনি জওহরলাল নেহরুর আমলের প্ল্যান্টেশন লেবার অ্যাক্ট কার্যকরী করতে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছিলেন। মণিকুমার দার্নালের গলাতেও একই সুর শোনা গেল। তিনি জানান, কারখানাগুলিতে আধুনিক যন্ত্রপাতির অভাব রয়েছে। কীটনাশক এবং রাসায়নিক ব্যবহারের সময় মালিকপক্ষের তরফে শ্রমিকদের ব্যবহারের জন্য দেওয়া অ্যাপ্রনগুলি অত্যন্ত পাতলা। গ্লাভসগুলিও উপযুক্ত নয়। স্প্রে মেশিনগুলিও আধুনিক নয়। এতে চা শ্রমিকদের শরীর-স্বাস্থ্যে খারাপ প্রভাব পড়ছে।

চা বাগান ও গ্রামীণ এলাকায় বিকল্প কর্মসংস্থান বাড়াতে উদ্যোগী

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২১ জুলাই ঃ চা বাগান ও গ্রামীণ এলাকায় বিকল্প কর্মসংস্থান বাড়াতে উদ্যোগী হল জলপাইগুড়ির স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সুইচ অন ফাউন্ডেশন। মঙ্গলবার বিশ্ব যুব দক্ষতা দিবস উপলক্ষে এই নিয়ে উদ্যোক্তারা একটি কর্মশালার আয়োজন করেন। বিশ্ব যুব দক্ষতা দিবসের মধ্য দিয়ে এবার বেকার যুবক যুবতীদের সৌরশক্তির দিকে নজর দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছেন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সুইচ অন ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তারা। এই নিয়ে তাদের মধ্যে দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধি করতে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। জলপাইগুড়ির গ্রামীণ এলাকায় সৌরশক্তিঃ বিষয়ক টেকসই উন্নয়নের কাজে বেকার যুবক যুবতীদের নিয়োজিত করতেই এই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা। বিশেষ করে বর্তমান সময়ে চা বাগান এলাকায় সৌরশক্তির চাহিদা ব্যাপকভাবে বাড়ছে। এক্ষেত্রে এই কাজে কর্মসংস্থানও বাড়ছে। এজন্য তাদের এই কাজে উৎসাহিত করছেন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সুইচ অন ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তারা। মঙ্গলবার জলপাইগুড়ির ডিআরডিসি কনফারেন্স হলে এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়। উত্তরবঙ্গে সবুজ চাকরি এবং যুব দক্ষতার গুরুত্ব সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন রাজেন্দ্র রাজ, সুবীর শর্মা, বিজয়গোপাল চক্রবর্তী সহ বিশিষ্টজনেরা।

হাওড়া-রাঁচি বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের ফুটপ্লেট পরিদর্শনে দক্ষিণ পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার

কলকাতা, ২০শে জুলাই ঃ শ্রী অনিল কুমার মিশ্র, জেনারেল ম্যানেজার, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে আজ (২০-০৭-২০২৪) হাওড়া-রাঁচি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস দ্বারা হাওড়া-খড়গপুর সেকশনে ফুটপ্লেট পরিদর্শন করেছেন। হাওড়া-রাঁচি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ব্যবসায়ীদের পাশাপাশি রাঁচি এবং অন্যান্য কাছাকাছি ভ্রমণের গন্তব্যে আসা পর্যটকদের কাছে জনপ্রিয়। জেনারেল ম্যানেজার ট্রেনে দেওয়া পরিস্কার, খাবার এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পরিদর্শন করেছেন। তিনি কর্মীদের সাথে মতবিনিময় করেছেন এবং পরিষেবার উন্নতির জন্য কিছু ব্যবস্থার পরামর্শ দিয়েছেন। শ্রী মিশ্র পরিদর্শনের সময় ক্রুদের সাথেও

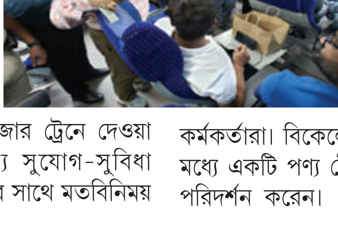

কথা বলেছেন। মহাব্যবস্থাপক ট্রেন পরিদর্শনকালে যাত্রীদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তিনি তাদের সর্বোত্তম পরিষেবা সম্পর্কে আশ্বস্ত করেন এবং তাদের মূল্যবান মতামত স্বীকার করেন। পরিদর্শনকালে তার সঙ্গে ছিলেন দক্ষিণ পূর্ব রেলের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা। বিকেলে, শ্রী মিশ্র খড়গপুর এবং আন্দুলের মধ্যে একটি পণ্য ট্রেনের মাধ্যমে আরও একটি ফুটপ্লেট পরিদর্শন করেন।

শহরে ইস্টবেঙ্গলের নতুন বিদেশি, এলেন সোনার বুট জয়ী স্ট্রাইকার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ জুলাইঃ আনোয়ার আলিকে দলে নেওয়া নিয়ে এখনও দড়ি টানাটানি চলছে ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানের মধ্যে। তার মাঝেই শহরে চলে এলেন ইস্টবেঙ্গলের নতুন বিদেশি দিমিত্রিয়স দিয়ামানতাকোস। সামনেই ডুরান্ড কাপ। তার আগে কলকাতায় পৌঁছে গেলেন গত বারের আইএসএলে সোনার বুট জয়ী স্ট্রাইকার। রবিবার সকালে কলকাতায় এসেছেন দিয়ামানতাকোস। তাঁকে স্বাগত জানাতে বিমানবন্দরে গিয়েছিলেন অনেক লাল-হলুদ সমর্থক। গত বার স্ট্রাইকারের সমস্যায় পড়েছিল ইস্টবেঙ্গল। একা ক্লেটন সিলভার কাঁধে দায়িত্ব পড়ে গিয়েছিল। সেই

কারণে, এ বার কেরল ব্লাস্টার্স থেকে গ্রিসের এই স্ট্রাইকারকে দলে সই করিয়েছেন কার্লেস কুয়াদ্রাত। ইতিমধ্যেই কুয়াদ্রাত শহরে চলে এসেছেন। এ বার ডুরান্ডের প্রস্তুতি শুরু করে দিতে চান তিনি। ২০১২ সালে অনূর্ধ্ব-১৯ ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে খেলেছিলেন দিয়ামানতাকোস। গ্রিসের হয়ে খেলেছিলেন তিনি। ২০২২ সালে কেরল ব্লাস্টার্সে যোগ দিয়েছিলেন দিয়ামানতাকোস। ভারতের মাটিতে ৪৪টি ম্যাচ খেলেছেন তিনি। ২৮টি গোল করেছেন দু'মরসুমে। এ বারের মরসুমের আগে দল গুছিয়ে নিচ্ছে ইস্টবেঙ্গল। দিয়ামানতাকোস ছাড়াও মাদি তালালের মতো বিদেশিকে নেওয়া হয়েছে। হিজাজি মাহেরকে রেখে দিয়েছে তারা। সেইসঙ্গে ভারতীয় ফুটবলারদের দিকেও নজর দিয়েছে তারা। জিকসন সিংহের মতো ভারতীয় প্রতিভাকে দলে নিয়েছে ইস্টবেঙ্গল।

ক্যাপ্টেন্সিতে কোপ, এ বার অগ্নিপরীক্ষা!

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলা হবে হার্দিকের?

মুম্বই, ২১ জুলাইঃ সামনেই টিম ইন্ডিয়ার শ্রীলঙ্কা সফর। এই সফরে ৩টি টি-২০-র পাশাপাশি ৩টি ওডিআই ম্যাচ খেলবে টিম ইন্ডিয়া। আগামী বছর রয়েছে আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। তার আগে ভারতীয় টিম মাত্র ৬টি ওডিআই ম্যাচ খেলবে। তাই ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের কাছে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির জন্য টিম বাছাইয়ের সময় কম। এরই মাঝে বোর্ডের এক কর্তা জানিয়েছেন, হার্দিক পান্ডিয়া ওডিআইতে বোলিং করার জন্য কতটা ফিট, সেদিকে বিশেষ নজর থাকবে। আসলে ব্যক্তিগত কারণে আসন্ন শ্রীলঙ্কা সফরের ওডিআই সিরিজ থেকে ছুটি চেয়েছেন হার্দিক। ফলে হার্দিক ৫০ ওভারের ফর্ম্যাটে বল করতে কতটা স্বাচ্ছন্দ্য তা বোঝার জন্য অন্য পন্থা নিতে চলেছে ভারতীয় বোর্ড। এক সংবাদমাধ্যমে রিপোর্ট অনুযায়ী, এর মাঝে হার্দিককে ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলতে হবে। এবং সেখানে তাঁর পারফরম্যান্স মনিটর করবে বোর্ড। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ৩ ম্যাচের ওডিআই সিরিজের পর সেই নতুন বছরের জানুয়ারীতে রয়েছে ভারতের আরও ৩টি ওডিআই ম্যাচ। আর তারপরই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। এই পরিস্থিতিতে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির জন্য কেমন হবে ভারতীয় টিম, সে কথা এখন থেকেই ভাবা শুরু করেছে বোর্ড। বিসিসিআইয়ের এক কর্তা বলেছেন, ''চোট সারিয়ে ফিরে আসার পর হার্দিক পান্ডিয়া টি-২০ ক্রিকেটে ৪ ওভার করে বল করেছেন। তাতে দারুণ পারফর্মও করেছেন। তবে হার্দিক বড় ফর্ম্যাটে কেমন খেলছেন, তা এখনও পরখ করে দেখা হয়নি। তাই তাঁর দিকে বিশেষ নজর রাখতে হচ্ছে। এ বছরের শেষের দিকে রয়েছে বিজয় হাজারে ট্রফি। সেখানে হার্দিক কেমন খেলেন, সে দিকে নজর থাকবে নির্বাচন কমিটির সদস্যদের।'' ভারতীয় টিমে এখন বিরাট প্রতিযোগিতার সময়। সেখানে হার্দিক যদি সব মানদণ্ড পূরণ না করতে পারেন, তা হলে হয়তো ওডিআইতে তাঁর খেলা নিয়ে সংশয় তৈরি হবে। বোর্ডের ওই কর্তা বলেন, ''হার্দিকের ব্যাটিং আগের আর মতো নেই। ও টি-২০ বিশ্বকাপে ভালো খেলেছে। কিন্তু ওর পারফরম্যান্সের সেরাটা তখনই প্রমাণ হয় যদি ও ভালো বল করে, নিজের ওভারের কোটা শেষ করে। গত ওডিআই বিশ্বকাপে শেষবার একদিনের ম্যাচ খেলেছে। তারপর প্রায় এক বছর আর ওডিআই খেলেনি, তাই ওর ফিটনেস ভাবাচ্ছে। নির্বাচকরা ওর দিকে বিশেষ নজরও রাখবে।''

এনসিএ ছাড়ছেন ভিভিএস লক্ষ্মণ?

আইপিএলে লখনউয়ে হতে পারে কামব্যাক!

বেঙ্গলুরু, ২১ জুলাইঃ ভারতীয় ক্রিকেটে যেন বদলের পালা শেষ হচ্ছেই না। ভারতীয় ক্রিকেট টিমে সদ্য নতুন কোচ, সাপোর্ট স্টাফ, নতুন ক্যাপ্টেন এসেছেন। এ বার জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতেও বদলের পালা। সম্প্রতি শোনা গিয়েছে, আর এনসিএতে

থাকবেন না ভিভিএস লক্ষ্মণ। তিনি জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির প্রধান। কিন্তু এ বার তাঁর আর এই দায়িত্বের চুক্তি বাড়ানোর ইচ্ছে নেই। এ বছরের সেপ্টেম্বর অবধি এনসিএ প্রধান হিসেবে তাঁর চুক্তি রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে বিভিন্ন রিপোর্ট মারফত জানা গিয়েছে, আইপিএলে ফিরতে চলেছেন তিনি। কোন টিমে যোগ দেবেন? রাহুল দ্রাবিড় এর আগে ছিলেন এনসিএ প্রধান। তাঁকে টিম ইন্ডিয়ার হেড কোচ করার পর লক্ষ্মণকে এনসিএ প্রধান করা হয়। দ্রাবিড়ের অনুপস্থিতিতে লক্ষ্মণকে ভারতের বি টিমের একাধিক বিদেশ সফরেও কোচ হিসেবে পাঠানো হয়েছে। এই তো এ মাসেই হওয়া জিম্বাবোয়ে সফরেও শুভমন গিলদের সঙ্গে লক্ষ্মণই হেড কোচ হিসেবে সফর করেছেন। সংবাদমাধ্যমের রিপোর্ট অনুযায়ী গৌতম গম্ভীরকে ভারতের নতুন কোচ করার আগে বোর্ড লক্ষ্মণকে সেই দায়িত্ব নিতে বলেন। কিন্তু দলের সঙ্গে এত ভ্রমণ করতে হবে, সে কথা ভেবে তিনি এই প্রস্তাব প্রত্যাখান করেন। এ বার প্রশ্ন দুটি? প্রথম, এনসিতে লক্ষ্মণের জায়গায় আসবেন কে? দুই, লক্ষ্মণ যদি আইপিএলে ফেরেন, কোন দলে যোগ দেবেন? প্রথম প্রশ্নের উত্তর হিসেবে উঠে আসছে, ভারতের প্রাক্তন ব্যাটিং কোচ বিক্রম রাঠৌরকে এনসিএ প্রধান হিসেবে দেখা যেতে পারে। আর দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর, লক্ষ্মণকে নিতে আগ্রহী লখনউ সুপার জায়ান্টস। সূত্রের খবর, লক্ষ্মণের সঙ্গে লখনউ ম্যানেজমেন্টের প্রাথমিক কথাও নাকি হয়েছে। লক্ষ্মণ এর আগে ২০১৩ থেকে ২০২১ সাল অবধি সানরাইজার্স হায়দরাবাদের মেন্টর হিসেবে কাজ করেছেন। ফলে আইপিএলেও তাঁর অভিজ্ঞতা রয়েছে। এ বার দেখার শেষ অবধি কোথায় যোগ দেন তিনি।

বক্সিং 'রিংয়ের নতুন রানি', অলিম্পিকের অভিষেকেই সোনায় নজর নিখাত জারিনের

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

ভেবেছিলেন হবেন স্প্রিন্টার। শুরু হয়েছিল সেই মতো অনুশীলন। কিন্তু সেই স্বপ্নপূরণ হয়নি। পরে বক্সিংয়ে ঝোঁক বাড়ে তাঁর। আর তিনি হয়ে ওঠেন রিংয়ের নতুন রানি। কথা হচ্ছে বিশ্বমিটে ২ বার সোনা জয়ী ভারতীয় বক্সার নিখাত জারিনকে নিয়ে। এই প্রথম বার অলিম্পিকে নামবেন নিখাত। জেদ, অদম্য ইচ্ছা নিখাতকে এই জায়গায় নিয়ে এসেছে। তবে নিখাত জারিনের সাফল্যের পথ এতটাও মসৃণ ছিল না। একটা সময় ছিল, যখন নিখাত জারিনের মা মেয়ের বক্সিং দেখে খুব ভয় পেতেন। এক বার এক ছেলের সঙ্গে বাউটের পর ফোলা মুখ নিয়ে বাড়ি ফিরেছিলেন নিখাত। চোখ-মুখে কালশিটে দেখার পর তাঁর মা তাঁকে বলে দেন, প্রয়োজনে তাঁকে আর বক্সিং খেলতে যেতে হবে না। তাঁর মায়ের চিন্তা ছিল ভবিষ্যতে না হলে মেয়ের বিয়েও হবে না। আর এখন তাঁকে বিয়ে করার জন্য লম্বা লাইন পড়ে যাওয়ার জোগাড়। সব বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে মাবাবাকে গর্বিত করছেন, নিজের নাম উজ্জ্বল করে চলেছেন নিখাত জারিন। টোকিও অলিম্পিকে নামা হত নিখাত জারিনের। কিন্তু তাঁকে ট্রায়ালে মেরি কমের বিরুদ্ধে লড়তে হয়েছিল। তিনি হেরে যান। ফলে অলিম্পিকে নামার অপেক্ষা আরও বাড়ে। এর

আগে ভারতীয় কিংবদন্তি বক্সার মেরি কমের সঙ্গে তাঁর তর্কাতর্কি হয়েছিল। সে সব ভুলে নিখাত এগিয়ে গিয়েছেন। যা তাঁকে সাফল্যও দিয়েছে মুঠো ভরে। ২০২২ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে ৪ বড় খেতাব জিতেছেন নিখাত জারিন। ২০২২ সালে এশিয়ান গেমসে ব্রোঞ্জ পান তিনি। সে বছরই কমনওয়েলথ গেমসে সোনা জেতেন জারিন। এরপর ২০২২ ও ২০২৩ এই দু'বার বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিরে সোনা জেতেন নিখাত। ২০২২ সালে তিনি অর্জুন পুরস্কারও পান। এ বার দেখার ২ বারের বিশ্বমিট জয়ী নিখাত নিখুঁত পাঞ্চ দিয়ে সোনা জিততে পারেন কিনা।

অবসর নিয়ে ধোনিকে প্রশ্ন মহম্মদ শামির

নয়াদিল্লি, ২১ জুলাইঃ আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন অনেক দিন আগে। কিন্তু আইপিএল থেকে মহেন্দ্র সিংহ ধোনি কবে অবসর নেবেন, তা নিয়ে জল্পনা চলছে। সেই ধোনিকেই অবসর নিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন মহম্মদ শামি। জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কখন একজন ক্রিকেটারের অবসর নেওয়া উচিত। উত্তর শুনে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন ভারতের পেসার। সম্প্রতি এক পডকাস্টে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বিষয়টি খোলসা করেছেন শামি। বলেছেন, ''আপনারা বার বার ধোনির ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। সেই মানুষটা নিজেই বার বার বলে, 'দেখা যাবে'। আপনারা তবু জল্পনা চালিয়ে যান।'' এর পরেই শামির মন্তব্য, ''আমি এক বার মাহি ভাইকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'একজন ক্রিকেটারের কখন অবসর নেওয়া উচিত?' ও বলেছিল, 'প্রথমত, যখন তুমি খেলাটা নিয়ে বিরক্ত হয়ে যাবে। দ্বিতীয়ত, যখন বুঝতে পারবে তোমাকে দল থেকে সরিয়ে দেওয়া হতে পারে'।'' ধোনির সেই উত্তর শুনে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন শামি। তিনি বলেছেন, ''ধোনির কথা শুনে আমার মনে হল, আপনি যদি ক্রিকেট উপভোগ করা ছেড়ে দেন, সেটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তখনই বুঝতে পারবেন এ বার সময় এসে গিয়েছে। নিজের অবসরের সময় নিজেই ঠিক করা উচিত। কারণ শরীরও এক সময় আপনার বিরোধিতা করবে। সব ফরম্যাটে খেলতে পারবেন না। তখনই অবসর নেওয়া উচিত।''

রিচা ঘোষের রেকর্ড, প্রথমবার ডাবল সেঞ্চুরি ভারতের

ডামবুলা, ২১ জুলাইঃ মেয়েদের ক্রিকেটে ভারতের ইতিহাস। রেকর্ড বাংলার কিপার ব্যাটার রিচা ঘোষের। তাঁর রেকর্ডের সৌজন্যেই প্রথম বার টি-টোয়েন্টিতে ২০০ প্লাস স্কোর গড়ল ভারত। মহিলাদের এশিয়া কাপে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিশাল জয় দিয়ে অভিযান শুরু করেছিল ভারত। এ দিন দ্বিতীয় ম্যাচে আরব আমির শাহির মুখোমুখি হরমনপ্রীত কৌররা। টস জিতে ভারতকে ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রণ জানান আরব আমির শাহি ক্যাপ্টেন ইশা ওজা। নির্ধারিত ২০ ওভারে ৫ উইকেটে ২০১ রান তোলে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল। রেকর্ড রিচার। একডজন বাউন্ডারি এবং ১টি ছয়। ২৯ বলে ৬৪ বলে অপরাজিত থাকেন রিচা। স্ট্রাইকরেট ২২০-র বেশি।

রুপো-ব্রোঞ্জে টিক চিহ্ন, প্যারিসে এ বার স্বর্ণ-সিন্ধু!

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

মুহূর্তটা ঠিক কেমন হবে? নিঃসন্দেহে গর্বের। ভারতীয় ক্রীড়াক্ষেত্রে উজ্জ্বল মুখ ব্যাডমিন্টন তারকা পিভি সিন্ধু। প্রতিটি টুর্নামেন্টেই পাহাড় প্রমাণ চাপ নিয়ে নামতে হয়। তার কারণও রয়েছে। একের পর এক বড় টুর্নামেন্টে পদক জিতে নিজের যে মান সেট

করেছেন, সেখানে সিন্ধুকে নিয়ে প্রত্যাশা থাকাটাই প্রত্যাশিত। অলিম্পিকের মঞ্চেও হতাশ করেননি। ভারতের হাতে গোনা অ্যাথলিট অলিম্পিকের মঞ্চে একাধিক পদক জিতেছেন। তাঁর একজন পিভি সিন্ধু। ২০১৬ সালে রিও অলিম্পিকে সোনার স্বপ্ন দেখেছিল দেশ। ফাইনালে বিশ্বের এক নম্বর ক্যারোলিনা মারিনের কাছে আটকে যান। সে বার রুপোতেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল। টোকিওতে এসেছিল ব্রোঞ্জ। ফুল ফিট থাকলে হয়তো পদকের রং বদলাতে পারত। এ বার সেই স্বপ্নই সিন্ধুকে ঘিরে। ভারতীয় ব্যাডমিন্টনের উজ্জ্বল মুখ সাইনা নেহাল। মেয়েদের ব্যাডমিন্টনে তাঁর পর সেই ব্যাটন বয়ে চলেছেন পিভি সিন্ধুই। গত এক দশক ধরে ভারতীয় ব্যাডমিন্টনের পোস্টার গার্ল পুশারেলা ভেঙ্কট সিন্ধু। সাইনার লেগ্যাসিকে এগিয়ে নিয়েছেন। নতুন প্রজন্মের কাছে প্রেরণাও হয়ে উঠেছেন সিন্ধু। এটা একদিনে হয়নি। অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে। তবে অনেক প্রাপ্তির মাঝেও কোথাও যেন একটা আক্ষেপ। অলিম্পিকে একটা সোনার পদকের। তাঁর যতটা আক্ষেপ, অনেক বেশি ভারতীয় ক্রীড়াপ্রেমীদের। প্যারিসে সকলের প্রার্থনা যেন এটাই থাকবে, সিন্ধুর তৃতীয় অলিম্পিক পদক হোক সোনার। মাত্র ৮ বছর বয়স থেকেই ব্যাডমিন্টনে হাতেখড়ি। ২০১২ সালে চিনা মাস্টার্স থেকে জাতীয় স্তরে পরিচিতি গড়ে তোলেন। লন্ডন অলিম্পিকে গোল্ড মেডেলিস্টকে হারিয়ে চমকে দিয়েছিলেন সিন্ধু। ২০১৩ সালে সারা বিশ্বকেই চমকে দিয়েছিলেন ১৮-র সিন্ধু। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের সেমিফাইনালে জায়গা করে নিয়েছিলেন। ব্রোঞ্জ পদকও আসে তাঁর ঝুলিতে। ইতিহাসের শুরু হয়। মেয়েদের মধ্যে ভারতের প্রথম, সার্বিক ভাবে দ্বিতীয় পদকজয়ী হন। এরপর বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে আরও দুটো রুপো এবং একটি ব্রোঞ্জ এনেছেন। সেরা সাফল্য ২০১৯ সালে। প্রথম ভারতীয় হিসেবে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে সোনার পদক জেতেন। দীর্ঘ অপেক্ষার পর বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে সোনার পদক জিতেছিলেন। প্যারিসে অলিম্পিকের মঞ্চে সেই প্রত্যাশাও পূরণ হতে পারে। দেশের হয়ে ইতিহাস গড়ার সুযোগ রয়েছে। ২০১৬ সালে রুপো, ২০২০-তে ব্রোঞ্জ। সিন্ধু ছাড়া একমাত্র সুশীল কুমারই অলিম্পিকের মঞ্চে দুটি পদক জিতেছেন। তিন নম্বর পদক জিতে তাঁকে ছাপিয়ে যাওয়ার সুযোগ রয়েছে। আর সোনার পদক জিতলে দেশের প্রথম মহিলা ক্রীড়াবিদ হিসেবে অলিম্পিকে ব্যক্তিগত ইভেন্টে সোনার নজির গড়বেন সিন্ধু।

হতে চেয়েছিলেন তিরন্দাজ, পরে ভালোবাসেন ভারোত্তোলন

প্যারিস অলিম্পিকে সোনায় নজর মীরাবাঈ চানুর

প্যারিস, ২১ জুলাইঃ মণিপুরের মেয়ে মীরা, আসলে যে হীরা এ কথা একাধিক ভারতীয় ক্রীড়াপ্রেমীর মুখে মুখে ঘোরে। প্যারিস অলিম্পিকের ঠিক আগে সকলে বার বার ফিরে যেতে চাইবেন টোকিও অলিম্পিকের প্রথম দিনে। কারণ, ইতিহাস গড়ে সে বারই অলিম্পিকের প্রথম দিনে ভারতকে পদক এনে দিয়েছিলেন মীরাবাঈ চানু। মহিলাদের ভারোত্তোলনে রুপো পেয়েছিলেন তিনি। এ বার প্যারিস অলিম্পিকে সোনায় নজর তাঁর। যদি জিততে পারেন, তা হলে পরপর দু'বার ভারোত্তোলনে পদক পাওয়া মহিলা ভারতীয় অ্যাথলিট হবেন চানু। প্যারিস অলিম্পিকে ভারোত্তোলন থেকে মীরাবাঈই একমাত্র ভারতের ভরসা। বছর ৩০-এর মীরাবাঈ প্রবলভাবে চাইবেন দেশকে সোনা এনে দিতে। এই নিয়ে তৃতীয় বার অলিম্পিকে অংশ নিতে চলেছেন মীরাবাঈ চানু। প্রথম বার তিনি রিও অলিম্পিকে পারফর্ম করেছিলেন। সে বার তাঁকে চূড়ান্ত হতাশ হতে হয়েছিল। তিনি এমন চোট পেয়েছিলেন, খেলা ছেড়ে দেওয়ার কথাও ভেবেছিলেন। ভাগ্যিস খেলা ছাড়েননি মণিপুরের মেয়ে। তা হলে টোকিওতে তাঁর ইতিহাস গড়া হত না। অনেক পরিশ্রম, ত্যাগ এবং আত্মবিশ্বাসের জেরে টোকিওতে শেষ অবধি রুপো ফলান চানু। পিভি সিন্ধুর পর দ্বিতীয় ভারতীয় মহিলা

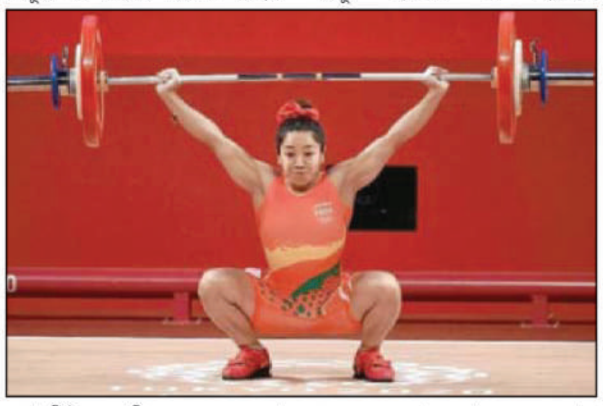

অ্যাথলিট হিসেবে রুপো পেয়েছিলেন চানু। তিনি যখন ছোট ছিলেন শুরুর দিকে তিরন্দাজ হতে চেয়েছিলেন। অনুশীলন নিতেও গিয়েছিলেন। কিন্তু সঠিক গাইড, কোচ না পাওয়ায় তিনি তিরন্দাজির স্বপ্ন ছাড়েন। এরপর ভারোত্তোলক কুঞ্জরানি দেবীর একটি ভিডিয়ো দেখেন তিনি। যা দেখার পর ঠিক করেন নিজেও ভারোত্তোলন করবেন। যেমন ভাবা, তেমন কাজ। কড়া অনুশীলন শুরু করেন চানু। সাফল্যও পান। টোকিও অলিম্পিকে রুপো ছাড়াও কমনওয়েলথ গেমসে ২০১৪ সালে রুপো পান মীরাবাঈ চানু। ২০১৮ ও ২০২২ কমনওয়েলথ গেমসে সোনা জেতেন ইম্ফলের মেয়ে মীরাবাঈ। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ২০১৭ সালে সোনা জেতেন চানু। এবং ২০২২ সালে সেখান থেকে রুপো পান। ২০১৮ সালে তিনি ভারতীয় তারকা ক্রিকেটার বিরাট কোহলির সঙ্গে মেজর ধ্যানচাঁদ খেলরত্ন পুরস্কার পান। সেখানে তিনি ৭.৫ লক্ষ টাকাও পান।

বিছানাতেই স্বর্গসুখ! প্যারিসের গেমস ভিলেজে পছন্দের সঙ্গী খুঁজে পেলেও কি তা থাকবে?

প্যারিস, ২১ জুলাইঃ সব আছে, কিন্তু কিছুই যেন নেই। চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন, কিন্তু কাছে গেলেই ভ্যানিশ হয়ে যাচ্ছে। প্যরিস অলিম্পিকে অ্যাথলিটদের পরিস্থিতিও কি এমনই হতে চলেছে? অ্যান ইভনিং ইন প্যারিস। তবে অলিম্পিকে অংশগ্রহণকারী অ্যাথলিটদের জন্য 'অ্যান' শব্দটা বদলে দিতে হচ্ছে। ঠিক একই ভাবে, ইভনিংটাও আপডেট করে নাইট বলা যেতে পারে। একটা সন্ধে কিংবা রাত নয়, গেমস ভিলেজে কাটবে অনেকগুলো সন্ধে-রাত। সবরকম ব্যবস্থা থেকেও যেন নেই। পদকের কাছে অনেকেই যেতে পারবেন। পার্টনারের কাছে! সন্দেহ আছে। কথায় বলে, বিছানাতেই স্বর্গসুখ। সেটা ঘুমের দিক থেকেই হোক আর। কিন্তু বিছানা থাকলেই স্বর্গসুখও পাওয়া যাবে, এমনটা সবক্ষেত্রে হওয়ার নেই। সঙ্গীও থাকতে হবে। ধরুন সঙ্গীও আছে। তারপরও কিন্তু! প্রেমের শহর প্যারিস। সেখানেই অলিম্পিক। যারা খেলা ভালো বাসেন, তাঁরা ভালোবাসার মুহূর্ত উপভোগ করার সুযোগ পাবেন কি? টোকিও অলিম্পিকে পরিস্থিতি ছিল একে বারে উল্টো। কোভিডের কারণে এক বছর পিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল অলিম্পিক। মানতে হয়েছিল, সোশ্যাল ডিস্টান্স। ফলে আরও 'কাছাকাছি' আসার সুযোগ হয়নি। প্রেমের শহরেও কি এমনই পরিস্থিতি? অলিম্পিকে যাতে সুরক্ষিত যৌনতার সুযোগ পান অ্যাথলিটরা, সে কারণেই ৩ লক্ষ কন্ডোম রাখা হচ্ছে। কিন্তু সেটার

ব্যবহার কী ভাবে হবে? এটাই তো প্রশ্ন। জোর আলোচনায় গেমস ভিলেজের বিছানা। ছবিটি এজেন্সির। সোশ্যাল মিডিয়াতেও প্রকাশ্যে আসছে এই ছবি। আর তারপরই উঠছে প্রশ্ন। জায়গা সঙ্কুলান। উদ্দাম দূর-অস্ত। সামান্য যৌনতাও কি সম্ভব? এই বিছানায় একজন শোয়াটাই যেন সন্দেহ প্রকাশ করে। আর সেক্স! গবেষণার বিষয়ই বটে। আদতে একটু আধতু আদর, কিংবা জড়িয়ে শুয়ে থাকাও কি সম্ভব? এখানেই ইতি নয়। বিছানায় টুইন সাইজ ম্যাট্রেস ব্যবহার করা হয়েছে। পরিষ্কার করে বললে, জায়গা খুবই কম। জাপানের সংস্থাই এই বিছানা তৈরি করেছে। টোকিও অলিম্পিকে এই ধরনের বিছানাই ছিল। তবে সেটা কোভিড পরিস্থিতিতে। টোকিও অলিম্পিকের সময় আমেরিকার স্প্রিন্টার সোশ্যাল মিডিয়ায় জানিয়েছিলেন, অ্যাথলিটরা যাতে যৌনতার সুযোগ না পান, সে কারণেই এই বেড ও ম্যাট্রেস দেওয়া হয়েছে। বছরের পর বছর, অনেক অ্যাথলিটই বলেছেন, অলিম্পিকের গেমস ভিলেজে চলে উদ্দাম যৌনতা। ২০০০ সালে সিডনি গেমসে ৭০ হাজার কন্ডোম রাখা হয়েছিল। তাতেও কুলোয়নি। নতুন করে আরও ২০ হাজার কন্ডোমের ব্যবস্থা করা হয়। এরপর প্রতি অলিম্পিকে অন্তত ১ লক্ষ কন্ডোমের ব্যবস্থা থাকে। এ বারের সংখ্যাটা ৩ লক্ষ! প্যারিস অলিম্পিক আয়োজকদের তরফে এক সংবাদসংস্থাকে এক কর্তা বলেছেন, ''সংবাদমাধ্যমে এটা নিয়ে যে নানা মজা করা হচ্ছে তা আমরাও জানি। টোকিও অলিম্পিক থেকেই এটা চলছে। প্যারিসে যে বিছানার ব্যবস্থা হয়েছে বড় উদ্দেশ্য নিয়ে। পরিবেশের কথা ভেবেই পুনর্ব্যবহারযোগ্য বিছানার ব্যবস্থা এবং নানা সরঞ্জামের ক্ষেত্রেও একই পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে।'' বিছানা অবশ্য শক্তপোক্ত। আয়োজকদের দাবি, অনেকেই এতে উঠে লাফিয়েও দেখেছেন। মজবুত বিছানা। কিন্তু অ্যাথলিটদের স্পেস কিংবা 'স্পেস' কোনওটারই কি সুযোগ রয়েছে! পরিবেশের কথা ভেবে আয়োজকরা হয়তো ঠিকই ভেবেছেন, তবে অ্যাথলিটদের মানসিক পরিবেশ-পরিস্থিতি কি এতে সায় দেবে? ওই যে, সব যেন থেকেও নেই।

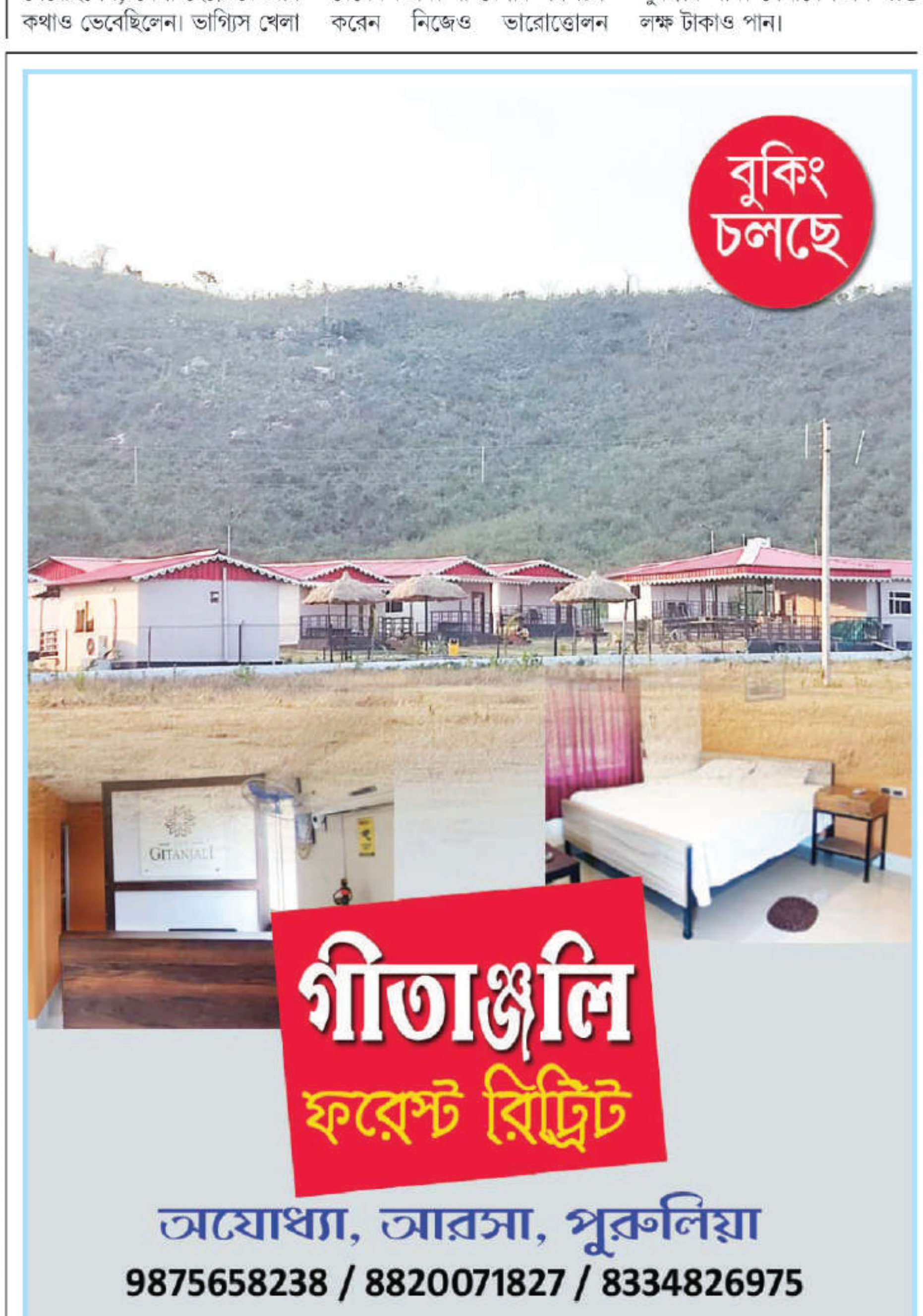

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com